চরিত্রে

রামায়ণ মহাভারত

দ্বিতীয় পর্ব

শিপ্রা দত্ত

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্বপ্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে -

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই :-

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত
(প্রথম পর্ব)।

মুখপত্র

"চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতে"র দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হলো। অধুনা ভারতের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে দেখা দিয়েছে অবক্ষয়ের সূচনা। এই অবক্ষয় নিবারণে ও জাতির দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনে আজ প্রয়োজন ভারতের শাশ্বত সত্য ও সাহিত্যের বহুল প্রচার। এই জন্য এই বই প্রকাশের সাহস করেছি। আমার এই বই এর বৈশিষ্ট্যে পাঠক সমাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রমাণ পেয়েছি বইটির প্রথম পর্ব প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বলতে বোঝা যায়—বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—সর্ব ক্ষেত্রে সুন্দর সুষ্ঠু পরিচালনায় এ সব গ্রন্থ সহায়তা করবে। প্রাচীন এই সব ধর্ম গ্রন্থের প্রতি যে ঔদাসীন্য বর্ত্তমান, নতুন রচনা কৌশলে আমার এই গ্রন্থ সে ঔদাসীন্য কেটে আজ সর্বজন প্রিয় হয়েছে।

প্রথম পর্ব পাঠকবৃন্দের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করায় দ্বিতীয় পর্ব লিখতে প্রেরণা লাভ করেছি। আশা করি প্রথম পর্বের মত এই পর্বও পাঠকবর্গকে আনন্দ দেবে। পরবর্ত্তী পর্বগুলিও যথা সম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি।

বহু চেষ্টা করেও মুদ্রণ ত্রুটি হতে এবারও অব্যাহতি পাওয়া গেল না। বিশেষ করে দুটি গর্হিত ছাপার ভুল রয়েছে। প্রথমতঃ প্রথম ৪ ফর্মায় "চরিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত" ছাপা হয়েছে "চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতে"র স্থলে।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় ফর্মায় ১০ পৃষ্ঠায় ৫ম পংক্তিতে অভিমন্যুকে দুঃশাসন কৃত গদার আঘাতে ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। দুঃশাসনের স্থলে দুঃশাসন পুত্র লক্ষ্মণ হবে! আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবৃন্দ মার্জনা করবেন। পরবর্ত্তী মুদ্রণে এগুলি শুদ্ধ করার ইচ্ছে রইল।

শিপ্রা দত্ত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত

রাম ও যুধিষ্ঠির

(শেষাংশ)

Lloyd George বলেছেন —

You are not going to get peace with millions of armed men. The chariot of peace cannot advance over a road littered with cannon.

যুধিষ্ঠির ও যুদ্ধ সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তিনি আত্মঘাতী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মনে প্রাণে এড়াতে চেয়েছিলেন। অর্ধেক রাজত্বের পরিবর্তে পাঁচ ভাইয়ের জন্য সামান্য পাঁচটি গ্রাম পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টমতি দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও অস্বীকার করেন। ফলে সর্বক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। শান্তির দৌত্য ব্যর্থ হলো। স্বয়ং কৃষ্ণ, পরশুরাম, কণ্বমুনি, দেবর্ষি নারদ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দুর্যোধনকে বহু প্রকারে যুক্তি ও প্রবোধ দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে সম্মত করাতে পারলেন না। দুষ্ট ও দুর্বিনীত দুর্যোধন সকলের আবেদন নিবেদন দম্ভ ভরে অগ্রাহ্য করলেন। অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটলো দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ও ক্ষত্রিয়ধ্বংসী মহাযুদ্ধ। কৌরব সৈন্য পূর্বদিকে এবং পাণ্ডব সৈন্য কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ালো।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয়পক্ষ মিলিত ভাবে যুদ্ধের কয়েকটি আচরণ বিধি গ্রহণ করলেন। যথা—

(১) অনুষ্ঠিত যুদ্ধ বন্ধ হলে সকলে পুনঃ পরস্পর প্রীতির ভাব অক্ষুণ্ন রাখবে, তখন কেউ কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে পারবে না।

(২) যারা বাক্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তাদের সঙ্গে বাক্যের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করতে হবে।

(৩) যারা সৈন্যদল হতে বের হয়ে যাবে তারা অবধ্য।

(৪) রথীর সঙ্গে রথী। অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী। পদাতির সঙ্গে পদাতির যুদ্ধ করতে হবে।

(৫) অন্যেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, শস্ত্রশূন্য ও বর্মবিহীন লোককে আঘাত করা হবে না।

(৬) স্তুতিপাঠক, ভারবাহী, অস্ত্রদাতা, ভেরী ও শঙ্খবাদক প্রভৃতিকে কোন রকমে আঘাত করা হবে না।

(৭) সূর্যাস্তে যুদ্ধের বিরাম হবে।

এগার অক্ষৌহিনী কৌরব সৈন্যদের ব্যূহ আকারে স্থাপিত দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ধনুর্বেদের অধ্যাপকরা মহর্ষি বৃহস্পতির বচন অনুসারে বলে থাকেন যে অল্প সৈন্যকে সম্মিলিত রেখে যুদ্ধ করাবে, আর বহু সৈন্যকে ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত করবে।

যেখানে বহু সৈন্যের সঙ্গে অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করতে হবে, সেখানে তাদের ব্যূহ সূচীমুখ হবে। এদিকে বিপক্ষ সৈন্য অপেক্ষা আমাদের সৈন্য ন্যূন।

অর্জুন, তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির এই বচন স্মরণ করে ব্যূহ রচনা কর।

যুধিষ্ঠিরের উপরোক্ত উক্তি হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধ বিদ্যাতেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি অর্জুনকে ব্যূহ রচনার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দেবার ক্ষমতা ও রাখতেন।

বিশাল কৌরব সৈন্য দেখে যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন এবং অর্জুনকে বললেন ভীষ্মের মত মহাযোদ্ধা যাদের সঙ্গে আছেন সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেব সঙ্গে আমরা সমবাঙ্গনে কি প্রকারে যুদ্ধ করতে সমর্থ হব? ভীষ্ম শাস্ত্রানুসারে যে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছেন, সেই মহাব্যূহ হতে আমাদের কি করে উদ্ধার হবে?

অর্জুন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের জয় হবে। কারণ নারদ বলেছেন—যে দিকে কৃষ্ণ থাকেন, সেই

দিকেই জয় হয়। অতএব সর্বসংহর্তা ও ত্রিভুবনাধীশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁর জয় কামনা করেন, তেমন আপনার এ যুদ্ধে কোন অবসাদের কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সৈন্যদের ভীষ্ম রচিত ব্যূহের প্রতিব্যূহ ভাবে সন্নিবেশিত করবার জন্য তাদের প্রেরণ করলেন। যুধিষ্ঠির স্বয়ং হস্তিসৈন্য মধ্যে স্বর্ণ ও রত্নে খচিত একখানি বিচিত্র রথে আরোহণ করলেন। তাতে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ছিল। তাঁর মস্তকে এক সেবক হস্তিদন্তনির্মিত শলাকাযুক্ত শুভ্রবর্ণ একটি ছত্র তুলে ধরলেন। সেই ছত্র বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করে। মহর্ষিরা স্তব করে যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরোহিত, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সব দিক হতে যুধিষ্ঠিরের শত্রু সংহারের আশীর্বাদ করে মন্ত্রপাঠ ও ধান দূর্বা নিক্ষেপ করে মঙ্গল কামনা করলেন। যুধিষ্ঠিরও সেই ব্রাহ্মণদের বস্ত্র, গো, পুষ্প ও স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

রামের জীবনে কিন্তু যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে কোন পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য হয়নি।

যুধিষ্ঠির সমুদ্রের ন্যায় বিশাল উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ও চঞ্চল দেখে কবচ উন্মোচন করে নিজের উত্তম অস্ত্র সমূহ ত্যাগ করে রথ হতে দ্রুত অবতরণ করে পদব্রজে কৃতাঞ্জলি হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে লক্ষ্য করে গমন করলেন। তিনি কোন কথা না বলে পূর্বমুখে শত্রুবাহিনীর দিকে যেতে থাকেন।

অর্জুন তাঁকে শত্রু সৈন্যের দিকে যেতে দেখে সত্বর রথ হতে অবতরণ করে ভ্রাতৃবৃন্দ ও কৃষ্ণ সহ তাঁর অনুগমন করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের কিছুই বললেন না। নীরবে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। যুধিষ্ঠিরকে দূর হতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা পরস্পর আলাপ করতে লাগলেন—যুধিষ্ঠিরতো দেখছি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ। (কুলপাংশনঃ) স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তিনি যেন ভীত হয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মের নিকট শরণার্থী হয়ে ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। এইরূপ নানা আলাপ

আলোচনা করে তারা কৌরবদের প্রশংসা করে আনন্দিত হয়ে নিজেদের বস্ত্র দুলাতে লাগলো। উভয় পক্ষের সবার মনের সংশয় দূর করে তিনি উভয় হস্তে ভীষ্মের চরণদ্বয় স্পর্শ করে বললেন আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছি, আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এজন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন।

ভীষ্ম বললেন, যদি এই যুদ্ধের সময় এইভাবে আমার নিকট না আসতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হবার জন্য অভিশাপ দিতাম। তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও, তুমি বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি সর্বদা আমার মঙ্গলার্থী হয়ে পরামর্শ দিন এবং দুর্যোধনের জন্য যুদ্ধ করুন। এই বর প্রার্থনা করছি।

ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার কি সাহায্য করব। যুধিষ্ঠির বললেন,

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্।
এতন্মে মন্ত্রয় হিতং যদি শ্রেয়ঃ প্রপশ্যসি ।। (ভীঃ) ৪৩।৪৫

—যদি আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শ দিন। কি করে অপরাজিত আপনাকে পরাজিত করে আমি যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ভীষ্ম জানালেন যুদ্ধে কোন ব্যক্তি এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে পরাভূত করতে সমর্থ হবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনাকে নমস্কার। এই কারণেই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি---

বধোপায়ং ব্রবীহি ত্বমাত্মনঃ সমরে পরৈঃ॥ (ভীঃ) ৪৩।৪৭

—শত্রু আপনাকে যুদ্ধে কি করে বধ করবে সে উপায় বলুন।

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের মধ্যে তাঁর সরলতার সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত কপটতাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে নিধন করতে

হবে। এই জন্যে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর মৃত্যুর উপায় জেনে নিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেননি।

ভীষ্ম জানালেন, তাঁর মৃত্যুর সময় আসেনি। পুনরায় অন্য কোনদিন তাঁকে আসতে বললেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করে দ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে গেলেন। তাঁকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে নিজের হিতকর বাক্য জিজ্ঞেস করলেন।

> আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভগবন যোৎস্যে বিগতকল্মষঃ।
> কথং জয়ে রিপূন্ সর্বানমুজ্ঞাতস্তয়া দ্বিজ।। (ভীঃ) ৪৩।৫২

—ভগবন, নিষ্কলুষ হয়ে আমি কি উপায়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব এই পরামর্শ দিন। আপনার আজ্ঞায় আমি কিরূপে সব শত্রুদের জয় করব?

দ্রোণাচার্য বললেন, যদি যুদ্ধের পূর্বে তুমি আমার নিকট না আসতে তবে আমি তোমাকে সর্ব প্রকারে পরাজিত হবার জন্য অভিশাপ দিতাম। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি। তুমি যুদ্ধ কর ও জয় লাভ কর! তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হতে অন্য কি কামনা করছ? আমি দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করব। কিন্তু আমি তোমার জয় প্রার্থনা করব।

যুধিষ্ঠির বললেন—

> জয়মাশাস্ব মে ব্রহ্মন্ মন্ত্রয়স্ব চ মদ্ধিতম্।
> যুদ্ধ্যাস্ব কৌরবস্যার্থে বর এষ বৃতো ময়া।। (ভীঃ) ৪৩।৫৮

—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার বিজয় কামনা করুন এবং আমার হিতের জন্য পরামর্শ দিন। কিন্তু দুর্যোধনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন। এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি।

দ্রোণাচার্য্য বললেন, স্বয়ং কৃষ্ণ তোমার মন্ত্রী। সুতরাং বিজয় অনিবার্য্য। আমি আজ্ঞা করছি, যুদ্ধে তুমি শত্রুদের বধ কর।

> যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
> যুধ্যাস্ব গচ্ছ কৌন্তেয় পৃচ্ছ মাং কিং ব্রবীমি তে।। (ভীঃ) ৪৩।৬০

—যেখানে ধর্ম, সেখানে কৃষ্ণ, আর যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়। তুমি যাও যুদ্ধ কর। আরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে উত্তর দেব।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন—আপনি যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কি ভাবে জয় করবো?

দ্রোণাচার্য্য জানালেন, যতক্ষণ তিনি যুদ্ধ করবেন, ততক্ষণ পাণ্ডবদের জয় লাভ সম্ভব নয়। তিনি বললেন এমন কাজ করতে, যাতে সত্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—সেইজন্য আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণে প্রণাম করে এই প্রশ্ন করছি।

দ্রোণাচার্য্য জানালেন যখন তিনি যুদ্ধে রত থাকবেন, তখন কেহই তাঁকে বধ করতে পারবে না। যখন তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতন হয়ে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট হবেন, এরূপ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময়েই কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। তিনি আরও বললেন তাঁর এই অবস্থায় কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তাঁকে বধ করতে পারবে। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তিনি যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের মুখ হতে যুদ্ধ স্থলে কোন অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনতে পান, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে এই তথ্য প্রকাশ করলেন।

যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম করে কৃপাচার্য্যের নিকট গেলেন এবং তাঁকে অনুরূপ নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করলেন। শত্রু নিধনের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কৃপাচার্য্যও ভীষ্ম ও দ্রোণের ন্যায় তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তিনি দুর্যোধনের অর্থে পুষ্ট। সুতরাং তার পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু যুদ্ধে সহায়তা ব্যতীত অন্য আর কি কামনা করেন—জিজ্ঞেস করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলে তিনি ব্যথিত হলেন এবং তাঁর চেতনা লুপ্ত হলো। কৃপাচার্য্য বুঝতে পারলেন যুধিষ্ঠির কি বলতে চাইছেন। তিনি বললেন, আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর।

যুধিষ্ঠির তারপর মদ্ররাজ শল্যব নিকট গেলেন, যুদ্ধের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধের সময় কর্ণকে নিরুৎসাহিত করে তাঁর শক্তি হ্রাস করতে পুনরায় অনুরোধ করলেন। শল্যও সম্মত হলেন। গুরুজন প্রতিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেও নমস্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য। যুধিষ্ঠির নিরস্ত্র হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, শল্যের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রণাম করার মধ্যে তাঁর গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরবার পথে যুধিষ্ঠির সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে চীৎকার করে বললেন—

যোঽস্মান বৃণোতি তমহং বরয়ে সাহ্যকারণাৎ ॥ (ভীঃ) ৪৩৯৪

—যদি কোন বীর সহায়তার জন্য আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁকে বরণ করে নেবো।

বিপক্ষ দলের লোককে এইভাবে আহ্বান করার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সরলতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত দুই আচরণের দ্বারা তিনি সকলের মন জয় করে প্রশংসাহ হয়েছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং যুধিষ্ঠির সানন্দে তাঁকে গ্রহণ করে বললেন—

বৃণোমি ত্বাং মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাৎ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যতে ॥ (ভীঃ) ৪৩৷৯৮

—মহাবাহো, আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। তুমি আমার জন্যে যুদ্ধ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ রক্ষা ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া তোমার মধ্যেই থাকবে দেখছি।

অতঃপর পাণ্ডবরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করে স্ব স্ব রথে আরোহণ করলেন। তখন উপস্থিত নৃপগণ পাণ্ডবদের সৌহাদ্য, কৃপা, সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন এবং জ্ঞাতি বৃন্দের প্রতি অতিশয় দয়া এই সব আলোচনা করতে লাগলেন। সব দিক হতে তাঁদের স্তুতি ও প্রশংসা বাক্য শোনা গেল যা তাঁদের মন ও হৃদয়ের হর্ষ বর্দ্ধন করছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিনে ভীষ্মের পরাক্রমে পাণ্ডব সৈন্যরা যখন পশ্চাদপসরণ করে, তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবন্দ ও সমস্ত রাজাদের সঙ্গে করে কৃষ্ণের নিকট গমন করে অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হয়ে নিজেদের পরাজয়ের কথা বললেন।

তিনি বললেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি তৃণগুল্মাদিকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি ভীষ্মের বাণ যেন আমার সৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করেছে। অগ্নিদেব যেমন প্রজ্বলিত হয়ে ঘৃতাহুতি গ্রহণ করেন, সেইরূপ ভীষ্মের বাণরূপ জিহ্বা যেন আমার সৈন্যদের লেহন করছে। ভীষ্মকে দেখে আমার সৈন্যরা পলায়ন করছে। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপানি ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকে যদিও কখনও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি এই তেজস্বী মহাবীর ভীষ্মকে জয় করা সম্ভব হবে না। নিজের দুর্বলতাবশতঃ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হয়ে ভীষ্মরূপ অগাধ জল নৌকা মাল্লা হীন অবস্থায় যেন নিমগ্ন হচ্ছে। আমি এখন বনে চলে যাব। সেখানে জীবন যাপন করাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। নৃপতিদের বৃথা ভীষ্মরূপ মৃত্যুর কোলে সমর্পণ করা উচিত হবে না। নানা যুক্তি দিয়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্জ্জুনও তাঁর মত যুদ্ধে উদাসীন দেখা যাচ্ছে। যদিও ভীম শত্রু সৈন্যদের প্রবলভাবে নিগৃহীত করছে, কিন্তু সে দিব্যাস্ত্রের অধিকারীও নয় এবং ঐ অস্ত্র চালনায় পটুও নয়। অন্যপক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণ দিব্যাস্ত্র সমূহ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে পাণ্ডব পক্ষীয়দের বিনাশ করছেন। তিনি বাসুদেবকে অনুরোধ করলেন যে তাঁদের মধ্য থেকে এমন এক যোদ্ধাকে মনোনীত

করে নিতে যিনি ভীষ্মকে শান্ত করতে পারবেন। শোকে ও চিন্তায় অভিভূত হয়ে যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন রইলেন। যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার শোকগ্রস্ত দেখে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হর্ষ বর্দ্ধন করে বললেন, আপনি শোক করবেন না। শোক আপনার পক্ষে অনুচিত। আপনার ভাইরা সর্বলোক প্রসিদ্ধ ধনুর্ধর। আপনার সহায়ক মিত্র নৃপতিবৃন্দ আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। কৃষ্ণ আরও বলেন যে সমস্ত নৃপতিদের সম্মুখে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করবেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে উদ্দেশ করে বললেন, তিনি পাণ্ডব সৈন্যের বীর সেনাপতি। কার্ত্তিকেয় যেমন পুরাকালে দেবতাদের সেনাপতি হয়ে দেবতাদের বিজয় অর্জন করেছিলেন, সেরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবদের বিনাশ করবেন এবং অন্যান্য সব বীরবৃন্দ তাঁর অনুগমন করবেন।

যুধিষ্ঠিরের কথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের হর্ষ বর্দ্ধন করে বললেন যে শঙ্কর দ্রোণাচার্য্য বধের জন্যেই তাঁকে উৎপন্ন করেছেন। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করবেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহ রচনা করতে আদেশ দিলেন। ব্যূহ রচনায় নিপুণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মত ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ রচনা করলেন। সব সৈন্যের অগ্রে অর্জুন রইলেন।

মহাধনুর্ধর রাজা শ্রুতায়ুর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে তিনি রাজা শ্রুতায়ুকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শ্রুতায়ু রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করলে দুর্যোধনের সব সৈন্যই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে।

যুদ্ধের সপ্তম দিবসে ভীষ্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ভীষ্মের সন্মুখে উপস্থিত হলেন।

ততঃ শরসহস্রাণি প্রমুঞ্চন্ পাণ্ডবো যুধি।
ভীষ্মং সঞ্ছাদয়ামাস যথা মেঘো দিবাকরম্॥ (ভীঃ) ৮৬।৫

—মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবৃত করে থাকে, তেমনি রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন।

যুদ্ধে নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হতে দেখে যুধিষ্ঠির ভীষ্ম বধের চিন্তা করলেন। তিনি নৃপতিদের আদেশ করলেন ভীষ্মকে বধ করতে। তাঁরা ভীষ্মকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। পাণ্ডব পক্ষের সঙ্গে ভীষ্মের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভীষ্মকে শিখণ্ডী আক্রমণ করেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করলে শিখণ্ডী পলায়ন করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শিখণ্ডি তুমি তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তুমি ভীষ্মকে বধ করবে। তোমার সেই প্রতিজ্ঞা তুমি অবশ্যই পালন করে স্বধর্ম যশ ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা কর। ভীষ্মের নিকট পরাজিত হয়ে তুমি উৎসাহ উদ্যম হারিয়েছো। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি বীর, তবে ভীষ্মকে ভয় করছ কেন?

ভীষ্মের প্রচণ্ড শরাঘাতে পাণ্ডবদের বহু রথী মহারথী যুদ্ধে নিহত হওয়ায় পাণ্ডব সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হতে লাগল। তাঁরা সকলেই যেন ইচ্ছা করছিল এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। যুদ্ধের এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির যুদ্ধের নবম দিবসে সন্ধ্যায় সৈন্যদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাহার করে নিলেন। সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে বৃষ্ণিবংশীয়গণ সহ সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবরা গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য একত্রে মিলিত হলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন,—

কৃষ্ণ পশ্য মহাত্মনং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।

গজ, নলবনানীব বিমৃদগন্তং বলং মম॥ (ভীঃ) ১০৭।১৩

—কৃষ্ণ, দেখুন, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা ভীষ্ম আমাদের সৈন্যদের হস্তী যেমন শরবনকে মর্দন করে থাকে সেই ভাবে বিনাশ করছেন।

ইনি যেভাবে আমার সৈন্যদের বধ করছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে

আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? এখন যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, সেইরূপ কোন উপায় স্থির করুন। আপনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার ভাল লাগছে না। এই মহাসংগ্রামে ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব।

আমি বনে চলে যাব। বনই আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে মনে করি। যুদ্ধ আমার ভাল লাগছে না। আমরা ভীষ্মকে আক্রমণ করে মৃত্যুকেই বরণ করছি। আমার পরাক্রমশালী ভ্রাতারা শরাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে। আমার জন্য স্নেহবশতঃ এই ভ্রাতারা রাজ্য হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং বনগমন করেছিল। আমার জন্যই দ্রৌপদীকে কৌরব সভায় অপমানিত হতে হয়েছে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ভীষ্মকে বধ করলে যদি জয় লাভ করেছেন মনে করেন, তবে আমি তাঁকে বধ করব। অর্জুন ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করবে। ভীষ্মের আয়ু আর অধিক দিন নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনাকে রক্ষকরূপে পেয়ে আমি ইন্দ্র সহ সমগ্র দেবতাকে জয় করতে পারি। সুতরাং সেই স্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা সহজ। কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্য আপনাকে মিথ্যাবাদী করতে চাইনা।

ভীষ্মের সঙ্গে আমার একটি সর্ত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে আমার হিতের জন্য পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে কোন রূপ যুদ্ধ করতে পারবেন না। তিনি আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র দুটোই দেবেন। সেইজন্য আমরা সকলে পুনরায় আপনার সঙ্গে দেবব্রত ভীষ্মের নিকট গিয়ে তাঁকেই তাঁর বধের উপায় জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলবেন। তিনি যা বলবেন, আমি যুদ্ধে তা করব। ভীষ্ম নিশ্চয়ই আমাদের জয়দাতা ও পরামর্শ দাতা হবেন। বাল্যাবস্থায় যখন আমরা পিতৃহীন হয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনিই আমাদের পালন করেছিলেন। যদিও তিনি আমাদের পিতামহ ও প্রিয় তবুও সেই প্রিয় বৃদ্ধ

পিতামহকে আমার বধ করতে হচ্ছে। ক্ষত্রিয়দের এই জীবিকাকে ধিক্।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি আরও বললেন পুণ্যাত্মা ভীষ্ম দৃষ্টি মাত্রই সকলকে দগ্ধ করতে পারেন। অতএব ভীষ্মকে তাঁর বধের উপায় জিজ্ঞেস করবার জন্য আপনি তাঁর নিকট যান। এইরূপ পরামর্শ করে পাণ্ডবরা কৃষ্ণের সঙ্গে সকলে ভীষ্মের নিকট গেলেন। তাঁরা অস্ত্র শস্ত্র ও কবচাদি ত্যাগ করে ভীষ্মের শিবিরের দিকে গেলেন এবং ভীষ্মকে নত মস্তকে প্রণাম করলেন।

ভীষ্ম সকলের কুশল কামনা করে বলেন —
কিংবা কার্য্যং করোম্যদ্য যুষ্মাকং প্রীতিবর্ধনম্ ॥
(যুদ্ধাদনাত্র হে বৎসা ব্রিয়ন্তাং মা বিশঙ্কথ ।)
সর্বাত্মনাপি কর্ত্তাস্মি যদপি স্যাৎ সুদুষ্করম ।
তথা ব্রুবাণং গাঙ্গেয়ং প্রীতিযুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ (ভীঃ) ১০৭৬০-৬১

—আজ তোমাদের সকলের প্রীতি বর্দ্ধনের জন্যে আমি কি কাজ করব? বৎসগণ, যুদ্ধ করা ছাড়া তোমরা আর কি চাও, তা এখন নিঃশঙ্ক ভাবে আমার নিকট হতে প্রার্থনা করে নাও, তোমাদের প্রার্থিত বস্তু যদি অত্যন্ত দুষ্করও হয়, তবুও তা আমি পূর্ণ করব।

প্রীতিপূর্ণভাবে গঙ্গানন্দন পুনঃ পুনঃ একথা বললেন।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, যুদ্ধে আমাদের জয় কিরূপে হবে? আমরা কি ভাবেই বা রাজ্য লাভ করব? আমাদের প্রজাদের জীবন যাতে সঙ্কটে না পড়ে তা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? কৃপা করে আপনি আমাদের তা বলুন। আপনার বধের উপায়ও আপনি স্বয়ং বলুন। আপনি রথ, অশ্ব, পদাতিক, মনুষ্য ও হস্তীদেরও সংহার করে থাকেন সুতরাং কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জয় করতে সাহস করবে? যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আপনি ধ্বংস করছেন।

আমরা যাতে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, যেরূপে আমাদের

বিপুল রাজ্য প্রাপ্তি হয় এবং যেরূপে আমার সৈন্যরাও কুশলের সঙ্গে থাকতে পারে, সেই উপায় আপনি আজ আমাদের বলুন।

ভীষ্ম জানালেন তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় পাণ্ডবদের জয় লাভের সম্ভাবনা নেই। যখন তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন, সেই অবস্থায় মহারথীরা তাঁকে বধ করতে পারবেন। যে অস্ত্র ত্যাগ করেছে, যে পড়ে গেছে, যে কবচ ও ধ্বজশূন্য হয়েছে, যে ভীত হয়ে পলায়ন করে অথবা 'আমি তোমার' এই কথা বলে থাকে, যে স্ত্রী লোক বা স্ত্রী নামধারী, যে বিকলাঙ্গ, যে পিতার একমাত্র পুত্র অথবা যে নীচ জাতিতে জন্মেছে, এমন লোকের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন না, যার ধ্বজায় কোন অমঙ্গল সূচক চিহ্ন থাকবে, এমন ব্যক্তিকে দেখেও তিনি কখনও তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। তিনি শিখণ্ডীর নামোল্লেখ করে বলেন তার ধ্বজায় অমঙ্গল চিহ্ন আছে এবং সে প্রথমে নারী ছিল, এই জন্য তার হাতে বাণ থাকলেও কোন প্রকারে তাকে তিনি প্রহার করতে ইচ্ছা করেন না। এই অবস্থায় অর্জুন তাঁকে আক্রমণ করে বধ করতে পারে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে এইভাবে তাঁকে পরাস্ত করে কৌরবদের ধ্বংস করতে পরামর্শ দিলেন।

ভীষ্ম বধের কৌশল জ্ঞাত হয়ে পাণ্ডবরা তাঁদের শিবিরে প্রত্যাগমন করেন।

যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম ও অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে বহু লোক ক্ষয় হয়। এই যুদ্ধে ভীষ্ম কয়েক অযুত যোদ্ধাকে বধ করলেন। দশ দিন পর্যন্ত বহু পাণ্ডব যোদ্ধা ও সৈন্য ক্ষয় করে ভীষ্মের মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি আত্মবধের কামনা করলেন। তিনি সংগ্রামে আর লোক ক্ষয় না করা মনস্থ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পরজ্ঞানী যুধিষ্ঠির, আমি তোমাকে ধর্মানুকূল ও স্বর্গ প্রাপ্তির একটি উপদেশ দেব, তা তুমি শোন। আমার এই দেহের প্রতি আর কোন আসক্তি নেই। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু প্রাণিকে বধ করে আমার সময় অতিবাহিত হয়েছে। সেই জন্য যদি তুমি

আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তবে অর্জুন, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরদের অগ্রে রেখে আমাকে বধ করতে চেষ্টা কর।

ভীষ্মের অভিপ্রায় জেনে সত্যদর্শী যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে সৃঞ্জয় বীরদের সঙ্গে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যদের আজ্ঞা দিলেন—

অভিদ্রবধ্বং যুধ্যধ্বং ভীষ্মং জয়ত সংযুগে।
রক্ষিতাঃ সত্যসন্ধেন জিষ্ণুনা রিপুজিষ্ণুনা॥ (ভীঃ) ১১৫।১৮

—যোদ্ধাগণ, অগ্রসর হও, যুদ্ধ কর এবং সংগ্রামে ভীষ্মকে জয় কর। তোমরা সকলে শত্রু বিজয়ী সত্য প্রতিজ্ঞ অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত আছো।

যুধিষ্ঠির বললেন, সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীম ও রণাঙ্গণে নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ষা করবে। আজ তোমরা যুদ্ধে ভীষ্মকে ভয় করো না। আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রে রেখে ভীষ্মকে অবশ্যই জয় করব।

তখন পাণ্ডব সৈন্য এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রত হলেন। সেই যুদ্ধে যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্য ও তাঁর সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করেন।

শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন শরাঘাতে ভীষ্মর সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে ফেলেন, এবং ভীষ্ম ভূপতিত হলেন।

আহত ভীষ্মকে দেখে যুধিষ্ঠির শোক করে বলেছেন :—

শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম॥
ধিক্ ক্ষাত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে নাশিনু সমরে॥ (ভীঃ)

ভীষ্মের জন্য যুধিষ্ঠিরের এই শোক অকৃত্রিম।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের জয় লাভের সুসংবাদ শোনান এবং

বলেন আপনি দৃষ্টি মাত্রেই অন্যকে ভস্ম করতে পারেন। আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম আপনার ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতেই দগ্ধ হয়েছেন।

যুধিষ্ঠির বলেন, কৃষ্ণ, আপনি আমাদের আশ্রয় এবং ভক্তদের অভয়দাতা। আপনার কৃপায় জয়লাভ হয়ে থাকে এবং আপনার রোষে পরাজয় বরণ করতে হয়। আপনি যুদ্ধে সবদা আমাদের রক্ষা করছেন, আপ'ন যাদের সহায় তাদের জয়লাভ তো কিছু আশ্চর্য্য নয়।

অনাশ্চর্য্যো জয়স্তেষাং যেষাং ত্বমসি কেশব।
রক্ষিতা সমরে নিত্যং নিত্যং চাপি হিতে রতঃ॥ (ভীঃ) ১২০।৭০

—আপনি সমরাঙ্গণে যাদের রক্ষা করে থাকেন এবং সর্বদা যাদের হিতে নিরত আছেন, তাদের জয়লাভ আশ্চর্য্যের কথাই নয়। আপনার শরণার্থী সর্বতোভাবে জয়লাভ করবে, তাতে আমি আশ্চর্য্য মনে করি না।

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে পর দুর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কাকে সেনাপতি করা উচিত। কর্ণ দ্রোণের নামোল্লেখ করেন। দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে যথাবিধি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। এই বিশেষ সম্মান লাভ করে তিনি দুর্যোধনকে বর দিতে চাইলেন। তখন দুর্যোধন তাঁকে বললেন, তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনেন। তবে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করে তাঁকে ও তাঁর অনুগত ভ্রাতাদের পুনরায় বনবাসে পাঠিয়ে দুর্যোধন জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ রাজ্য ভোগ করতে পারবেন।

দ্রোণ উত্তরে জানান অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে হরণ করতে পারবেন।

গুপ্তচরের মুখে দুর্যোধনের অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য নৃপতিদের আহ্বান করে এনে অর্জুনকে বললেন আজ দ্রোণাচার্য্য কি করতে চাচ্ছেন তা তুমি শুনেছো। সুতরাং তুমি এখন সেইরূপ নীতি প্রয়োগ কর যাতে তাঁর অভীষ্ট

সিদ্ধ না হয়। তিনি তোমাকেই কেবল গ্রাহ্য করছেন। অতএব আজ তুমি আমার নিকটে থেকে যুদ্ধ করবে যাতে দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে না পারে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে উপরোক্ত কথা শুনে মনে পড়ে Shakespear এর উক্তি Cowards die many times before their death. মহাভারতে বহুলাংশেই দেখা যায় যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনের শক্তির উপর নির্ভর করেই যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নেবেছিলেন। রামের মত আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁর চরিত্রে খুবই বিরল।

অপর পক্ষে – Cowardice is not synonymous with prudence—It often happens that the better part of discretion is valor – Hazlitt এর এই উক্তিটিও যুধিষ্ঠির চরিত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে জানালেন দ্রোণকে যেমন বধ করা তাঁর উচিত নয়, তেমনি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করাও তাঁর উচিত নয়। অর্জুন আরও বললেন, তিনি বেঁচে থাকতে, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারবেন না।

একাদশ দিনের যুদ্ধে দ্রোণ অর্জুনের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে না পারায় দুঃখিত ও লজ্জিত হন্। যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য তিনি সংশপ্তকদের পরামর্শ দিলেন তারা যেন অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে। সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার সত্যজিতের উপর দিয়ে সংশপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। অর্জুন উত্তরে বললেন যুদ্ধের জন্য কেউ আহ্বান করলে, তিনি নিবৃত্ত থাকতে পারেন না। সত্যজিৎ জীবিত থাকাকালীন দ্রোণ কিছু করতে পারবেন না। তিনি নিহত হলে আপনি রণক্ষেত্রে থাকবেন না।

দ্বাদশ দিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্য নির্মিত সেই অলৌকিক এবং শত্রুগণের পক্ষে অজেয় গরুড়-ব্যূহ দেখে যুদ্ধ স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে

বললেন, আজ তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে আমি দ্রোণের হাতে না পড়ি। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি জীবিত থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। দ্রোণকে আমিই যুদ্ধে জয় করবো। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ সুরু হয়। যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছিল, সেই সময় দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করেন। যুধিষ্ঠিরও দ্রোণকে নিকটে উপস্থিত হতে দেখে এক নির্ভয় বীর যোদ্ধার ন্যায় প্রভূত বাণ বর্ষণ করেন। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। সত্যজিৎ নিহত হলে পর যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার জন্য দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্যদের, অগ্নি যেমন তুলা রাশিকে দগ্ধ করে, সেইভাবে বিনাশ করতে লাগলেন।

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করেন। দ্রোণের শরাঘাতে পাণ্ডব বীরগণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে সমর্থ হলেন না। দ্রোণের সম্মুখীন হওয়া অন্যের পক্ষে অসম্ভব জেনে যুধিষ্ঠির সুভদ্রা-অর্জুন তনয় অভিমন্যুকে বললেন, সংশপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসে অর্জুন যাতে আমাদের নিন্দা করতে না পারে, সেইরূপ কাজ কর।

চক্রব্যূহস্য ন বয়ং বিদ্মো ভেদং কথঞ্চন ॥ (দ্রোঃ) ৩৫।১৪

—আমরা কেউই চক্রব্যূহ কিরূপে ভেদ করবো জানিনে।

ত্বং বার্জুনো বা কৃষ্ণো বা ভিন্দ্যাৎ প্রদ্যুম্ন এব বা।

চক্রব্যূহং মহাবাহো পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ (দ্রোঃ)৩৫।১৫

—মহাবাহো, তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন—এই চারজনেই চক্রব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ। পঞ্চম কোন যোদ্ধাই ইহা ভেদ করতে জানে না।

তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল এবং সমস্ত সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে। তুমি দ্রোণের চক্রব্যূহ ভেদ কর।

অভিমন্যু জানালেন তিনি চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল শিখেছেন।

কিন্তু বিপদে পড়লে সেই ব্যূহ হতে নিষ্কাশনের উপায় তিনি জানেন না।

যুধিষ্ঠির তাকে বললেন তুমি ব্যূহ ভেদ করে আমাদের জন্য প্রবেশ দ্বার খুলে দাও। আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে তোমাকে রক্ষা করব। যুধিষ্ঠিরের দ্বারা অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত বালক অভিমন্যু গর্বের সঙ্গে আপন শৌর্য্যের কথা বিশদভাবে বললেন এবং তার মামা, পিতাকে প্রসন্ন করবার জন্য ব্যূহে প্রবেশ করবেন প্রকাশ করলেন। যুধিষ্ঠির তা শ্রবণ করে বললেন—

এবং তে ভাষমাণস্য বলং সৌভদ্র বর্ধতাম।
যৎ সমুৎসহসে ভেত্তুং দ্রোণানীকং দুরাসদম্॥ (দ্রোঃ) ৩৫।২৯

—সুভদ্রানন্দন, এরূপ বীরত্বের ভাষা বলতে বলতে তোমার বল নিরন্তর বর্দ্ধিত হোক। কারণ একমাত্র তুমিই দ্রোণাচার্য্যের দুর্ধর্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করতে উৎসাহ রাখ।

অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ নিয়ে মহাবিক্রমে দ্রোণ ও অন্যান্য কৌরব রথী মহারথীদের সঙ্গে সিংহ শাবকের মত যুদ্ধ করতে করতে অনেক কৌরব সৈন্য বিনষ্ট করতে থাকেন। এদিকে অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ করে দিলেন। সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, যুধিষ্ঠির এবং ভীম কেহই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে জয়দ্রথের সঙ্গে ব্যূহ দ্বারে যুদ্ধ করতে থাকেন। কুরু সৈন্য বেষ্টিত হয়েঅভিমন্যু একাইপ্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন। বহু বীরকে তিনি নিহত করেন। অবশেষে ছয় মহারথী বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করে অন্যায় যুদ্ধে বীর অভিমন্যুকে ভূপাতিত করলো।

বীর অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডব সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই পলায়ন করতে লাগলো। তখন তিনি সৈন্যদের বললেন, বীরবর অভিমন্যু যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে স্বর্গে গমন করেছে। তথাপি যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ হয়নি। তোমরাও সকলে ধৈর্য্য ধারণ কর। ভয়ে পশ্চাৎ অপসরণ কর না, আমরা অবশ্যি জয়ী হবো।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে থাকেন। তিনি অর্জুন ও কৃষ্ণর নিকট কিরূপে অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করবেন সেই লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি বিলাপ করতে থাকেন। তাঁর অনুশোচনা কত গভীর তাঁর নিম্নোক্ত আক্ষেপ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যো হি ভোজ্যে পুরস্কার্য্যো যানেষু শয়নেষু চ।
ভূষণেষু চ সোঽস্মাভির্বালো যুধি পুরস্কৃতঃ। (দ্রোঃ) ৫১।১২

—যে সুকুমার বালককে ভোজন, শয়ন, যানে আরোহণ এবং বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি কাজে আগে স্থান দিতে হয়, তাকে আমাদের যুদ্ধের জন্য আগে পাঠাতে হলো। খেদ করে যুধিষ্ঠির বলেন এ হেন পুত্রের মৃত্যুর পর জয় লাভ রাজ্য লাভ অমরত্ব বা দেব লোকে বাস কিছুই অর্জ্জুনের প্রিয় হবে না।

বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেব মৃত্যুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন।

মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবন, আপনি আমাকে পুণ্য কর্মা ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজর্ষিদের কথা বলুন। ব্যাসদেব সেই উপাখ্যান বলে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে শোক করতে বারণ করেন, ধৈর্য্য ধারণ করে শত্রুকে জয় করতে উপদেশ দেন।

কৃষ্ণার্জুন প্রত্যাগমন করলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, তুমি সংশপ্তক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে গেলে ও তথায় নিরত থাকলে, তখন দ্রোণাচার্য্য আমাকে ধরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ব্যূহকারে আমাদের আক্রমণ করতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে আমরা অভিমন্যুকে বললাম, তুমি ব্যূহ ভেদ কর। কারণ তুমিই একমাত্র এই ব্যূহ ভেদ করতে জানো। যে পথে তুমি ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করবে, সেই পথে আমরা তোমার অনুগমন করবো। কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরের প্রভাবে আমাদের সকলকে প্রতিরোধ করল, তারপর দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও

কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী চারদিক থেকে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেললেন। অভিমন্যু পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে তাঁদের সকলকে জয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাকে ঘিরে রথহীন করে দিলেন। রথহীন অবস্থায় পতিত অভিমন্যুকে দুঃশাসন দ্রুত গদার আঘাতে বিনষ্ট করে।

মৃত্যুর পূর্বে অভিমন্যু বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ধ্বংস করে এবং বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে অর্জুন শোকে আত্মহারা হয়ে পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করবার শপথ নিলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, আপনি আমাদের সব বিপদ হতে রক্ষা করুন।

ত্বমগাধেঽপ্লবে মগ্নান্ পাণ্ডবান্ কুরুসাগরে।
সমুদ্ধর প্লবো ভূত্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধর ॥ (দ্রোঃ) ৮৩।১৭

—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী পরমেশ্বর, নৌকাহীন অগাধ কৌরব সাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবদের আপনি স্বয়ং নৌকা (প্লব) হয়ে উদ্ধার করুন।

আপনি তাদের রক্ষা করুন। আপনি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা যাতে সত্য হয় তা করুন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুনের ন্যায় বীর ত্রিলোকে নেই। সমস্ত দেবতারা যদি জয়দ্রথকে রক্ষা করতে চান, তবুও অর্জুন তাকে আজ বধ করবে।

অর্জুন যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্ কালে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলে তিনি অর্জুনকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করে স্মিত হাস্যে বললেন, আজ যুদ্ধে নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হবে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ তোমার মুখকান্তিতে তা পরিস্ফুট। কৃষ্ণও প্রসন্ন আছেন। তখন অর্জুন বললেন কৃষ্ণের কৃপায় তিনি একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছেন। তখন অর্জুন স্বপ্নে দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখার বৃত্তান্ত বললেন, তা শুনে সকলে মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে মহাদেবকে প্রণাম করে সাধু সাধু বলতে লাগলেন।

তারপর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অর্জুন কবচ ধারণ করে যুদ্ধের জন্য শীঘ্র বের হলেন। পুত্র শোকাতুর অর্জুন মহাবিক্রমে শত্রু সৈন্য নাশ করছিলেন। এই সময় দ্রোণের নিকটবর্ত্তী কৌরব সৈন্যদের সঙ্গে পাণ্ডব সেনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় যুধিষ্ঠিরের অশ্বগুলি নিহত হয়। সেই রথ হতে অতি দ্রুত লাফ দিয়ে অস্ত্রহীন দুই হস্ত উত্তোলন করে ভূমিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ তখন শরাঘাত করতে করতে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে যাচ্ছেন দেখে পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। তারা মনে করলেন যুধিষ্ঠির নিহত হবেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির দ্রুত সহদেবের রথে আরোহণ করে পলায়ন করলেন।

হঠাৎ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যর ধ্বনি ও কৌরবদের কোলাহল শুনে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে পড়েছে তুমি তাকে রক্ষা করতে যাও। সাত্যকিকে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই দ্রোণের ভয়ে তাঁকে ছেড়ে তিনি যেতে সম্মত হলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁকে জানালেন ভীম তাঁকে রক্ষা করবেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে ভীমকে অর্জুন ও সাত্যকির সাহায্যের জন্য পাঠালেন। ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার দিয়ে অর্জুনের সাহায্যে পাঞ্চাল ও সোমক সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হলেন।

জয়দ্রথ বধের সংবাদ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তুতি করে বললেন, আজ সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদের দুজনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে দেখে এবং পাপী নরাধম জয়দ্রথের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমরা যারা আপনার আশ্রিত, আমাদের পক্ষে জয়লাভ ও সৌভাগ্য লাভ আশ্চর্য্যের কথা নয়। আপনার করুণায় আমরা শত্রুদের অবশ্যই জয় করতে পারবো।

আপনার বুদ্ধি, বল ও পরাক্রমের দ্বারা এই অর্জুন দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভব কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। বাল্যাবস্থাতেই আপনি যে সমস্ত অলৌকিক দিব্য ও মহৎ কর্ম করেছেন, তা আমি যেদিন শুনেছি, তখন হতেই আমি নিশ্চিত জানি—

তদৈবাজ্ঞসিষং শত্রূন্ হতান্ প্রাপ্তান্ চ মেদিনীম্॥ (দ্রোঃ) ১৪৯।১৪

—আমার শত্রুরা নিহত হয়েছে এবং আমি ভূমণ্ডলের রাজ্য লাভ করছি।

যুধিষ্ঠির অর্জুনকেও আলিঙ্গন করে বললেন, আজ তুমি অতি কঠিন কাজ সম্পন্ন করেছো। ইন্দ্র ও দেবগণের পক্ষেও এইরূপ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আজ তুমি নিজ শত্রুকে বধ করে প্রতিজ্ঞার ভার হতে মুক্ত হয়েছো—এটা সৌভাগ্যের কথা। আনন্দের কথা এই যে তুমি জয়দ্রথকে বধ করে তোমার নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্য করেছো। যুধিষ্ঠির ভীম ও সাত্যকিকেও অভিনন্দিত করলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গেও দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য্য হতে দূরে থাকতে আদেশ দিলেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যধিষ্ঠির তার উপকারের কথা স্মরণ করে শোকাভিভূত হলেন। কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বলেন যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার স্মরণ করে না, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

স্বভাবাদ্ যা চ মে প্রীতিঃ সহদেবে জনার্দন।
সৈব মে পরমা প্রীতী রাক্ষসেন্দ্রে ঘটোৎকচে॥ (দ্রোঃ) ১৮৩।৩৩

—জনার্দ্দন, সহদেবের উপর আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপরও তেমনি স্নেহ রয়েছে।

সে আমার ভক্ত ছিল। সে আমার প্রিয় ছিল এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। সেইজন্য তার শোকে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি।

এইখানে যুধিষ্ঠির চরিত্রের উদারতার ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া

যায়। রাক্ষসী জননীর সন্তান হলেও ঘটোৎকচ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সারা জীবন ঘটোৎকচ বিপদে আপদে এমন কি রণে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভিমন্যুর জন্য তাঁর যেমন শোক, ঘটোৎকচের জন্যও তাঁকে তদ্রূপ শোকাভিভূত হতে দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধ দ্রোণ যথাশক্তি প্রয়োগে পাণ্ডব যোদ্ধা ও সৈন্যদের হত্যা করেছেন, তবু দুর্যোধন বার বার তাঁকে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্যের দোষারোপ করায়, তিনি বীর বিক্রমে শত্রু ক্ষয় করতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে, দেবগণও তাঁকে জয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন, তবে কোন মানুষ তাঁকে বধ করতে পারবে। সুতরাং ধর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জয় লাভ করবার চেষ্টা কর। আমার বিশ্বাস অশ্বত্থামা নিহত হলে, ইনি আর যুদ্ধ করতে পারবেন না। সেইজন্য যে কেউ তাঁর নিকট গিয়ে বলুক যে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে।

অর্জুন এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। অন্যান্যরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠিরও বহু দ্বিধা করে অবশেষে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। (কৃচ্ছে্রণ তু যুধিষ্ঠিরঃ)। ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে। অশ্বত্থামা নামক এক বিখ্যাত হস্তী সেদিন নিহত হয়েছে, তা জেনেই ভীম উপরোক্ত মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

ভীমের কথা শুনে দ্রোণাচার্য্য শোকে ব্যাকুল ও অবসন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহও জেগে ছিল। কারণ তিনি তাঁর পুত্রের বিক্রমের কথা জানতেন। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে হাজার হাজার রথী, মহারথী, হস্তী, অশ্ব বধ করলেন। এই সময় মহর্ষিগণ তাঁকে জানালেন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তিনি অধর্ম যুদ্ধ করছেন। সুতরাং তিনি যেন অস্ত্র ত্যাগ করেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য সন্দেহবর্ত্তী হয়ে ব্যথিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পুত্র যথার্থই মৃত কিনা। কারণ দ্রোণাচার্য্যের

এই বিশ্বাস ছিল যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও কখনও মিথ্যা কথা বলবেন না। ভীমের কথা দ্রোণ বিশ্বাস করলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন ঃ—

প্রত্যয় না হয় মন।
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোরপুত্র, কহ ধর্ম্ম সুচরিত্র।
নিজ মুখে ধর্ম্ম নৃপবর॥ (দ্রোঃ)

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে দ্রোণাচার্য্য যদি আর অর্দ্ধেক দিনও যুদ্ধ করেন, তবে পাণ্ডবদের সব সৈন্য ধ্বংস হবে। অতএব কারো প্রাণ রক্ষার জন্য যদি মিথ্যা বলতে হয়, তবে তাতে পাপ হয় না। ভীম জানালেন মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার ঐরাবত তুল্য শক্তিশালী অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত হস্তী তিনি বধ করেছেন। এই সংবাদ তিনি দ্রোণকে দ্ব্যর্থ ভাষায় দিলেও, দ্রোণ তা ,বিশ্বাস করেননি। ভীম যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলেন। আপনার কথাই একমাত্র তিনি বিশ্বাস করবেন।

অভিমন্যুকে অন্যায় সমরে নিহত করবার জন্যে যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। কৃষ্ণের প্ররোচনায় ভীমের সমর্থনে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে যুধিষ্ঠির ঃ—

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ॥
(অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ।)
অব্যক্তমব্রবীদ্ রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত॥ (দ্রোঃ) ১৯০।৫৫

—এই সময়ে একদিকে অসত্য ভাষণের ভয়ে ভীত এবং অন্য দিকে যুদ্ধ জয়ের জন্য উৎসুক হয়ে যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে বললেন—অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে,—তিনি কুঞ্জর শব্দটি অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন।

ইতিপূর্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হতে চার আঙ্গুল উপরে থাকত।

অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ করত না। কিন্তু এই মিথ্যা ভাষণের পর হতে তাঁর রথের অশ্বগুলি ভূমি স্পর্শ করে চলতে লাগল।

যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মভীরু, ধর্মপুত্র ও যুদ্ধে জয়লাভ করবার অভিলাষে মিথ্যা ভাষণে দ্বিধা করলেন না। এখানে Robert Hall এর উক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—War is nothing less than a temporary repeal of the principles of virtue. It is a system out of which almost all the virtues are excluded, and in which nearly all the vices are included. এই উক্তি রাম ও যুধিষ্ঠির উভয়ের চরিত্রেই প্রযোজ্য। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রামও যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিয়ম ভঙ্গ করে বালি সুগ্রীবের যুদ্ধের সময় আত্মগোপন করে বালিকে বধ করেছিলেন। তেমনি দ্রোণাচার্য্যকে বধ করার জন্য যুধিষ্ঠিরও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্র হত্যার সংবাদ শুনে দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে নিজের জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হলেন। তিনি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ বন্ধ করলেন এবং পূর্বের মত আর যুদ্ধ করতে পারলেন না। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে যোগস্থ হলেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রাণহীন দেহের কেশাকর্ষণ করে তাঁর শিরচ্ছেদ করেন।

অর্জুন এই মিথ্যা ভাষণের জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুযোগ করে বলেছিলেন যে চরাচর প্রাণী সহ ত্রিলোকবাসী চিরকাল রামের মত তাঁরও অপযশ গাইবে। দ্রোণের শিষ্য আপনি কখনও মিথ্যা বলবেন না এই বিশ্বাসে আচার্য্য আপনাকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদের যথার্থতা জানতে চেয়েছিলেন।

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধান্তে দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরব সৈন্যরা হতাশ হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করছিল। মিথ্যা ভাষণে পিতাকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে হত্যা করার অপরাধে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদের ধ্বংস করার জন্যে প্রচণ্ড নিনাদ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। সৈন্যরাও জ্ঞানশূন্য হয়ে

পলায়ন করতে লাগলো। সেই সময় অর্জুনের উদাসীন ভাব দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে উত্তপ্ত করবার জন্যে বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন তুমি পাঞ্চাল সৈন্য নিয়ে পালাও, সাত্যকি, তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সৈন্য নিয়ে গৃহে গমন কর। কৃষ্ণ যা কর্ত্তব্য মনে করবেন, তা করবেন। আমি সব সৈন্যদের বলছি তোমরা কেউই আর যুদ্ধ করো না। এখন আমি সব ভ্রাতার সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করব। ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর পার হয়ে এসে আমি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অশ্বত্থামা রূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হবো? আমি শুভাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়েছি অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

এই দ্রোণ—যেন বালঃ স সৌভদ্রো যুদ্ধানামবিশারদঃ।
সমর্থৈর্বহুভিঃ ক্রূরৈর্ঘাতিতো নাভিপালিতঃ॥ (দ্রোঃ) ১৯৯।৩১

—যুদ্ধে অপটু বালক সুভদ্রাপুত্রকে ক্রূর স্বভাব বহু সংখ্যক শক্তিশালী মহারথী বীরদের দ্বারা নিহত করিয়েছেন এবং তাকে রক্ষা করেননি।

দ্যূত সভায় নিগৃহীত দ্রৌপদীর প্রশ্ন শুনে নীরব ছিলেন। যিনি অর্জুনের বিনাশের জন্য যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। যিনি তাঁদের ব্যূহের দ্বার রোধ করে আমাদের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। পরিশ্রান্ত অর্জুনকে বধ করবার জন্য দুর্যোধন যখন যুদ্ধে যান, তখন ইনিই তাঁর দেহে দিব্য কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঞ্চাল বীরদের ইনিই নিহত করেছিলেন। কৌরবরা যখন আমাদের নির্বাসিত করে, তখন ইনিই আমাদের যুদ্ধ করতে দেননি। আমাদের সঙ্গে বনেও যাননি, যদিও আমরা সকলে তাঁর অনুগমন ইচ্ছা করেছিলাম। আমাদের উপর অত্যন্ত স্নেহশীল এই দ্রোণাচার্য্য নিহত হয়েছেন। অতএব আমিও ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর জন্য প্রাণ ত্যাগ করব।

যুধিষ্ঠিরের শ্লেষ মিশ্রিত উপরের উক্তি হতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রোণাচার্য্যের দোষ এক একটি করে পুনঃ তুলে ধরে তিনি গুরুবধশোকাতুর অর্জুনকে মোহ মুক্ত করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন।

কৃষ্ণের কৌশলে অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। পাণ্ডব বীর ও সৈন্যরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে হস্তী, অশ্ব, রথ হতে অবতরণ করে অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

বীর ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ রণে নিহত হলে দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। কর্ণ ও সপুত্রক পাণ্ডবদের ও কৃষ্ণকে বধ করবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন।

ষোড়শ দিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, কৌরব সৈন্য বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, অবশিষ্ট কিছু সৈন্য আছে। এদের আমার তৃণের ন্যায় মনে হচ্ছে।

এই সৈন্য মধ্যে একমাত্র মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণ রয়েছেন, সেই কর্ণকে বধ করলে তোমার জয়লাভ হবে। আমার হৃদয়ে বার বৎসর ধরে যে শল্য বিদ্ধ হয়ে আছে কেবল মাত্র কর্ণ বধেই তা উদ্ধৃত হবে। এই সঙ্কল্প নিয়ে তুমি ইচ্ছামত ব্যূহ রচনা কর।

তখন অর্জুন অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন। সেই ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন রইলেন। এবং মধ্যভাগে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পশ্চাতে অর্জুন নকুল ও সহদেব রইলেন। দুই পাঞ্চাল বীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অর্জুনের চক্র রক্ষক ছিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যূহের উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করলেন।

উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। রণক্ষেত্রের অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করতে থাকেন। মহারথী যুধিষ্ঠির চারিটি বাণে দুর্যোধনের চারিটি অশ্বকে হত্যা করে অপর পাঁচটি বাণে সারথির মস্তক দেহ হতে উড়িয়ে দিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির ছয়টি বাণের দ্বারা দুর্যোধনের ধ্বজ, সাতটি বাণে

তাঁর ধনু এবং আটটি বাণে তাঁর খড়্গটি ছেদন করে ভূপাতিত করেন। আরও পাঁচটি বাণে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত করেন। বিপন্ন দুর্যোধন রথ হতে লাফিয়ে পড়লেন। তখন কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্যোধনকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসলেন। পাণ্ডবরাও যুধিষ্ঠিরকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। শত শত সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হল। কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যদের এবং অর্জুন ত্রিগর্ত্ত সৈন্যদিগকে ভীম কৌরব যোদ্ধাদের ও সমস্ত গজ সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। উভয়ে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করলেন। যুধিষ্ঠির বাণে দুর্যোধনকে মূর্ছিত করলেন এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করলেন। অবশেষে দুর্যোধন সবেগে গদা উত্তোলন করে কলহের শেষ করবার ইচ্ছায় যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। যুধিষ্ঠির প্রজ্জ্বলিত উল্কার ন্যায় দীপ্যমান একটি মহাশক্তি অস্ত্র দুর্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন যা তাঁর বর্ম বিদীর্ণ করে তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করলো। দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। তখন ভীম নিজের প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন আপনার বধ্য নয়। ভীমের কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন।

যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে বহুবার পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেছেন। কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হলেও রণ কৌশলে তিনি দক্ষ ছিলেন না। এই ক্ষেত্রে রামের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাম কখনও পশ্চাদপসরণ করেননি। তিনি একাই হাজার হাজার রাক্ষস বধ করেছেন। অবশ্য দুই মহানায়কের পরিবেশের প্রভূত প্রভেদ স্পষ্ট।

যুদ্ধের সপ্তদশ দিনে কৌরবদের ব্যূহ রচনা দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে

বললেন, অর্জুন, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রচিত মহাব্যূহকে তুমি নিরীক্ষণ কর। এই বিশাল শত্রু সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তুমি এইরূপ নীতি অবলম্বন কর যাতে কেহ আমাদের পরাজিত করতে না পারে।

অর্জুন উত্তরে বললেন, আপনার ইচ্ছানুরূপ কাজ করব। যুদ্ধ শাস্ত্রে এই ব্যূহের বিনাশের জন্য যে উপায় কথিত আছে, তা সম্পাদন করব। প্রধান সেনাপতি বিনাশ হলে পরই এই ব্যূহ ধ্বংস হয়। অতএব আমি তা করব!

যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুন তা হলে তুমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অন্যান্য পাণ্ডব ও মিত্র নৃপতিগণ কে কার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন সে নির্দেশও যথারীতি যুধিষ্ঠির দিলেন। স্বয়ং কৃপাচার্য্যের সঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন যোদ্ধাদের শত্রুদের বিভিন্ন যোদ্ধা বা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করবার নির্দেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ পেয়ে অর্জুন তথাস্তু বলে নিজের সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলেন!

শল্য কর্ণের নিকট সৈন্যদের মধ্যে প্রধান বীরগণের বর্ণনা এবং অর্জুনের প্রশংসা করেন। এইভাবে শল্য আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিপক্ষ দলের প্রশংসার দ্বারা কর্ণের শক্তি ক্ষয় বা দুর্বল করতে থাকেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চললো। অর্জুন ও কর্ণের স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শিত হতে থাকে। অর্জুনের যুদ্ধে কৌরব যোদ্ধা ও সৈন্যরা বিধ্বস্ত হতে লাগল। তখন সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তাদের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করতে গেলে অর্জুনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কর্ণ বহু রথী মহারথীকে বধ করে যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী হলেন। শিখণ্ডী ও সাত্যকির সঙ্গে পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করলেন। কর্ণকে পাণ্ডব সৈন্যরা কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির কর্ণকে বললেন, সূতপুত্র তুমি সর্বদা অর্জুনের সঙ্গে স্পর্দ্ধা কর। দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে চলে তুমি আমাদের শত্রুতা কর। তোমার যত শক্তি ও পাণ্ডবদের উপর তোমার যত বিদ্বেষ আছে, আজ তা সমস্তই দেখার সুযোগ এসেছে। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব. এই বলে যুধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করেন তাঁর বজ্রতুল্য শরাঘাতে কর্ণের বাম পার্শ্ব বিদীর্ণ হল, কর্ণ মূৰ্চ্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞালাভ করে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক পাঞ্চালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রক্তাক্ত দেহে যুধিষ্ঠির এক শক্তি ও কর্ণের দুই বাহু, ললাট এবং বক্ষে চারটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ একটি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ছেদন করলেন এবং তিনটি বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন।

তখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্রূপ করে বলেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণ রক্ষার জন্য ভীত হয়ে কিরূপে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করে? তুমি ক্ষত্রধর্মে নিপুণ নও,

ব্রাহ্মে বলে ভবান্ যুক্তঃ স্বাধ্যায়ে যজ্ঞকর্মণি।
মাস্ম যুধ্যস্ব কৌন্তেয় মাস্ম বীরান্ সমাসদঃ॥ (কর্ণ) ৪৯।৫৬

—কুন্তীকুমার. ব্রাহ্মবল, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞকর্মেই তুমি উপযুক্ত তুমি যুদ্ধ করো না এবং বীরবৃন্দের সম্মুখীন হবে না।

তুমি বীরদের আর অপ্রিয় বাক্য বলো না এবং মহাসমরেও যেয়ো না। বরং নিজ গৃহে চলে যাও বা যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে গমন কর। যুধিষ্ঠিরের প্রতি কর্ণের এ হেন উক্তির কারণ কর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণে প্রকাশ পাবে।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে রণাঙ্গণ হতে পলায়ন করেন। কর্ণের পরাক্রম দেখে নিজ পক্ষের যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা কেন নীরবে অবস্থান করছ? এই শত্রুদের বিনাশ কর।

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পেয়ে ভীম প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৌরব সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। কর্ণ ও ভীমের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। এবং কর্ণ পলায়ন করেন।

অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অশ্বত্থামা শরাঘাতে আকাশ আচ্ছন্ন করে পাণ্ডব সৈন্যদের সংহার করছেন দেখে সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, প্রতিবিন্ধ্য ও তাঁর পাঁচ সহোদর ও অন্যান্য পাণ্ডব বীররা সব দিক দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছকে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শত বাণরূপ শিখা সমূহ প্রজ্বলিত করে পাণ্ডবসৈন্যরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছকে দগ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। অশ্বত্থামার পরাক্রম দেখে সকলে ইহাই মনে করলেন অশ্বত্থামা সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করবেন।

তখন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন—আমি জানি, তুমি যুদ্ধে পরাক্রান্ত মহাবলশালী, অস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ, বিদ্বান এবং পৌরুষ প্রকাশে সমর্থ। কিন্তু যদি নিজের এই সম্পূর্ণ বল তুমি পার্ষত অর্থাৎ দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দেখাতে পার, তবে বুঝবো তুমি সত্যই বলবান এবং অস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ, পারগ। কিন্তু শত্রুসূদন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখলে তোমার বল অকেজো হয়।

আজ যে তুমি আমাকে বধ করতে ইচ্ছুক হয়ছে, এতে তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতা নেই। তুমি আমাকেই বধ করতে চাচ্ছ।

ব্রাহ্মণেন তপঃ কার্য্যং দানমধ্যয়নং তথা॥

ক্ষত্রিয়েণ ধনুর্নামং স ভবান্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ। (কর্ণ) ৫৫।৩৩-৩৪

—ব্রাহ্মণের তপস্যা, দান ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনু নত করা তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অতএব তুমি কেবল নামে ব্রাহ্মণ।

অশ্বত্থামা মৃদু হাসলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় সত্বর রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দুর্যোধনদের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা যুধিষ্ঠিরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ শরাঘাতে সকলকেই নিরস্ত করলেন, যুধিষ্ঠিরের সৈন্য ক্ষত বিক্ষত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যুধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠির রথে বসে পড়ে তাঁর সারথিকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। তখন দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্য সব দিক হতে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। কেকয় ও পাঞ্চালী বীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত বিক্ষত দেহে শিবিরে ফিরছিলেন। এমন সময় কর্ণ পুনরায় তিন বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব কর্ণকে পুনরায় শরাঘাত করলেন। তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ও নকুলের অশ্ব বধ করে ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণ নিপাতিত করলেন। যুধিষ্ঠির ও নকুল আহত দেহে সহদেবের রথে উঠলেন।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহে শিবিরে ফিরে এসে রথ হতে অবতরণ করে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহের শল্য উত্তোলন করা হল, কিন্তু, তাঁর মনোবেদনা দূর করা হল না। তিনি নকুল সহদেবকে ভীমের সাহায্যার্থে সমরক্ষেত্রে পাঠালেন।

অর্জুন সংশপ্তকদের বধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের নিকট যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির কর্ণের শরাঘাতে জর্জরিত জানতে পেরে ভীমের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের কুশল জানবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন।

যুধিষ্ঠির একাকী শয়ন করেছিলেন। কৃষ্ণার্জুন তাঁকে প্রণাম করলেন। রক্তাপ্লুত এবং বাণবিদ্ধ কৃষ্ণার্জুনকে দেখে যুধিষ্ঠির মনে করলেন তাঁরা কর্ণকে বধ করেছেন। এজন্যে তাঁদের অভিনন্দিত করে তিনি বললেন—তোমাদের দুজনকে দেখে আমি খুসী হয়েছি। কারণ তোমরা অক্ষত দেহে নিরাপদে সর্বাস্ত্র বিশারদ মহারথ কর্ণকে বধ করেছ। কালতুল্য তেজস্বী কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোরতর

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরদের জয় করে তাঁদের সামনে

জিতবান্ মাং মহাবাহো যতমানো মহারণে ॥ (কর্ণঃ) ৬৬।১২

—মহাবাহো, মহাযুদ্ধে আমাকে জয় করেছিল।

কর্ণ আমাকে বহু কটু বাক্য শুনিয়েছে।

ভীমসেনপ্রভাবাত্তু যজ্জীবামি ধনঞ্জয়।

বহুনাত্র কিমুক্তেন নাহং তৎ সোঢ়ুমুৎসহে ॥ (কর্ণঃ) ৬৬।১৪

—ধনঞ্জয়, ভীমের প্রভাবে আমি জীবিত আছি একথা বিশেষ করে কি বলবো। এ আমি সহ্য করতে পারছি না। কর্ণের ভয়ে আমি তেরো বৎসর নিদ্রা যেতে পারিনি।

জাগ্রৎ-স্বপংশ্চ কৌন্তেয় কর্ণমেব সদা হ্যহম্।

পশ্যামি তত্র তত্রৈব কর্ণভূতমিদং জগৎ ॥ (কর্ণঃ) ৬৬।১৮

—শয়নে স্বপনে সব সময় সদা কর্ণকেই দেখতে পেতাম। এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার নিকট কর্ণময় হয়ে যেতো।

সেই বীর কর্ণ রথ ও অশ্বসহ আমাকে পরাজিত করে জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার এ জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের নিকট আমাকে যে অপমান সহ্য করতে হয়নি, তা আজ সূতপুত্রের কাছে হয়েছে। অর্জুন, তাই জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি ভাবে কর্ণকে বধ করেছ, তা সবিস্তারে বলো। কর্ণ তোমাকে বধ করবে, এই আশাতেই ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা কর্ণকে সম্মান করতেন। সেই কর্ণকে তুমি কিরূপে নিহত করলে? যে কর্ণ দ্যূত সভায় দ্রৌপদীকে বলেছিল, কৃষ্ণা, তুমি দুর্বল পতিত ও শক্তিহীন পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করছ না কেন? যে দুরাত্মা কর্ণ হাস্য করে দ্যূত সভায় দুঃশাসনকে বলেছিল

পুরাব্রবীন্নির্জিতাং সৌবলেন।

স্বয়ং প্রসহ্যানয় যাজ্ঞসেনী—

মপীহ কচ্চিৎ স হতস্তয়াদ্য ॥ (কর্ণঃ) ৬৬।৪৫

– সুবলপুত্র শকুনি কর্তৃক জিত দ্রুপদকুমারী যাজ্ঞসেনীকে তুমি স্বয়ং গিয়ে এখানে নিয়ে এস।

যে মূর্খ কর্ণ অর্দ্ধরথরূপে পরিগণিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে নিন্দা করেছিল, তুমি আজ তাকে নিহত করেছ তো?

বলো সেই সূতপুত্র কর্ণকে কিরূপে বিনাশ করলে? আমি বৃত্রাসুর বিনাশের পর ইন্দ্রের রূপের ন্যায় কর্ণ বিনাশের পর তোমারও সেই স্বরূপ কল্পনা করছি।

অর্জুন জানালেন তিনি কর্ণকে এখনও বিনাশ করেননি। তিনি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সময় অশ্বত্থামা তাঁর সন্মুখে এলেন। অশ্বত্থামা পরাজিত হয়ে কর্ণের সৈন্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন কর্ণ পঞ্চাশ জন রথীর সঙ্গে তাঁর নিকট এলেন। তিনি কর্ণের সহচরদেব হত্যা করে, আহত যুধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছেন। আজ তিনি রণক্ষেত্রে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয় লাভ করবেন। যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ চেয়ে অর্জুন বলেন যে তিনি যেন সূতপুত্র কর্ণকে সসৈন্য বিনাশ করতে পারেন।

কর্ণ অক্ষত ও অজিত আছেন শুনে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বললেন, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছো। কর্ণকে বধ করতে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে পরিত্যাগ করে ভীত হয়ে এখানে চলে এসেছো। অর্জুন, তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। তুমি দ্বৈতবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে একমাত্র রথের দ্বারা তুমি কর্ণকে হত্যা করবে। তোমার উপর আমরা অনেক আশা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের আশা ব্যর্থ হযেছে। অতি পুষ্পযুক্ত ফলহীন বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের নিরাশ করেছ।

কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির বারংবার পরাজিত ও ক্ষত বিক্ষত হয়ে কর্ণের উপর প্রতিশোধ নিতে না পারায় তাঁর মধ্যে আত্মগ্লানি দেখা যায়। অর্জুন কর্ণকে হত্যা করবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু তা

করেননি শুনে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বলেন :—

ত্রয়োদশেমা হি সমাঃ সদা বয়ং
ত্বামন্বজীবিষ্ম ধনঞ্জয়াশয়া।
কালে বর্ষং দেবমিবোপ্তবীজং
তন্নঃ সর্বান্ নরকে ত্বং ন্যমজ্জঃ॥ (কর্ণঃ) ৬৮।৭

—ধনঞ্জয়, ভূমিতে উপ্ত বীজ সময় মত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় যেমন জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সর্বদা তোমার উপর আশা করে জীবন ধারণ করে আছি। কিন্তু আমাদের সকলকে তুমি নরকে নিমজ্জিত করলে।

কর্ণেরে মারিবে বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এবে কেন কর পলায়ন॥
তব জন্ম-দিবসেতে হৈল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবে রাজধানী॥
দৈবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।

গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুন রে বর্ব্বর॥
আগে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এতদিনে কুরুকুল হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হও ত সারথি॥ (কর্ণঃ)

তিনি অর্জুনকে ভর্ৎসনা করে আরও বললেন যে অভিমন্যু বা ঘটোৎকচও যদি বেঁচে থাকতো, তবে তারা অবশ্যিই শত্রুকে বধ করতো, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে এত অপমান বোধ করতে হত না, বা পালিয়ে আসতেও হতো না।

মন্দবুদ্ধি অর্জুন তোমার জন্মের পর কুন্তীদেবী আকাশবাণী

শুনেছিলেন, তোমার এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ও সর্বশত্রু বিজয়ী হবে। মদ্র কলিঙ্গ ও কেকয়দের জয় করবে, কৌরবদেরও বধ করবে। কেউ তোমাকে জয় করতে পারবে না। শতশৃঙ্গ পর্বত শিখরের তপস্বীরা এই দৈববাণী শুনেছিলেন। কিন্তু তা সফল হলো না। সুতরাং দেবতারাও মিথ্যা বলেন। আমি জানতাম না তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত। বিশ্বকর্মা নির্মিত তোমার শব্দহীন কপি ধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং সুবর্ণ মণ্ডিত খড়্গ ও গাণ্ডীব ধনু ধারণ করে, কৃষ্ণ তোমার সারথি হওয়া সত্ত্বেও তুমি কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে। তুমি যদি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব ধনু দাও এবং রণাঙ্গনে স্বয়ং তাঁর সারথি হও, তবে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি কৃষ্ণও ভয়ঙ্কর বীর কর্ণকে বধ করবেন। তুমি যদি কর্ণর সম্মুখীন হতে সাহস না পাও, তবে এই গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন এরূপ রাজাকে দাও, যিনি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রবলে অধিক বিশারদ। দুরাত্মা, তুমি যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হতে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তা তোমার পক্ষে শ্রেয় হতো, তাহলে তোমাকে যুদ্ধ হতে পালাতে হতো না। তোমার গাণ্ডীব ধনুকে ধিক্, তোমার বাহুদ্বয়কে ধিক্, ধিক্ তোমার অসংখ্য বাণকে, ধিক্ তোমার কপিধ্বজ ও অগ্নিদত্ত রথকে।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের এইরূপ তিরস্কার শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিয়ে, অর্জুনকে বালক ব্যাধ ও কৌশিক মুনির উপাখ্যান শুনিয়ে তাঁকে ধর্মের তত্ত্ব কথা বলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। ভ্রাতৃবধ ও আত্মহত্যা হতে তাঁকে রক্ষা করলেন। তিনি অর্জুনকে বললেন যুধিষ্ঠিরকে তুমি 'তুমি' বল। যিনি প্রভু ও গুরুজন তাঁকে 'তুমি' বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে যুধিষ্ঠির নিজেকে নিহত মনে করবেন। তারপর তুমি তার চরণ বন্দনা করে এবং সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি আগের মত আচরণ কর। এতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কখনই ক্রুদ্ধ হবেন না, এইভাবে

সত্যভঙ্গ ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তুমি প্রসন্ন মনে কর্ণবধ অভিযানে যাত্রা কর।

অর্জুন কৃষ্ণের নির্দেশ মত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আচরণ করলেন এবং পরে যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন।

যুধিষ্ঠির তখন শয্যা হতে উঠে অর্জুনকে বললেন, আমি ভাল কাজ করিনি যার জন্য তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক পুরুষাধম, তুমি আমার শিরচ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী, মূঢ়বুদ্ধি, অলস ও ভীরু, নিষ্ঠুর পুরুষের অনুসরণ করে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব। ভীমই তোমাদের যোগ্য রাজা। আমার মত কাপুরুষের আবার রাজকার্য্য কি? তোমার পরুষ বাক্য আমি সইতে পারছি না, এরূপ অপমানিত হয়ে আমার জীবিত থাকবার কোন প্রয়োজনই নেই। তখন কৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিষয় বুঝিয়ে বলেন। তিনি ও অর্জুন তাঁর শরণাগত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বললেন, আজ রণক্ষেত্র পাপী কর্ণের রক্ত পান করবে। যুধিষ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম। আজ আপনার দ্বারা আমরা ঘোর বিপদ হতে মুক্তি লাভ করলাম।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণে পড়ে কাঁদতে থাকেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে নিজেও কাঁদলেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন আজ কর্ণকে বধ না করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরবেন না। যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে বললেন, বীর, তোমার যশ অক্ষয় হোক। অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর। বিজয়ী হও। তোমার শত্রু ক্ষয় হোক।

অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। সেই যুদ্ধে অর্জুন কর্ণের মাথা কেটে ফেলে ভূপাতিত করেন। কর্ণকে বধ করে কৃষ্ণার্জুন হর্ষোল্লাসে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করলেন। তাদের দেখে তিনি বুঝতে পারলেন কর্ণ নিহত হয়েছে। তিনি উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণ হত্যার বিশদ বর্ণনা যুধিষ্ঠিরের নিকট

প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির সন্তুষ্ট হলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন আপনার মত সারথি ছিল বলেই পার্থের পক্ষে কর্ণকে বধ করা সম্ভব হয়েছে। তের বৎসর পরে আপনার প্রসাদে আজ আমি সুখে নিদ্রা যাব।

কর্ণ বধের পর কৌরব সৈন্যদের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিলে অশ্বত্থামার প্রস্তাবে দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি পদে বরণ করেন।

শল্যকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত দেখে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, আপনিই আমাদের নেতা ও রক্ষক। সুতরাং আপনি যা উচিত বিবেচনা করেন, এখন তা করুন।

কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, শল্য, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সমতুল্য বা তাঁদের থেকেও অধিক পরাক্রমশালী। শিখণ্ডী, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হতেও অধিক বলশালী। আপনার পরাক্রম সিংহের ন্যায়। আপনি ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন পুরুষ নেই যে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করতে পারেন। তিনি সম্পর্কে আপনার মাতুল মনে করে দয়া প্রদর্শন করবেন না। ক্ষত্র ধর্মকে সম্মুখে রেখে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হবেন না।—এই উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ চলে গেলেন। কর্ণ নিহত হওয়ায় পাণ্ডব পক্ষীয় সকলেই সেই রাত্রে শান্তিতে নিদ্রা উপভোগ করেন।

উভয় পক্ষের সৈন্যরা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয় এবং উভয়পক্ষের জীবিত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করতে থাকে। রণক্ষেত্রে শল্য প্রবল পরাক্রম দেখান। কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরু হয়। ভীম ও শল্যের ভয়ানক গদা যুদ্ধ চলে। রাজা শল্য মহারথী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বধ করবার অভিপ্রায়ে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গনে শল্যের ধ্বজের অগ্রভাগ একটি

ভল্লের দ্বারা ছিন্ন করে রথ হতে ভূমিতে পাতিত করলেন। ধ্বজ ভূতলে পতিত হয়েছে এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে অবস্থান করতে দেখে, শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। শল্য যখন যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করছিলেন, সেই সময় সাত্যকি, ভীম, নকুল ও সহদেব যুদ্ধক্ষেত্রে শল্যকে রথের দ্বারা পরিবৃত করে আক্রমণ করতে থাকেন। শল্য সেই মহারথীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও প্রবল পরাক্রমে তাঁদের প্রত্যাখ্যাত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ষাটটি বাণে শল্যের দেহ বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। শল্য দ্বারা পীড়িত ও অত্যন্ত আহত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পলায়ন করলো।

যুধিষ্ঠির তখন শল্যের উপর শরাঘাত আরম্ভ করলেন। তিনি জীবন পণ করে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি নিজের ভ্রাতাদের, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আহ্বান করে বললেন, বীরগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যাঁরা রাজা দুর্যোধনের জন্য প্রবল পরাক্রম দেখিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তোমরাও উৎসাহের সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্যে পুরুষকার দেখিয়েছ।

ভাগোঽবশিষ্ট একোঽয়ং মম শল্যো মহারথঃ।

সোঽহমদ্য যুধা জেতুমাশংসে মদ্রকাধিপম্॥ (শল্য) ১৬।১৮

—এখন একমাত্র মহারথী শল্য আমার ভাগ্যে অবশিষ্ট আছেন। আজ আমি এই মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। এই সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত সঙ্কল্প রয়েছে তা বলছি—শোন,

মাং বা শল্যো রণে হন্তা তং বাঽহং ভদ্রমস্তু বঃ॥ (শল্য) ১৬।২১

—এই যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করবে কিংবা আমি তাঁকে বধ করব।

তোমাদের মঙ্গল হোক। আজ আমি জয় বা বধের জন্য ক্ষত্র ধর্মানুসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রথযোজনাকারীরা আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক। সাত্যকি দক্ষিণ-চক্র

ধৃষ্টদ্যুম্ন বামচক্র এবং অর্জুন আমার পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করুক, ভীম আমার অগ্রে থাকুক। এতে আমার শক্তি শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যুধিষ্ঠিরের প্রিয় কাজ করতে ইচ্ছুক (প্রিয়কামিগণ) বীরগণ তাঁর আদেশ পালন করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির শল্যের উপর আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল।

ন চাস্য বিবরং কশ্চিদ্ দদর্শ চরতো রণে।
তাবুভৌ বিবিধৈর্বাণৈস্ততক্ষাতে পরস্পরম্॥
শার্দুলাবামিষপ্রেপ্সু পরাক্রান্তাবিবাহবে॥ (শল্য) ১৬।৩৫-৩৬

—রণে বিচরণকারী যুধিষ্ঠিরের কোনও বিচ্যুতি কেউই দেখতে পেলেন না। মাংসালোভী পরাক্রমশালী দুটি সিংহের ন্যায় এই দুই বীর যুদ্ধ স্থলে নানা প্রকার বাণের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন।

শল্যের চার বাণে যুধিষ্ঠিরের চার অশ্ব নিহত হল। তখন ভীম শল্যের চার অশ্ব ও সারথিকে হত্যা করলেন। শল্য রথ হতে অবতরণ করে তরবারি ও চর্ম নিয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম শরাঘাতে শল্যের ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন এবং বহু ভল্লের দ্বারা তাঁর তরবারিটিকেও ছেদন করলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করে শল্যকে বধ করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি অশ্ব ও সারথিহীন রথে অবস্থান করে মণি ও সুবর্ণময় দণ্ড যুক্ত এবং স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল একটি শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং শল্যরাজের প্রতি তা নিক্ষেপ করে বললেন—পাপী, তুমি নিহত হও। সেই শক্তি রাজা শল্যের উজ্জ্বল ও বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করে জলের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হল। বিশালকায় রাজা শল্য দুই বাহু বিস্তার করে বজ্রাহত পর্বত শিখরের ন্যায় রথ হতে ভূতলে পতিত হলেন। তাঁর ভ্রাতারাও যুদ্ধে নিহত হন এবং কৃতবর্মা পরাজিত হন পাণ্ডবদের আক্রমণে মদ্রসৈন্যরা বিনষ্ট হলে কৌরব সৈন্য ভীত হয়ে

পলায়ন করলো। কৌরব পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে যোদ্ধারাও নিহত হলো। শাল্ব, উলূক, শকুনিও অবশেষে নিহত হলো। সহদেব উলূক ও শকুনিকে বধ করেন। শকুনির মৃত্যুতে কৌরব সৈন্যরা ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করলো। দুর্যোধনের আদেশে যোদ্ধারা পুনরায় রণক্ষেত্রে এসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে দুর্যোধনের বহু লক্ষ সৈন্যের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও দুর্যোধন ব্যতীত অন্য সব মহারথীই নিহত হয়েছিল। সাত্যকি সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সঞ্জয়কে মুক্তি দিতে এবং তাঁকে বধ করা উচিত নয় বলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের ভয়ে সরোবরে প্রবেশ করে মায়ার দ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে দিলেন। যুযুৎসু যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে রাজবধূদের নিয়ে ভীত পলায়নপর দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্য হস্তিনাপুরে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের অন্বেষণে চতুর্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা ফিরে এসে জানালেন দুর্যোধন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এই সংবাদে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। এমন সময় যে ব্যাধেরা দুর্যোধনকে স্বচক্ষে দেখেছে তারা ভীমকে দুর্যোধনের খবর বিস্তারিত জানালো। ভীম যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের অবস্থানের খবর জানালেন।

এই সংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সঙ্গে, পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালগণের সঙ্গে দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দেখলেন দুর্যোধন সেই জলাশয়ের জল স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। এটা দেখে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—দুর্যোধন জলের মধ্যে এই মায়াকে কি ভাবে প্রয়োগ করেছে? এর দ্বারা মানুষ হতে তার কোন ভয় নেই। কিন্তু এই শঠ কপটতা অবলম্বন করে আর আমার কাছ থেকে জীবিতাবস্থায় মুক্তি লাভ করবে না।

কৃষ্ণ বললেন আপনিও মায়ার দ্বারা মায়াবীকে নষ্ট করুন। আপনি কুট উপায়ে দুর্যোধনকে বধ করুন।

কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠির জলস্থ দুর্যোধনকে ব্যঙ্গ করে বললেন—

জলের ভিতর কেন রয়েছ মায়ায় ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
সব পরিহরি লুকাইলি দুষ্ট জাতি ॥
... ...
নৃপতির যোগ্য নহে পলায়ন কর্ম্ম ॥
... ...
ইষ্ট বন্ধু সখা সব সম্বন্ধী মাতুল।
সবারে মারিয়া তুই করিলি নির্ম্মূল ॥
... ...
মিছা জীবনের আশা কর মোর ঠাঁই ॥
রিপুরে দেখিয়া কেন পরিহর রণে।
যত দর্প করেছিলি সব অকারণ ॥
... ...
হইলি স্বধর্ম ছাড়ি অধর্ম্ম আচারী।
প্রাণ লয়ে পলাইলি রণ পরিহরি ॥
কর্ণ শকুনির যত শুনিলি বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্যোধন। (গঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতে যুধিষ্ঠির জলস্থ দুর্যোধনকে উপহাস করে বললেন—

সুযোধন কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া।
সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাম্পতে ॥
জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য বাঞ্ছন্ জীবিতমাত্মনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ সুযোধন ॥(শল্য) ৩১।১৮-১৯

—সুযোধন, কি জন্য জলমধ্যে তুমি এই খেলা আরম্ভ করেছ? সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং নিজের বংশকে নষ্ট করে আজ নিজের প্রাণ

রক্ষা করবার ইচ্ছায় জলাশয়ে প্রবিষ্ট হয়েছো। তুমি ওঠ এবং আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

তোমার আগের সেই দর্প এবং অভিমান কোথায়? যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা সজ্জনের ধর্ম নয়। এতে স্বর্গলাভও হয় না। তুমি নিজের ভয় দূর করে উঠ এবং যুদ্ধ কর। ভ্রাতা এবং সমস্ত সৈন্যদের বিনাশ করিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করা উচিত নয়। কোথায় তোমার অস্ত্র বিদ্যার জ্ঞান? তুমি আমাদের সকলকে পরাজিত করে এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা নিহত হয়ে এই রণাঙ্গনে শয়ন কর।

তং কুরুস্ব যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ ॥ (শল্য) ৩১।৩৬

—মহারথ, তুমি প্রকৃত রাজা হও (রাজোচিত পরাক্রম প্রকাশ কর)।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, তিনি কারো ভয়ে ভীত হয়ে জলাশয়ে আশ্রয় নেননি। তাঁর সৈন্যরা নিহত, তিনি রথহীন, তরবারি নেই পার্শ্ব রক্ষকও নেই। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তিনি পুনরায় তাঁদের সঙ্গে সমরাঙ্গনে মিলিত হবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা সকলে বিশ্রাম করেছি এবং বহুক্ষণ তোমার অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে পাণ্ডবদের বধ করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ কর অথবা রণাঙ্গনে বীরের ন্যায় নিহত হও।

দুর্যোধন বললেন, আমি যাদের জন্য রাজ্য কামনা করেছিলাম আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই নিহত, আমাদের ধনরত্নও নষ্ট হয়েছে। বিধবা নারীর ন্যায় এই পৃথিবীকে ভোগ করতে চাই না। তথাপি আজও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উৎসাহ ভঙ্গ করে আপনাকে জয় করবার আমি আশা করি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণের মৃত্যুর পর আর আমার এই যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষের সকলেই নিহত হয়েছে। আমার আর রাজ্যের

আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি দুই খণ্ড মৃগ চর্ম ধারণ করে বনে চলে যাব। আপনি এই রিক্ত পৃথিবী ভোগ করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি জলে থেকে আর্ত্ত মানুষের মত প্রলাপ বকো না। শকুনির রবের ন্যায় তোমার এই বাক্য আমার মনে কোন রেখাপাত করছে না। তুমি এই পৃথিবী দান করলেও আমি তা গ্রহণ করতে চাই না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ করা ধর্ম নয়। তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে আমি এই বসুধা ভোগ করব। তুমি এখন এই পৃথিবীর অধীশ্বর নও, সুতরাং কি দান করতে চাচ্ছ? যখন আমরা ধর্মানুসারে আমাদের রাজ্য প্রার্থনা করেছিলাম, সেই সময় তুমি দাওনি। মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন তুমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, এখন তোমার চিত্তভ্রম হলো কেন? সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি তুমি তখন দিতে চাওনি। এখন সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করতে চাচ্ছ কেন? তোমার জীবন এখন আমার হাতে, কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় জীবিত থাকতে পারবে না। তুমি আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছ। তুমি প্রাণ ধারণের যোগ্য নও। পাপী দুর্যোধন, উঠ, যুদ্ধ কর। এতে তোমার কল্যাণ হবে।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে দুর্যোধন হ্রদ হতে উঠে বললেন, আপনাদের রথ, বাহন সবই আছে। কিন্তু আমি একাকী, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত, রথ ও বাহনশূন্য। আপনারা সংখ্যায় অধিক। রথারোহী এবং সশস্ত্র। আপনারা সকলে যদি আমাকে বেষ্টন করেন, তবে পায়ে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র আমি কি করে যুদ্ধ করব? আপনারা সকলে এক একজন করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম জান, এবং যুদ্ধে তোমার মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের এক একজনের সঙ্গে পৃথক ভাবে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছ, তাই হবে। তোমার পছন্দমত

যে কোন অস্ত্র তুমি নাও। তা দিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা অন্য সকলে দর্শক হয়ে দেখবো। (তং ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ।)

স্বয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্ ॥
হত্বৈকং ভবতো রাজ্যং হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি। (শল্য) ৩২।২৬-২৭

—আমি নিজেই পুনরায় তোমাকে এই অভীষ্ট বরদান করছি যে, তুমি যদি আমাদের একজনকেও বধ করতে পার তবে সম্পূর্ণ রাজ্য তোমারই হবে অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হয়ে স্বর্গে গমন কর।

দুর্যোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন। এবং আমি এই গদা নিলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও পদাতিক হয়ে গদার দ্বারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক।

যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন, উঠ এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তুমি অত্যন্ত বলবান, সুতরাং যুদ্ধে গদার দ্বারা তুমি একাকীই কোন এক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের পৌরুষের পরিচয় দাও! যদি ইন্দ্রও তোমার আশ্রয়দাতা হন—তবুও তোমার প্রাণ থাকবে না।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হয়ে দুর্যোধন জল হতে উঠলে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা তাঁকে নানাভাবে উপহাস করায় তিনি বলেন, পাণ্ডবগণ তোমরা শীঘ্রই এই উপহাসের ফল পাবে, আমি তোমাদের সকলকে নিহত করব। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলেন, আপনারা এক একজন করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। কারণ যুদ্ধে কোন বীর এককালে বহু লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না।

যুধিষ্ঠির তখন বললেন—

মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেবং সুয়োধন।
যদাভিমন্যুং জবহবো য়ুর্‌ধি মহারথাঃ ॥ (শল্য) ৩২।৫৫

—দুর্যোধন, যখন তুমি বহু সংখ্যক মহারথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একা অভিমন্যুকে যুদ্ধে বধ করেছিলে তখন তোমার এই প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? বিপদে পড়লে আত্মরক্ষার্থে মানুষ ধর্মশাস্ত্রের কথা

বলে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার বন্ধ দেখে। বীর, তুমি কবচ ধারণ কর, নিজের কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের যে উপকরণ তোমার নেই, তাও গ্রহণ কর। আমি পুনরায় তোমাকে বলছি। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যে কোন একজনকে যদি যুদ্ধে বধ করতে পার তবে তুমিই রাজা হবে। অন্যথা নিহত হয়ে স্বর্গে যাবে। যুদ্ধে জীবন রক্ষা ব্যতীত তোমার আর কোন প্রিয়কার্য্য আমরা করতে পারি?

গদা যুদ্ধে দুর্যোধনের পরাক্রমের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ভর্ৎসনা করেন। কারণ একমাত্র ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডব ভ্রাতাই গদা যুদ্ধে দুর্যোধনের সমকক্ষ নন। ভীমকে বধ করবার জন্য দুর্যোধন তের বৎসর লৌহ মূর্ত্তির উপর গদা প্রহার অভ্যাস করেছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকেন, আপনি পূর্বের ন্যায় পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ করেছেন। আপনার এই পাশা খেলা শকুনির সঙ্গে খেলার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। আপনি শত্রুকে সুবিধা দিয়েছেন, আমাদেরও বিপদে ফেলেছেন। গদা যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে পারেন এমন কোন মানুষ বা দেবতা আমি দেখছি না। আপনারা কেউ ন্যায়ানুসারে দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তী দেবীর সন্তানরা রাজ্য ভোগ করবার অধিকারী নয়। অনন্ত কাল পর্যন্ত বনবাস করতে অথবা ভিক্ষা করতেই সৃষ্ট হয়েছেন।

ভীম কৃষ্ণকে বললেন, আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আজ আমি এই যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করব। ভীম ও দুর্যোধন যখন গদা যুদ্ধ আরম্ভ করবেন, এমন সময় দুই শিষ্যের মধ্যে সংগ্রামের সংবাদ শুনে বলরাম তথায় উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবরা তাঁর যথাযথ পূজা করেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করেন। যুধিষ্ঠির দুই ভ্রাতা ভীম ও দুর্যোধনের মহাযুদ্ধ দর্শন করতে বলরামকে অনুরোধ করেন। তিনি এই মহাযুদ্ধ দেখবার জন্য বসলেন। বলরামের পরামর্শে সকলে

কুরুক্ষেত্রে গমন করলো এবং সেস্থানে ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড গদা যুদ্ধ চলে। ন্যায় যুদ্ধে ভীমের পক্ষে কোন প্রকারেই দুর্যোধনকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন। অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে আঘাত করেন। বহুক্ষণ যুদ্ধে উভয়েই যখন শ্রান্ত, তখন ভীম দুর্যোধনের বাম উরুতে আঘাত করে তা ভেঙ্গে দিলেন, দুর্যোধন বিকট নিনাদে ভূপতিত হলেন। তখন ভীম তাঁর মস্তকে পদাঘাত করে দুর্যোধনকে তিরস্কার করেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে এই অন্যায় প্রতিশোধ স্পৃহা হতে নিবৃত্ত করবার জন্য বলেন, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছো। নিজের প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ। এখন বিরত হও। তুমি পা দিয়ে দুর্যোধনের মস্তক স্পর্শ করো না। সে আমাদের জ্ঞাতি, তাকে এরূপ তিরস্কার করা উচিত নয়। একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের অধিপতি এবং নিজের জ্ঞাতি বান্ধব কুরুরাজ দুর্যোধনকে পদের দ্বারা আঘাত করো না। এর ভ্রাতা ও মন্ত্রীরা নিহত হয়েছে। সৈন্যরা বিনষ্ট হয়েছে, নিজেও হত প্রায়। এর জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস নয়। এর অমাত্য, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হয়েছে। একে পিণ্ডদান করবারও কেউ নেই। দুর্যোধন আমাদের ভ্রাতা, তুমি একে পদাঘাত করে অন্যায় করেছো।

যুধিষ্ঠির ভীমের এই আচরণ ও উল্লাসে দুঃখিত হয়ে বলেছেন :—

এরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্যোধন।
... ...
চরণ আঘাত কৈলি তাকে কুলাধম।
মরিলি কুরুর রাজে করি অনিয়ম॥

সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার এমন কেন করিলি তুর্গতি ॥ (গঃ)

যুধিষ্ঠির তুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন—

তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্বকৃতং কর্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥ (শল্যঃ) ৫৯।২২

—তাত, তোমার খেদ বা ক্রোধ করা উচিত নয়। তোমার নিজের জন্য শোকও এখন উচিত নয়। সমস্ত লোক নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে থাকে।

আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্ বাল্যাচ্চ ভারত ॥ (শল্যঃ) ৫৯।২৪

—হে ভারত, তুমি লোভ, মদ ও বিবেকহীন হয়ে নিজেরই অপরাধে এই গুরুতর সংকটে পতিত হয়েছ।

তুমি নিজের মিত্র, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য পুরুষ, পুত্র ও পৌত্রদের বধ করিয়েছ, পরে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছ। তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতাদের ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। আমি ইহাকে বিধির বিধান মনে করি। তোমার নিজের জন্যও শোক করা উচিত নয়, তোমার এ মৃত্যু গৌরবময়। এখন সর্বপ্রকারে আমরাই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হচ্ছি। প্রিয় বন্ধুবান্ধব হীন অবস্থায় আমাদের দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধূদের আমি কি করে দেখবো? তুমিই সুখী। নিশ্চয়ই তুমি স্বর্গলাভ করবে। আমরা নরকতুল্য দুঃখ ভোগ করবো।

অন্যত্র তুর্যোধনের জন্য যুধিষ্ঠিরকে শোক করতে দেখা যাচ্ছে :—

আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলে।
নিজ কর্ম্ম দোষে ভাই সাম্রাজ্য হারালে ॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি ॥

সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।

... ...

এখন লোটাই তুমি পড়ি ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে ॥

... ...

কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিল কোল ॥

... .

পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী। (গঃ)

পঞ্চপাণ্ডবের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের একমাত্র কারণ দুর্যোধন। তাঁর মৃত্যুতেও এইভাবে বিলাপ করার মধ্যে তাঁর মনের উদারতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ জয়ের আনন্দের সঙ্গে কৌরব বংশের নিধনের দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যুধিষ্ঠিরের এই উক্তিতে তা প্রকাশ পায়।

ভীম অশাস্ত্রীয় গদা যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত করায় বলরাম ক্ষুব্ধ হয়ে ভীমকে তিরস্কার করে প্রহার করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাঁকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা দুর্যোধনের মস্তকে যে পা দিয়েছে, তা আমার প্রিয় কাজ নয়, এবং কুল ক্ষয়ের জন্যও আমার আনন্দ হচ্ছে না। কিন্তু উপায় কি? ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে, বহু কটুবাক্য বলে আমাদের বনে পাঠিয়েছে। সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে এখনো রয়েছে, এই চিন্তা করে আমি তার কাজকে উপেক্ষা করেছি। ভীমের কর্ম ধর্ম সংগত বা ধর্ম বিরুদ্ধ যাই হোক, লোভী, কামুক, দুর্যোধনকে বধ করে পাণ্ডবরা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে, তাঁর কথা অনুমোদন করেন। ভীম

হৃষ্ট চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে বললেন, আজ হতে পৃথিবী নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলময় হোক। আপনি রাজ্য শাসন করুন এবং নিজ ধর্ম পালন করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা কৃষ্ণের মত অবলম্বন করে পৃথিবী জয় করেছি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তুমি জননী কুন্তীর ইচ্ছা এবং তোমার নিজ প্রতিজ্ঞা, উভয় ঋণ হতেই মুক্ত হয়েছো। দুর্ধর্ষ বীর! ভাগ্যবশতঃ তুমি জয়ী হয়েছো ও তুমি নিজ শত্রু দুর্যোধনকে বিনাশ করে ভূপাতিত করেছো।

তৎপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, গান্ধারী দেবী প্রতিদিন উগ্র তপস্যা করে নিজের দেহকে দুর্বল করছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রদের বধের কথা শ্রবণ করে নিশ্চয়ই আমাদের দগ্ধ করবেন।

সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি ॥ (শল্যঃ) ৬৩।১২

—আমরা এভাবে (অর্থাৎ অন্যায় যুদ্ধে) তাঁর পুত্রদের হত্যা করেছি শুনে তাঁর মনে সঞ্চিত অগ্নিতে আমাদের ভস্মীভূত করবেন।

যদিও যুদ্ধ নীতি অবলম্বন করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অনেক রকম অন্যায় কাজ করেছেন। কিন্তু বিবেকের দংশন হতে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। তাই তপঃসিদ্ধা গান্ধারীর শত পুত্রকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার অপরাধে তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন এখন তাঁকে প্রসন্ন করা উচিত। আপনি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ নেই, যিনি পুত্র শোকাতুরা ক্রুদ্ধা গান্ধারী দেবীর দৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারেন। আমাদের পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান ব্যাসদেবও সেস্থানেই থাকবেন। আপনি পাণ্ডবদের হিতৈষী। আপনি গান্ধারী দেবীর ক্রোধকে শান্ত

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে হস্তিনাপুরে গমন করে ধৃতরাষ্ট্র ও
আশ্বাস দান করে পুনরায় পাণ্ডবদের নিকট প্রত্যাবর্তন

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ শুনে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা
াধনের নিকট উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থামা বললেন, পাণ্ডবরা
র উপায়ে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমি
টা শোকগ্রস্ত হইনি, যতটা তোমার জন্য হচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা
ছি, কৃষ্ণের সম্মুখে আজ সমস্ত পাঞ্চালদের বধ করবো—তুমি
াকে অনুমতি দাও। দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে
ভষিক্ত করলেন।

অতঃপর অশ্বত্থামা পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে
াব শিবিরে প্রবেশ করে নিদ্রিত সমস্ত পাঞ্চাল বীর, দ্রৌপদীর
পুত্র ও অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও বধ করেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখ হতে পুত্রগণ ও পাঞ্চালদের বধের বৃত্তান্ত
া যুধিষ্ঠির-শোকগ্রস্ত হয়ে ভূতলশায়ী হবার পূর্বক্ষণে সাত্যকি
ক ধরে ফেললেন। অন্যান্য চার পাণ্ডবরাও তাঁকে ধরলেন।
ষ্ঠির শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

জিত্বা শত্রূন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্য্যদেবয়দার্তবৎ ॥ (সৌ) ৯।১০

—আমি শত্রুকে প্রথমে জয় করে পরে আমি শত্রুর দ্বারা
াজিত হলাম। তিনি বার বার নিজের যুদ্ধ বিজয়কে ধিক্কার দিতে
ালেন। তিনি বললেন আমরা ভ্রাতা, মিত্র, পিতৃতুল্য পুরুষ,
বৃন্দ, সুহৃদ, বন্ধু, মন্ত্রী, পৌত্রদের হত্যা করে জয় লাভ করেছিলাম,
ন্তু এখন আমরাই শত্রু দ্বারা পরাজিত হলাম। যে ইন্দ্রতুল্য
াক্রমশালী রাজপুত্ররা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মুক্তি
য়েছিলেন, তাঁরা আজ অসাবধানতা বশতঃ নিহত হলেন।

তীর্ত্বা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা।
মগ্নাঃ কুনদ্যামিব হেলমানা॥ (সৌ) ১০।২৩

—ধনী বণিকরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে অবহেলা করার জন্য ক্ষুদ্র
তে নিমগ্ন হয়, তেমনি এঁরাও অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলেন। এঁরা
গেছেন। দ্রৌপদীর জন্যই আমার চিন্তা, সেই সতী সাধ্বী

দ্রৌপদী কি করে এই মহাশোক সহ্য করবেন? তিনি নকু
বললেন, তুমি হতভাগী দ্রৌপদীকে মাতৃগণের সঙ্গে এখানে f
এসো। নকুল যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালন করতে চলে গেলেন।

অতঃপর তিনি সুহৃদগণের সঙ্গে শিবিরে গিয়ে রক্তাপ্লুত অব
ভূতলে পতিত নিজের পুত্রদের সুহৃদ ও আত্মীয়বর্গকে দেখতে
তাঁদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মস্তকও ছিন্ন ছিল। তঁ
দেখে তিনি শোকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে
হারালেন।

নকুল উপপ্লব্য নগর হতে দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রৌ
শোকে ব্যাকুল হয়ে কদলী তরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে
গেলেন। ভীম তাঁকে ধরে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। দ্রৌ
যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা তুমি পুত্রদের ক্ষত্র ধর্মানুসারে যমকে
করেছো। এখন আর তোমার মত্তমাতঙ্গগামী বীর অভিমন্যুর
স্মরণ হবে না। যদি তুমি পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে
রণাঙ্গনে হত্যা না করো, তবে আমি এ স্থানেই প্রায়োপবে
প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ আমার এই প্রতিজ্ঞা শোন।
বলে দ্রৌপদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন-

ধর্ম্যং ধর্মেণ ধর্মজ্ঞে প্রাপ্তাস্তে নিধনং শুভে।
পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তান্ন শোচিতুমর্হসি॥ (সৌ) ১১।১

—শুভে, তুমি ধর্ম কি তা জান। তোমার পুত্র ও ভ্রাত
ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতে করতে ধর্মানুকূলে নিহত হয়েছে। অত
তাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্গম বনে চলে গেছেন, যুদ্ধে যদি তাঁ
হত্যা করাও হয়, তুমি কি করে তা দেখবে?

দ্রৌপদী বললেন, আমি শুনেছি অশ্বত্থামার মস্তকে একটি
আছে, সেই পাপীকে যুদ্ধে বধ করে যদি সেই মণি তুমি ম
ধারণ করে নিয়ে আস, তবেই আমি জীবন ধারণ করব।

অতঃপর দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্মানুসারে আমার
ন রক্ষা করতে পারো। তুমি জতুগৃহ হতে ভ্রাতাদের উদ্ধার করেছিলে,
ম্ব রাক্ষসকে বধ করেছিলে। কীচকের হাত হতে আমাকে
র করেছিলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ করে আমাকে সুখী কর।
ভীম চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভীম আপনার
। ভ্রাতাদের মধ্যে প্রিয়। কিন্তু আজ সে সঙ্কটে পতিত হয়েছে।
বাং আজ আপনি তার সাহায্যার্থে যাচ্ছেন না কেন? তারপর
। ক্রোধী, দুষ্টাত্মা, চপল ও ক্রূর অশ্বত্থামার নিকট হতে ভীমকে
করবার জন্য অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরসহ ভীমের অনুগমন করেন।
ষ্ণের উপরোক্ত উক্তি যুধিষ্ঠিরের পুরুষত্বকে ধিক্কার দিল। ভাগীরথী
র ভীম অশ্বত্থামাকে দেখতে পেলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশ ধ্বংস
ার জন্য ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন
থামার অস্ত্র নিবারণ করবার জন্য দ্রোণ প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ
লন। ব্যাসদেব ও দেবর্ষির নির্দেশে অর্জুন তাঁর অস্ত্র সংহরণ করলেন।
দেবের নির্দেশে অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান নাশের জন্য সেই
াস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং মাথার মণিটি ভীমকে দিতে বাধ্য হলেন।
কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বললেন উপপ্লব্যনগরে এক ব্রতচারী ব্রাহ্মণের
র্বাদে উত্তরার পুত্র 'পরিক্ষিৎ'ই পাণ্ডববংশের প্রবর্ত্তক হবে,
ও অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রয়োগে পরীক্ষিৎ মৃত অবস্থায় জন্মাবে।
তারপর সে জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং
ধ্যয়নের ব্রত ধারণ করবে, এবং কৃপাচার্য্যের নিকট সব অস্ত্র শিক্ষা
করে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ষাট বৎসর এই পৃথিবী পালন করবে।
ার সম্মুখে এই কুরুরাজ পরীক্ষিৎই এই ভূমণ্ডলের সম্রাট হবে।
অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিলেন। দ্রৌপদী ঐ মণি যুধিষ্ঠিরকে
। করতে বলেন। যুধিষ্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ করেন।

তেতো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ॥ (সৌ) ১৬৷৩৬

—রাজা যুধিষ্ঠির সেই দিব্য মণিরত্ন শিরে ধারণ করে চন্দ্র পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদী অনশন ত্যাগ করে উত্থিত হলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বত্থামা করে আমাদের বীর পুত্রদের ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদিকে বধ করতে সমর্থ হলে কৃষ্ণ বললেন, অশ্বত্থামা মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই একাকী বীরকে বধ করতে সমর্থ হয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসান হলো।

একটি জার্মান প্রবাদ আছে—A great war leaves country with three armies—an army of cripples, army of mourners, and an army of thieves. ধৃত শোকাভিভূত হলে সঞ্জয় তাঁকে শোক ত্যাগ করতে সান্ত্বনা দিলে বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রকে শোক পরিত্যাগ করতে সান্ত্বনা দিলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, সংহার অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ করে গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য f স্ত্রীদের নিয়ে বিদুরের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্ম যাত্রা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই যাত্রার সংবাদ শুনে কৃষ্ণ সাত্যকি যুযুৎসু সহ পাণ্ডবরা তাঁর অনুগমন করলেন। দ্রৌপদী ও পা বধূরাও সঙ্গে চললেন। শোকাতুরা নারীদের ধিক্কার শুনতে শু পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে নিজেদের আত্ম পা দিলেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন সান্ত্বনা দিলেন। তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণের গান্ধারীর নিকট গমন করলেন। গান্ধারী জিজ্ঞেস করলেন কো সেই রাজা যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন।

পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্॥ (স্ত্রী) ২৫

—দেবি, আপনার পুত্র হন্তা এই আমি নৃশংস যুধিষ্ঠির। পৃথিবীর রাজাদের বিনাশের হেতুও আমি। সেইজন্য আমি শাপের যোগ্য। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।

আমি সুহৃদদ্রোহী ও অবিবেকী। আমাদের এই শ্রেষ্ঠ সুহৃদগণকে বধ করে এখন আমার রাজ্য, জীবন অথবা ধনের কোনই প্রয়োজন নেই।

গান্ধারী মুখে কিছু না বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যুধিষ্ঠির অবনত হয়ে গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করলে, সেই সময় গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণ বস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখলেন। তার ফলে যুধিষ্ঠিরের সুন্দর নখগুলি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তাঁর এই অবস্থা দেখে অর্জুন কৃষ্ণের পশ্চাতে গিয়ে লুকালেন। অন্যান্যরাও ভয়ে যত্র তত্র পলায়ন করতে লাগলেন। অবশেষে গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমিত হলো, এবং তিনি তাঁদের সকলকে তখন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সান্ত্বনা দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের কাছে মৃত সৈন্য সংখ্যা জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন; এই যুদ্ধে এক অর্ব্বুদ ছেষট্টি কোটি বিশ হাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছে। ইহা ব্যতীত চব্বিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি জন বীর সৈন্য অদৃশ্য হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলেন মৃত সৈন্যরা কোন গতি প্রাপ্ত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির বললেন এই মহাসমরে যে সব যোদ্ধা হর্ষ ও উৎসাহের সঙ্গে নিজের শরীরকে আহুতি দিয়েছেন, সেই সব বীররা ইন্দ্রের সমান লোকে গেছেন। যাঁরা অপ্রসন্ন চিত্তে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছেন তাঁরা গন্ধর্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। যে সব যোদ্ধাকে শত্রুরা নিহত করেছে, যারা অস্ত্রহীন হয়েও যুদ্ধ করেছে, এই সব ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারী যোদ্ধা ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন। ইহা ব্যতীত যারা যুদ্ধের সীমার মধ্যে যে কোনরূপে নিহত হয়েছে, তারা উত্তর কুরুদেশে জন্ম গ্রহণ করবে।

ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির কি সব মৃত দেহের বিধি অনুসারে দাহ সংস্কার করাবেন? তিনি আরও বললেন, যাদের মৃতদেহ গরুড় ও শকুনিরা এদিক ওদিক টানাটানি করছে, তাদের শ্রাদ্ধ কর্মের দ্বারাই শুভলোক লাভ হবে।

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বললে, যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৌম্য, বিদুর, সঞ্জয়, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগুরু কাষ্ঠ ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য ক্ষৌম বসন ভগ্নরথ ও বিবিধ অস্ত্র সংগ্রহ করে সযত্নে বহু চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিহত আত্মীয়বন্ধু ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। এইভাবে সকলের দাহকার্য্য সমাধা করে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করে গঙ্গায় গমন করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি সকলে গঙ্গাতীরে এসে নিজেদের সমস্ত আভরণ, উত্তরীয়ও বেষ্টনী প্রভৃতি উন্মুক্ত করে পিতা, ভ্রাতা, পুত্র আত্মীয় ও আর্য্য বীরদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন।

অতঃপর কুন্তীদেবী হঠাৎ শোকাতুরা হয়ে স্বীয় পুত্রদের বললেন, অর্জুন যাকে বধ করেছে, তোমরা যাকে বধ করেছ, তোমরা যাকে সূতপুত্র এবং রাধাসুত বলে জানতে, সেই মহাবীর কর্ণের উদ্দেশ্যেও তোমরা তর্পণ কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্য্যের ঔরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলে।

কর্ণের জন্ম রহস্য জেনে পাণ্ডবরা নতুন করে শোকাতুর হলেন, যুধিষ্ঠির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন – মাতা,

যস্য বাহুপ্রতাপেন তাপিতা সর্বতো বয়ম্ ॥
তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি। (স্ত্রী) ২৭।১৭-১৮

—যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা সর্বতো ভাবে তাপিত হতাম, অগ্নির ন্যায় এরূপ বীরকে আপনি বস্ত্রের দ্বারা কি করে আবৃত করে রেখেছিলেন।

আপনি এই গূঢ় রহস্যকে গোপন করে আমাদেরই নষ্ট করেছেন। কর্ণের মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হয়েছি। অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চ

পুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবদের বিনাশে যত দুঃখ পেয়েছি তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন অনুভব করছি। পূর্বে যদি আমি এই কথা জানতাম তবে কর্ণের সঙ্গে মিলিত হতাম, এবং স্বর্গের কোন অলভ্য বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হত না, এই কুরুকুল নাশক ভয়ঙ্কর যুদ্ধও হত না। এইভাবে বহু বিলাপ করে যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন এবং রোদন করতে করতেই তিনি ধীরে ধীরে কর্ণের উদ্দেশ্যে জলদান করলেন। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির কর্ণের স্ত্রীদের আনিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিধি অনুসারে কর্ণের প্রেত কার্য্য সম্পন্ন করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমি এই রহস্য না জেনে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করেছি।

অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি ॥ (স্ত্রী) ২৭।২৯

—আজ হতে স্ত্রীলোকদের মনে গোপন কোন কথাই থাকবে না।

এই কথা বলে তিনি গঙ্গার জল হতে উঠে ভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন।

মৃত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের তর্পণের পর পাণ্ডবরা এক মাস কাল গঙ্গাতীরে অবস্থান করলেন। সেই সময় দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, দেবর্ষি মহর্ষি নারদ, দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে তাঁদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। আরও বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ও স্নাতক সাধুরাও এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণের বাহুবলে ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে, ভীমার্জুনের পরাক্রম দ্বারা এই সমগ্র পৃথিবী জয় করেছি। কিন্তু জ্ঞাতি ক্ষয়, বন্ধু বান্ধব পুত্রদের নিহতের কারণ হয়ে আমার এই জয় পরাজয় বলেই মনে হচ্ছে। সুভদ্রা এখন দ্বারকায়। কৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন করলে সুভদ্রা ও দ্বারকাবাসিনী অন্যান্য রমণীরা কি বলবেন? পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁর আত্মীয় বন্ধুদেরও এই যুদ্ধে হারিয়েছেন।

জননী কুন্তী কর্ণের জন্ম রহস্য গোপন করে আমাদের আরও অধিকতর দুঃখ দিয়েছেন। যদিও আমরা জানতাম না কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু মাতা কুন্তী কর্ণকে তা জানিয়েছিলেন যাতে তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু কর্ণ দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করেননি। কারণ ইহাতে তাঁর ক্রুরতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ পেতো। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করেছে। যখন দ্যূত সভায় দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে কর্ণ আমাদের কটুবাক্য বলছিলেন—

তদা নশ্যতি মে রোষঃ পাদৌ তস্য নিরীক্ষ্য হ॥

কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম। (শা) ১'৪১-৪২

—তখন তাঁর পদদ্বয় দেখে আমার ক্রোধ শান্ত হতো, কারণ তাঁর চরণদ্বয় কুন্তীর পদদ্বয়ের সদৃশ আমার মনে হতো।

এই সাদৃশ্যের কারণ তখন বুঝতে পারিনি। কর্ণ কিভাবে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তা যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন। নারদ বিশদ ভাবে তা জানালেন। কুন্তীদেবীও যুধিষ্ঠিরকে বললেন তিনি নিজে ও কর্ণের পিতা সূর্য্যদেব স্বপ্নে তাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত তাঁর নিকট হইতে গোপন রাখার জন্য অনুযোগ করে স্ত্রী জাতি কিছুই গোপন রাখতে পারবে না বলে অভিশাপ দেন। শোকাতুর যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—

ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্।

ধিগস্ত্বমর্ষং যেনেমামাপদং গমিতা বয়ম্॥ (শা) ৭।৫

—ক্ষত্রিয়দের আচার, বল, পৌরুষ এবং ক্রোধকে ধিক্। যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আত্মীয়, বন্ধুদের হারিয়ে যুদ্ধে আমাদের জয় হয়নি। দুর্যোধনেরও জয় হয় নি। আমরা বীর যোদ্ধাদের বধ করেছি। এতে পাপই করেছি এবং নিজেদেরই বিনাশ করেছি। শত্রুদের বধ করে আমার ক্রোধ শান্ত হয়েছে। কিন্তু শোকে আমি বিদীর্ণ হচ্ছি। এই ভাবে যুধিষ্ঠির নিজেকে ধিক্কার

দিতে থাকেন এবং অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন। অতঃপর তিনি অর্জুনকে বলেন, ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই। তুমি এই নিষ্কণ্টক ও কল্যাণময় পৃথিবীকে শাসন কর। আমি নির্দ্বন্দ্ব নির্মল হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বনগমন করবো। চীর ও জটা ধারণ করে তপস্যা করবো। ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করবো। বহুকাল পর আমার প্রজ্ঞার উদয় হয়েছে। এখন আমি অব্যয় শাশ্বত শান্তি লাভ করতে ইচ্ছা করি। এরূপভাবে যুধিষ্ঠির রাজ্যের প্রতি, সংসারের ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরাগভাব প্রকাশ করেন। অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব দ্রৌপদী সকলেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরূপ সংকল্প ত্যাগ করতে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সংকল্পে অটল রইলেন। তখন ভীম পুনরায় তাঁকে বললেন, আপনি ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি এই যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। এখন আপনি নিজের মনকে জয় করুন। আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, নানা প্রকার দানধর্ম করুন। আমরা ভ্রাতারা ও কৃষ্ণ আপনার আজ্ঞা পালক।

যুধিষ্ঠির তখন বললেন—

আত্মোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
জয়োদরং পৃথিব্যা তে শ্রেয়ো নির্জিতয়া জিতম্॥ (শা) ১৭।৬

—অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের উদরের জন্য বহু হিংসাত্মক কাজ করে থাকে। তুমিও প্রথমে তোমার উদরকে জয় কর। তারপর তুমি বুঝতে পারবে যে; এই জিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি নিজের কল্যাণকেও জয় করেছো। নিজের সংকল্পের অনুকূলে যুধিষ্ঠির বললেন, রাজারা সমগ্র ভূমণ্ডল শাসন করেও সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসী অল্পেই কৃতার্থ হন।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রাজা জনক ও রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন, বেদে দুই প্রকারের বচন আছে—কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। আমার এই উভয়ের জ্ঞান রয়েছে। তুমি অস্ত্র বিছায় কেবল পারদর্শী। শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তোমার ধারণা ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন বস্তু নেই।

অনির্দেশ্যা গতিঃ সা তু যাং প্রপশ্যন্তি মোক্ষিণঃ।

তস্মাদ্ যোগঃ প্রধানেষ্টঃ স তু দুঃখং প্রবেদিতুম্ ॥ (শা) ১৯।১৫

—কিন্তু মোক্ষ্য অভিলাষী মনুষ্যগণ যে গতির সম্মুখীন হন তা অনির্দেশ্য। অতএব জ্ঞানযোগ সর্ববিধ সাধন সমূহ হতে শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট। কিন্তু এর স্বরূপ বোঝা কষ্ট সাধ্য।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তপস্যা দ্বারা সর্বোত্তম পদ লাভ করেন। জ্ঞানযোগে সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হয়ে থাকে এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা সদা নিত্যসুখ অনুভূত হয়ে থাকে।

ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে তাঁর সংকল্প ত্যাগ করাতে অসমর্থ হলে, মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন শোক মুক্ত হলো না। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আমি খেলা করেছি, সেই ভীষ্মকে আমি রাজ্য লোভে আহত করে ভূপাতিত করেছি। যিনি নিজের মৃত্যু রূপে উপস্থিত পাঞ্চাল রাজপুত্র শিখণ্ডীকে স্বয়ং রক্ষা করেছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে আমি অর্জুনের দ্বারা ধরাশায়ী করিয়েছি। আমি মিথ্যা কথা বলে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে নিহত করিয়েছি। যুদ্ধে যিনি কখনও পলায়ন করেন না, সেই পরাক্রমশালী নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি বধ করিয়েছি। আমার রাজ্য লোভে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী অভিমন্যু প্রাণ হারিয়েছে, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিহত হয়েছে। আমি পাপী অপরাধী এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীর বিনাশকারী। আমি ভোজন করব না, জল পান করব না। প্রায়োপবেশনে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি অনশন করে এই এই দেহ ত্যাগ করব।

ব্যাসদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নারদ সঞ্জয় সংবাদ প্রসঙ্গে ষোড়শ সংখ্যক রাজার উপাখ্যান শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণ করবার চেষ্টা করেন। পুনরায় ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান করবার জন্য কালের প্রাবল্য বর্ণনা এবং দেবাসুর সংগ্রামের উদাহরণ দিয়ে দুষ্টের দমনের ঔচিত্য প্রতিপাদনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে উপদেশ দেন। ব্যাসদেব নানা প্রকার পাপকর্ম ও সে সব কর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান সম্বন্ধে বিস্তৃত বললেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবন, চারিবর্ণের সম্পূর্ণ ধর্ম, রাজধর্ম, আপৎকালোচিত ধর্ম বিস্তৃত ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

ব্যাসদেব বললেন কুরুকুল পিতামহ ভীষ্মই একমাত্র তোমাকে সমগ্র ধর্ম বিষয় শোনাতে পারেন। তাঁর নিকট গমন কর। ধর্মজ্ঞ, সূক্ষ্ম ধর্মের তাৎপর্য্যবেত্তা ভীষ্ম তোমাকে ধর্মোপদেশ দেবেন। তাঁর প্রাণ ত্যাগ করবার সময় নিকটবর্ত্তী। সুতরাং তুমি তৎপূর্বেই তাঁর নিকট গমন কর।

যুধিষ্ঠিব বললেন, আমি জ্ঞাতিগণকে সংহার করে সকলের নিকট অপরাধী হয়েছি। ভীষ্মকেও ছলনা করে ভূপাতিত করিয়েছি। এখন সেই ভীষ্মের নিকটে ধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে কিভাবে উপস্থিত হব?

কৃষ্ণ বললেন, এখন শোকাভিভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নয়। ব্যাস যা বললেন, আপনি তাঁর উপদেশ মত কাজ করুন।

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য সকলে যুধিষ্ঠিরকে নানাভাবে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিলে পর তিনি শোক ত্যাগ করে

নিজের কর্ত্তব্য স্থির করলেন। এবং সকলের সমভিব্যবহারে হস্তিনাপুরে গমন করলেন।

হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। অতঃপর যুধিষ্ঠির সকলকে বললেন—

ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ পিতা মে দৈবতং পরম্।
শাসনেঽস্য প্রিয়ে চৈব স্থেয়ং মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ (শাঃ) ৪১।৪

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতা এবং পরম দেবতা, আপনারা যদি আমার প্রিয়কার্য্য করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁর আজ্ঞাধীন ও হিতানুষ্ঠান করুন।

জ্ঞাতিবধ করেও এঁর জন্যই আমি জীবিত আছি। অতএব এঁর সেবা করা আমার কর্ত্তব্য। সুহৃদগণ, যদি আমি আপনাদের অনুগ্রহভাজন হই, তবে আপনারা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্বে যেমন ব্যবহার করতেন তেমনি ব্যবহার করবেন। ইনি আপনাদের সঙ্গে আমারও অধিপতি। এই সমগ্র পৃথিবী ও পঞ্চপাণ্ডব তাঁরই অধীন। আমার একথা আপনারা স্মরণ রাখবেন। অতঃপর তিনি ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

এইখানে রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বৈষম্য লক্ষণীয়। রাম ভরতের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে রামের মধ্যে সরলতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। ভরতের মনে কখনও কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না—তা জানা সত্ত্বেও রাম বার বার তাঁকে সন্দেহ করেছেন এবং তাঁর প্রতি অবিচার করতে চেয়েছেন। অন্যপক্ষে যুধিষ্ঠিরদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ ধৃতরাষ্ট্র, তথাপি যুধিষ্ঠির যুদ্ধ জয়ের পরও প্রজাবৃন্দকে ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্বের মতই সম্মান, শ্রদ্ধা করতে ও তাঁর আজ্ঞা পালন করতে নির্দেশ দিলেন। এখানে যুধিষ্ঠির চরিত্রের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। অথচ রামের বনবাসের জন্য কোন ভাবেই ভরতকে অভিযুক্ত করা যায় না। তা সত্ত্বেও কোন

কোন সময়ে তিনি ভরতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং সময়ে অসময়ে তাঁর উপর দোষারোপ করতেও কার্পণ্য করেননি।

নগরে প্রবেশ করবার সময়ে নগরবাসী ও ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করে আশীর্বাদ করেন। যুধিষ্ঠির দেবতা ও ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রানুসারে পূজা করলেন। বহু ফুল, মিষ্টি দ্রব্য, রত্ন, স্বর্ণ, গো, বস্ত্র প্রভৃতি যার যা প্রার্থনা সেইরূপ দান করলেন। চতুর্দিক হতে তাঁর জয়ধ্বনি উত্থিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণরা নীরব হলে দুর্যোধনের বন্ধু ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী রাক্ষস চার্বাক যুধিষ্ঠিরকে বললে, এই ব্রাহ্মণরা আমাকে তোমাকে বলতে বলেছেন—তুমি জ্ঞাতি ঘাতী, কুনৃপতি। তোমাকে ধিক্; জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা করে তোমার রাজ্যে কি লাভ? তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হন। আমার বিপদ আসন্ন। অতএব আমাকে ধিক্কার দেবেন না।

ব্রাহ্মণরা জ্ঞান দৃষ্টিতে চার্বাক রাক্ষসকে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ এ দুর্যোধন সখা চার্বাক। আমরা আপনার নিন্দা করিনি। আপনার কোন ভয় নেই। ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আপনার কল্যাণ হোক। তারপর তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক ভর্ৎসনা করে হুঙ্কার দিয়ে চার্বাক রাক্ষসকে সংহার করলেন।

বুদ্ধিমান বিদুরকে যুধিষ্ঠির মন্ত্রণা ও সন্ধি বিগ্রহাদির ভার, বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কর্তব্য অকর্তব্য ও আয় ব্যয় নিরূপণের ভার, নকুলকে সৈন্যদের তত্ত্বাবধানের ভার অর্জুনকে শত্রু রাজ্যের অবরোধ ও দুষ্ট দমনের ভার এবং পুরোহিত ধৌম্যকে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সেবার ভার দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য সহদেবকে সর্বদা নিকটে থাকতে বললেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের তাদের উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি বিদুর, সঞ্জয় এবং যুযুৎসুকে বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ

করবেন, আপনারা তা পালন করবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসীর কার্য্য ও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবর্গের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করলেন। যে সব রাজাদের আত্মীয় স্বজন ছিল না, তিনি তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর এবং অন্যান্য বহু মাননীয় কৌরবদের পূর্বের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন এবং ভৃত্যদের সাদরে আপ্যায়ন করলেন। তিনি পতিপুত্রহীনা সমস্ত রমনীদের ভরণ পোষণ করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র, অন্ধ ও বধির প্রভৃতির ভরণ পোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। এবং শত্রু জয় করবার পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সুখে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে ধ্যানমগ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন আছেন বলে কৃষ্ণের মনও তাঁর (ভীষ্ম) দিকেই গিয়েছে। কৃষ্ণ আরও বললেন ভীষ্ম স্বর্গলোকে গমন করলে, এই পৃথিবীও অমাবস্যা রাত্রির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হবে। ভীষ্মের নিকট গমন করে তাঁর চরণে প্রণাম করে যা জানবার আছে তা জেনে নেবার জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সাত্যকি, কৃপাচার্য, যুযুৎসু এবং সঞ্জয় কৃষ্ণের সঙ্গে রথারোহণে ভীষ্মের নিকট কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা কুরুক্ষেত্র শ্মশান দেখতে দেখতে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরশুরাম কিভাবে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন এবং কিরূপে ক্ষত্রিয়ের পুনঃ উত্থান হয়েছিল সে কাহিনী যথাযথ বিবৃত করেন। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ এরূপ আলোচনা করতে করতে যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন তথায় উপস্থিত হলেন।

ভীষ্ম ওঘবতী নদীর তীরে বহু মুনি ঋষি পরিবেষ্টিত হয়ে

শরশয্যায় শায়িত। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এবং তাঁদের সঙ্গীরা তাঁদের নিজ নিজ রথ থেকে অবতরণ করে মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সে দিকে অগ্রসর হলেন এবং ভীষ্মকে বেষ্টন করে বসে পড়লেন। কৃষ্ণ ভীষ্মকে তাঁর মঙ্গল ও কুশল প্রশ্ন করে ভীষ্মের অপরিসীম জ্ঞানের ও ধর্মের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ভীষ্মকে জগতের যাবতীয় সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের এক মাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের মনে যে শোক উদয় হয়েছে তা দূর করবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করেন।

ভীষ্মের দেহ ত্যাগের আর বেশী দেরী নেই। কৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সমস্ত দৈহিক গ্লানি দূর হলো। কৃষ্ণের অনুরোধে ভীষ্ম সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে সম্মত হয়ে যুধিষ্ঠিরের বহু গুণের উল্লেখ করে তাঁকে প্রশ্ন করতে অহ্বান করলেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের চরণে প্রণাম করে রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করলেন। সর্বজ্ঞ ভীষ্ম অতি সরলভাবে গল্পাকারে অতি পৌরাণিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

দীর্ঘ ত্রিশ দিন ব্যাপী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তারপর মহর্ষি বেদব্যাস ভীষ্মর নিকট যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাগণ কৃষ্ণ ও উপস্থিত নৃপতিদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, কারণ যুধিষ্ঠির তখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। ভীষ্ম মধুর ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে হস্তিনাপুরে যাবার অনুমতি দিয়ে বললেন, সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ণ হতে, উত্তরায়ণ হলে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যুধিষ্ঠির, আচ্ছা তাই হবে, বলে পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, সমস্ত ঋষি ভ্রাতৃবৃন্দ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন।

হস্তিনাপুরে এসে পুরবাসী ও জনপদবাসী সবাইকে যথোচিত সম্মান করে তাঁদের গৃহে গমনের অনুমতি দিলেন এবং পতিপুত্রহীনা

নারীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। কিছু দিন পর যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল ভীষ্মের নিকট যাবার তাঁর সময় হয়েছে। তখন তিনি ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ঘৃত, মাল্য, গন্ধ, পট্টবস্ত্র, চন্দন, অগুরু ও নানা প্রকার রত্ন পাঠিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, ভ্রাতাদের অগ্রবর্তী করে কৃষ্ণ, বিদুর, যুযুৎসু সাত্যকি ও যাজকগণের সঙ্গে নিজেও ভীষ্ম সকাশে যাত্রা করলেন। তাঁরা ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাস, নারদ, অসিত দেবল তাঁর কাছে বসে আছেন। এবং নানা দেশ হতে আগত নৃপতিরা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা করছেন।

যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে ভীষ্মকে প্রণাম করলেন। তারপর ব্যাসাদি ব্রাহ্মণগণকে নত হয়ে প্রণাম করলেন। পরে সকলকে অভিবাদন করে ভীষ্মকে বললেন, গঙ্গানন্দন আমি যুধিষ্ঠির আপনার সেবার জন্যে উপস্থিত হয়েছি এবং আপনাকে নমস্কার করছি। যদি আপনি আমার কথা শুনতে পান, তবে অনুমতি করুন আমি আপনার কি সেবা করব।

প্রাপ্তোঽসি সময়ে রাজন্নগ্নীনাদায় তে বিভো।

আচার্য্যান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ঋত্বিজো ভ্রাতারশ্চ মে ।। (অনু) ১৬৭।২০

প্রভো, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকগণকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে যথাসময়ে এ স্থানে এসেছি।

ধৃতরাষ্ট্রও মন্ত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন, কৃষ্ণও উপস্থিত। আপনি চক্ষু উন্মীলিত করে তাঁদের সকলকে দেখুন। আপনার অন্ত্যেষ্টির জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আমি আয়োজন করেছি।

ভীষ্ম সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে মেঘ-গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি ঠিক সময়ে এসেছো। আমি আটান্ন দিন এই শরশয্যায় শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে যেন শতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। মাঘ মাস এখন উপস্থিত। তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে। শুক্ল পক্ষ চলছে।

অতঃপর ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্বান করে তাঁকে সময়োচিত কথা বললেন। অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সনাতন পরমাত্মা। আপনি সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে দেহত্যাগের অনুমতি দিন। আপনি যাদের পরম আশ্রয় সেই পাণ্ডবদের আপনি রক্ষা করুন। আমি আপনাকে জানি। আপনি অনুমতি করলে আমি এই শরীর ত্যাগ করব। আপনার আজ্ঞা পেলে আমার পরম গতি লাভ হবে।

কৃষ্ণ তাঁকে আজ্ঞা দিলেন বসুলোকে যাবার। তখন ভীষ্ম সমবেত সকলকে বললেন, এখন আমি প্রাণ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। তোমরা সকলে আমাকে আজ্ঞা দাও। যুধিষ্ঠিরকে বললেন তুমি সাধারণতঃ সব ব্রাহ্মণদের বিশেষতঃ বিদ্বানদের, আচার্য ও ঋত্বিকদের সর্বদা পূজা করবে।

ভীষ্ম প্রাণ ত্যাগ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। কৌরবরা গঙ্গাজলের দ্বারা ভীষ্মের তর্পণ করলেন। গঙ্গাদেবী গঙ্গাজল হতে উত্থিত হয়ে পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করতে থাকেন। কৃষ্ণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন ভীষ্মকে শিখণ্ডী বধ করেনি। ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে অর্জুন তাঁকে বধ করেছে। তিনি বসুলোকে গমন করেছেন।

ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর যুধিষ্ঠির পুনরায় শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, আমি জানি আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও সহানুভূতি প্রবল। আপনি প্রসন্ন চিত্তে আমাকে বনগমনে অনুমতি দিন। পিতামহ ভীষ্ম ও পুরুষশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের মৃত্যুর জন্য আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ বললেন, কেবলমাত্র বাহ্য দ্রব্য ত্যাগ করলে সিদ্ধি হয় না। শারীরিক পদার্থ ত্যাগ করে সিদ্ধি লাভ হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। তিনি মমত্ব ত্যাগের, মহত্ব কথন, কামগীতার উল্লেখ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার জন্য প্রেরণা দেন। কৃষ্ণ স্বয়ং অনুনয় করে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবস্থান

নামক মুনি, দেবর্ষি নারদ, ভীমসেন, নকুল, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জুন, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ, শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ, তপোবনের মুনিগণ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা হতবুদ্ধি রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি অবশেষে শোক ত্যাগ করলেন।

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির দেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে পূজা করলেন। পুনরায় মৃত বন্ধু বান্ধবদের শ্রাদ্ধ করে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

যথা মনুর্মহারাজো রামো দাশরথির্যথা।
তথা ভরতসিংহোঽপি পালয়ামাস মেদিনীম্ ॥
নাধর্ম্যমভবৎ তত্র সর্বো ধর্মরুচির্জনঃ।
বভূব নরশার্দূল যথা কৃতযুগে তথা ॥
কলিমাসন্নমাবিষ্টং নিবাস্য নৃপনন্দনঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ বভৌ ধর্মবলোদ্ধতঃ ॥ (আশ্ব) ১৪।১৮-২০

—যেরূপ মহারাজ মনু ও দশরথতনয় রাম পৃথিবী পালন করেছিলেন, সেরূপ ভরতসিংহ যুধিষ্ঠির ভূমণ্ডল পালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজ্যে কেউ অধর্মজনক কর্ম করত না। সত্যযুগে ধর্মপরায়ণ প্রজাগণের ন্যায় সকলে ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। নরশার্দূল মানুষ সত্যযুগ এবং দ্বাপর যুগে যেমন ধার্মিক ছিলেন, তেমনি প্রজাগণ ধার্মিক ছিলেন। কলিযুগ আগত দেখে বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির তাকেও নিরাকৃত করে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ধর্মবলে অজেয় হয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

রাজ্যের সর্বত্র যথাকালে প্রচুর বারি বর্ষণ হতো। জগৎ ব্যাধি-হীন হয়েছিল, কিছু মাত্র ক্ষুধা পিপাসা ছিল না। মানুষের মানসিক দুঃখ ছিল না, কাম ক্রোধাদিতে কারো অনুরাগ হোত না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব বর্ণই স্বধর্ম উৎকৃষ্ট জেনে তা আচরণ করতেন, সত্য প্রধান ধর্ম ও সত্য সদ্‌বিষয়ে সকলে নিবিষ্ট হতেন।

যুধিষ্ঠির জীবিকাহীন মানবকে জীবিকা প্রদান করতেন, যজ্ঞের জন্য ধন দান কবতেন। পীড়িতদের অষুধ দিতেন ও কারো পরলোকের

ভয় ছিল না। তাঁর শাসন কালে সংসার স্বর্গলোকের ন্যায় হয়েছিল।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পাপক্ষয়ের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন,

অশ্বমেধ পাপ দূর কহিলে আপনি।
যজ্ঞ কৈল যত জন শুনিলাম আমি॥
তা' সবার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইচ্ছা না হয় সর্ব্বথা॥
নির্ধন পুরুষ আমি নাহি এত ধন।
কি মতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন॥
দুর্যোধন বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কি মতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়। (অশ্ব)

যুধিষ্ঠির আরও বললেন, অল্প বয়স্ক নির্ধন রাজারা আছেন, তাঁদের কাছেও আমি কিছু চাইতে পারবো না।

তখন ব্যাসদেব তাঁকে বললেন তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত্ত নৃপতি তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন, তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে। সেই ধন তুমি নিয়ে এস।

যুধিষ্ঠির বললেন—

শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে॥
শুন মহামুনি মম যজ্ঞে নাহি কাজ।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি-সমাজ॥
ব্রহ্মস্বতে বংশনাশ নাহি পরিত্রাণ।
কি মতে সে ধন আমি করিব গ্রহণ॥
যজ্ঞে মম কাজ নাহি নিবেদি তোমারে।
যবে না তরিব আমি পাপ সরোবরে॥ (অশ্ব)

ব্যাসদেব পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি মরুত্তের সঞ্চিত সুবর্ণ নিয়ে এসে যজ্ঞ করে দেবতাদের তুষ্ট করুন। কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মহারাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন। নিহত আত্মীয় বন্ধুদের বার বার স্মরণ করে বৃথা দুঃখ ভোগ করবেন না। কামনা ত্যাগ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন ইহার ফলে ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন

কৃষ্ণ, ব্যাসদেব, দেবস্থান, নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির শান্ত হলেন। তিনি মরুত্তের সুবর্ণরাশি সংগ্রহ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন তাঁদের বাক্যে তিনি আশান্বিত হয়েছেন। ভাগ্যহীন পুরুষ তাঁদের ন্যায় উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না।

অতঃপর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করতে চান শুনে যুধিষ্ঠির দ্বারকায় সকলের প্রতি যথাযোগ্য অভিবাদন জানাতে বললেন এবং তাঁকে যাবার অনুমতি দিয়ে বললেন যে, তিনি যেন সর্বদা পাণ্ডবদের স্মরণ রাখেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পুনঃ তাঁকে আসবার অনুরোধ জানালেন।

অতঃপর ভাইদের বিশেষভাবে ভীম সেনের অভিমত জেনে যুধিষ্ঠির সর্বপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর এবং মহেশ্বরকে পূজা করে ও মাংস পায়েস প্রভৃতি উপাচারে তৃপ্ত করে অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য মরুত্তের ধন আহরণের উদ্যোগী হলেন। যুযুৎসুকে রাজ্যভার দিয়ে মরুত্ত রাজার ধনরাশি আনবার জন্য তিনি শুভদিনে পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সসৈন্য নানাবিধ ভারবাহী পশু সঙ্গে নিয়ে হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে তাঁরা পিতা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী ও কুন্তীর অনুমতি নিলেন। পথিমধ্যে নানাভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়ে যথাস্থানে এসে যুধিষ্ঠির শিবির স্থাপনের আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরকে শঙ্কর ও তাঁর পার্শ্বচরদের পূজা করবার জন্যে অনুরোধ করেন। পুরোহিত ধৌম্য ঘৃতের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত

করে মন্ত্রসিদ্ধ চরু প্রস্তুত করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রসিদ্ধ পুষ্প মোদক, পায়েস প্রভৃতির দ্বারা নিবেদন করলেন। দেবাদিদেব শঙ্করের পার্ষদগণের উদ্দেশ্যে বলি দিলেন। অতঃপর যক্ষরাজ কুবের মণিভদ্র, অন্যান্য যক্ষগণকে ও ভূপতিদিগকে কৃশরান্ন মাংস ও সতিল জলের অঞ্জলি দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের গো দান ও ভূতদের উদ্দেশ্যে বলি দিলেন। এ সব পুজা ও আচরণ শেষ করে যে স্থানে ঐ ধনরাশি সঞ্চিত ছিল মহর্ষি ব্যাসদেবকে অগ্রে রেখে যুধিষ্ঠির সে স্থানে গেলেন। তারপর স্বস্তিবাচনের পর ব্রাহ্মণদের পূণ্যাহ ঘোষণায় শক্তিশালী হয়ে যুধিষ্ঠির সে ধন খনন করালেন। ছোট বড় নানাবিধ পাত্র দেখা গেল। যত ধন খনন করেছিলেন, তাতে ষোল কোটি আট লক্ষ চব্বিশ হাজার ভার সুবর্ণ ছিল। ঐ সব ধন নানাবিধ বাহনের দ্বারা বহন করিয়ে পুনরায় দেবাদিদেব মহাদেবকে পুজা করে পুরোহিত ধৌম্যমুনিকে অগ্রে রেখে তিনি হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে বলরাম, ভ্রাতা, ভগ্নী সুভদ্রা, পুত্র ও অন্যান্য বীরদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন।

সেই সময় অভিমন্যু-উত্তরার মৃত পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। তা দেখে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা উত্তরা সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কৃষ্ণকে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। কুন্তীও বললেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রভাবে এই মৃত পুত্র জন্মেছে। তাঁরা বলেন, তুমি পূর্বে বলেছিলে যে এই শিশুকে পুনর্জীবিত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। অভিমন্যু উত্তরাকে বলেছিলেন, তোমার পুত্র আমার মাতুল গৃহে ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে, তাঁরা অভিমন্যুর এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁরা বিনীত প্রার্থনা জানালেন, তিনি যেন কুরুকুলের কল্যাণ করেন। সুভদ্রা বললেন, তুমি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী সত্যবিক্রম। তোমার শক্তি আমি জানি। তুমি অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত

কর। উত্তরা শোকে সংজ্ঞা হারালেন। কৃষ্ণ সূতিকা গৃহে প্রবেশ করে উত্তরাকে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। সকলের সম্মুখেই এই শিশুকে পুনর্জীবিত করব। যদি আমি কখনও মিথ্যা না বলি, যুদ্ধে বিমুখ না হই, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ আমার কাছে প্রিয় হয়, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবন লাভ করুক। শিশু ধীরে ধীরে জীবন ফিরে পেল। কৃষ্ণ শিশুকে বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পর অভিমন্যুর এই শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল। সেইজন্য সেই শিশুর নাম 'পরীক্ষিৎ' রাখা হোক্—কৃষ্ণ এই কথা বললেন।

পরিক্ষীণে কুলে যস্মাজ্জাতোঽয়মভিমন্যুজঃ॥
পরিক্ষিদিতি নামাস্য ভবত্বিত্যব্রবীৎ তদা। (আশ্ব) ৭০।১১-১১ই

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র কৃষ্ণ শান্ত করলে তা ব্রহ্মার নিকট ফিরে গেল।

কিছুদিন পর ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনার কৃপায় আমি যজ্ঞের ধনরত্ন সংগ্রহ করেছি। এখন আপনি যজ্ঞের অনুমতি দিন। ব্যাসদেব অনুমতি দিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, আমরা আপনারই প্রভাবে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করছি। আপনিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিবলে এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করেছেন।

দীক্ষয়স্ব ত্বমাত্মানং ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
ত্বয়ীষ্টবতি দাশার্হ বিপাপ্‌মা ভবিতা হ্যয়ম্॥ (আশ্ব) ৭১।২১

—দশার্হনন্দন, আপনিই এই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করুন। কারণ, আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করলে পর নিশ্চয়ই আমাদের সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি আমাদের রাজা ও গুরু। অতএব আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিযুক্ত করুন। যুধিষ্ঠির সম্মত হলে ব্যাসদেব তাঁকে

বললেন, যখন যজ্ঞের সময় হবে, সেই সময় আমি, পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্য— আমরা সকলে এসে তোমার যজ্ঞের সমস্ত বিধি বিধান সম্পন্ন করব।

বিভিন্ন দেশ হতে রাজারা, যজ্ঞকর্মে সিদ্ধ ব্রাহ্মণরা, বহু সংখ্যক বেদজ্ঞ মুনি প্রভৃতি সেই যজ্ঞে সমাগত হলেন। নিরহঙ্কার রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিধি অনুসারে সকলকে স্বাগত জানালেন। আগত সমস্ত নিমন্ত্রিতরা যজ্ঞস্থানে এমন কোন দ্রব্য দেখলেন না যা স্বর্ণ নির্মিত নয়।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে রাজাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবার ভার দিলেন। ভীম, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে রাজরাজাদের পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। ঐ দিকে কৃষ্ণ বলরামকে পুরোভাগে নিয়ে অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরদের সঙ্গে যজ্ঞস্থানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হলেন। অর্জুন যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করতে গিয়ে বহুস্থানে বহু রাজা ও যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত ও অবসন্ন বলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন। যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণকে অর্জুন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। কৃষ্ণ অর্জুন সম্বন্ধে সবিস্তারে যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রকাশ করেন (অর্জুন চরিত্রে বিস্তারিত দেওয়া হচ্ছে)। কৃষ্ণ যখন সকলের সামনে অর্জুন সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন নানাদেশ পরিভ্রমণ করে অর্জুন অশ্ব সমেত প্রত্যাগত হলেন। রাজপরিবারের আবাল-বৃদ্ধবণিতা অর্জুনকে স্বাগত জানালেন। সেই সময় রাজা বভ্রুবাহন দুই মাতা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কুরুদেশে উপস্থিত হলেন। তিনি কুরু বংশের বৃদ্ধ পুরুষদের সম্মান প্রদর্শন করে নিজেও সমাদৃত হয়ে কুন্তী দেবীর প্রাসাদে প্রবেশ করেন।

যজ্ঞের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা পূর্ণ। কিছুরই ত্রুটি নেই। মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হলো। জাতিধর্ম, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আগত সব ব্যক্তি বিধি মতে সমাদৃত ও অন্ন পানাদির দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে।

শাস্ত্র প্রণেতা ও যজ্ঞকর্মে নিপুণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সহায়তায়

নানা ক্রিয়া কর্ম সহ ও হোমাদি অনুষ্ঠানের পর ঐ মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হলো। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের হাজার কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দেন এবং ব্যাসদেবকে সম্পূর্ণ পৃথিবী দান করেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত পৃথিবী পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ফিরিয়ে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মূল্য পেতে ইচ্ছা করেন। তখন উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা রূপে দান করার বিধান আছে। অতএব অর্জুনের দ্বারা বিজিত এ পৃথিবী আমি ঋত্বিকদের দান করলাম। এখন আমি বনে গমন করবো। আপনারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞের প্রমানুসারে চার ভাগে এ পৃথিবীকে ভাগ করে ভোগ করতে থাকুন। পাণ্ডবভ্রাতৃবৃন্দ ও দ্রৌপদী সমস্বরে বলে উঠেন, মহারাজের কথা সত্য। এমন মহান ত্যাগের কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত হলো। আকাশবাণী তাঁদের ধন্যবাদ জানালো। মুনিবর দ্বৈপায়নকৃষ্ণ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমাকে এ প্রদত্ত পৃথিবী আমি তোমাকে পুনরায় প্রদান করলাম। আমাদের সুবর্ণ মুদ্রা দাও। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেবের ইচ্ছামত কাজ করতে অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠির সেইরূপ ব্যবস্থা করলেন। পৃথিবীর বিনিময়ে সুবর্ণ মুদ্রা পেয়ে ব্রাহ্মণরা প্রীত হয়েছেন। সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরও পরম আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁর সমস্ত পাপ মোচন হলো। এবার তিনি স্বর্গের অধিকার লাভ করেছেন মনে করে আত্ম প্রসাদ লাভ করেন।

ব্যাসদেব তাঁর ভাগের প্রাপ্ত স্বর্ণ কুন্তীকে দান করেন। কুন্তী দেবী শ্বশুরের সেই সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে সুমহৎ পুণ্য কাজ করলেন। যজ্ঞের শেষে অবভৃথ স্নান শেষে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। অতঃপর সমাগত নৃপতিবৃন্দকে নানাবিধ রত্ন ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। শেষে রাজা যুধিষ্ঠির রাজা বভ্রুবাহনকে নিজের নিকট এনে বহু ধন দিয়ে তাঁর নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে পাঠালেন।

তিনি দুঃশলার বালক পৌত্রকে সিন্ধু রাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের সব আড়ম্বর নিস্তব্ধ হলো, তখন এক নীল চক্ষু নকুল যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে এসে উপস্থিত হলো। এই নকুলের দুই চোখ নীল ও দেহের এক ভাগ স্বর্ণময়। নকুল বলল,

সক্তুপ্রস্থেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যো নরাধিপাঃ।
উঞ্ছবৃত্তের্বদান্যস্য কুরুক্ষেত্র নিবাসিনঃ॥ (অশ্ব) ৯০।৭

—হে নৃপতিবৃন্দ, কুরুক্ষেত্র নিবাসী বদান্য জনৈক ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ ছাতু দানের তুল্যও এ যজ্ঞ হয়নি।

নকুলের এরূপ কথা শুনে সকলে আশ্চর্য্য হলো। এ রকম শাস্ত্রীয় বিধিমতে সুষ্ঠু ও সুচারু ভাবে সম্পন্ন এ মহাযজ্ঞ কোন এক উঞ্ছবৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ ছাতু দানের মহিমার তুল্যও নয়—এ অভিযোগ শুনে সকলেই সেই নকুলের কাছে উঞ্ছবৃত্তিধারী সেই ব্রাহ্মণের গল্প শুনতে চাইলেন। নকুল সেই গল্প যথাযথ বর্ণনা করে বলে যে

স্বর্গং যেন দ্বিজাঃ প্রাপ্তঃ সভার্য্যঃ সস্তুতস্নুষঃ।
যথা চার্ধং শরীরস্য মমেদং কাঞ্চনীকৃত॥ (অশ্ব) ৯০।২২

—কি করে সেই ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বর্গ লাভ করেছিলেন, আমারও অর্ধাঙ্গ স্বর্ণময় করে দিয়েছেন, সে গল্প শুনুন।

এই ভূমিকা করে নকুল, কি করে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ এক একটা ধান্য সংগ্রহ করতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও অতিথি সেবা করতেন এবং কি করে অবশিষ্ঠ ধান্য দ্বারা নিজে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ দিনের ষষ্ঠকালে অন্ন গ্রহণ করতেন ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে এক অতিথির সেই দ্বিজের গৃহের আগমনের কথা বললে। সেই অতিথিকে তুষ্ট করতে গিয়ে ক্ষুধায় কাতর ব্রাহ্মণ পরিবার কি করে তাদের সব ছাতু অতিথির সেবায় অকাতরে নিঃশেষ করলেন তা সবিস্তারে ব্রাহ্মণদের

সামনে নকুল বিবৃত করলো। ফলে সেই অতিথি প্রীত হয়ে তাঁরা সপরিবারে স্বর্গে যাবার অধিকারী হয়েছেন জানালেন, যেহেতু নিজেরা ক্ষুধায় কাতর হয়েও পবিত্র হৃদয়ে অতিথিকে ছাতু দান করেছেন। তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠের আরও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রশংসা করেন। নকুল আরও বললে যে যখন সেই দ্বিজ পরিবার স্বর্গারোহণ করলেন, তখন সে তার বাসস্থান গর্ত হতে বের হয়ে ছাতুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেই স্থানে গেল। সেখানে

ততস্তু সক্তুগন্ধেন ক্লেদেন সলিলস্য চ ॥
দিব্যপুষ্পবির্মদাচ্চ সার্ধোদানলবৈশ্চতৈঃ।
বিপ্রস্য তপসা তস্য শিরো মে কাঞ্চনী কৃতম্॥ (অশ্বা)
৯১।১০৯ – ১১০

—ছাতুর গন্ধে কর্দমে ও জলে সিক্ত হয়ে দিব্য পুষ্প সমূহ মর্দন করায় সেই ব্রাহ্মণের দানের সময় পতিত কণা সমূহ গ্রহণ করায় ও তাঁর তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক স্বর্ণময় হয়ে গেছে। এজন্য আমার অর্দ্ধেক দেহ সুবর্ণময় হয়েছে। নকুল আরও বলল কি করে যে তার শরীরের পার্শ্বভাগকে স্বর্ণময় করা সম্ভব হবে এ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে নানা যজ্ঞস্থানে বৃথা গমন করেছে।

রাজা যুধিষ্ঠিরের এ মহাযজ্ঞের কথা শুনে সে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখানেও তার শরীর স্বর্ণময় হলো না। তাই নকুল বলছিল ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ ছাতুদানের সমানও এ যজ্ঞ নয়। এ কথা বলে নকুল যজ্ঞ স্থান হতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে যজ্ঞে এত সমারোহ এত প্রাচুর্য্য সর্ব সময় দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘোষণা চলছিল, উপস্থিত সকলেই মদ প্রমত্ত ও আনন্দ বিভোর। চতুর্দিক যুধিষ্ঠিরের মহাদানের প্রশংসায় মুখর। তাঁর মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছিল। যুধিষ্ঠির নিষ্পাপ হয়েছেন মনে করে যখন তাঁর মনের

সব গ্লানি মুছে গেল, তখন এই অদ্ভুত নকুলের আবির্ভাব। সে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ধিক্কার দিয়ে গেল যে—

শুদ্ধেন মনসা বিপ্র নাকপৃষ্ঠং ততো গতঃ।

ন ধর্মঃ প্রীয়তে তাত দানৈর্দত্তৈর্মহাফলৈঃ॥

ন্যায়লব্ধৈর্যথা সূক্ষ্মৈঃ শ্রদ্ধাপূতৈঃ স তুষ্যতি॥ (অশ্ব) ৯০।৯৮-৯৯।

—হে তাত, অন্যায় ভাবে অর্জিত দ্রব্যের দ্বারা মহাফল দায়ক দানে ধর্ম তেমন সন্তুষ্ট হয় না, যেমন ন্যায়োপার্জিত শ্রদ্ধা সহকারে সামান্য দানে ধর্ম প্রসন্ন হয়ে থাকেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রভূত ধন কষ্টার্জিত ধন নয় এবং ঐ রকম দানে বা যজ্ঞে ধর্ম তুষ্ট হয় না। নকুল উপস্থিত ব্রাহ্মণদের তা বোঝালেন। এই নকুল স্বয়ং ধর্ম। অন্য কেউ নয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের পর যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বছর রাজ্য পালন করেছিলেন। প্রথম পনের বৎসর তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে সব কাজ করতেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এমন সুখ শান্তি ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করেছিলেন যা দুর্যোধনও করতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরের এই আচরণে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত তুষ্ট হলেন। গান্ধারীও পুত্রশোক ভুলে গিয়ে পাণ্ডবদের নিজ পুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধির ফলে তাঁদের যে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, ভীম তা ভুলতে পারেননি। অন্যান্য ভ্রাতা ও মাতা কুন্তীর অগোচরে তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ করতেন এবং পরিচারকদের তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে বলতেন। একদিন তিনি বন্ধুদের নিকট গর্ব করে বলছিলেন তাঁর বাহুর প্রতাপেই দুর্যোধন ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধবসহ নিহত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র এই নির্দয় বাক্য শুনে দুঃখিত হলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী কালধর্ম বুঝে নীরব রইলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সুহৃদ্‌দের কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে বললেন, এখন আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি দিনের চতুর্থ ভাগে বা অষ্টম ভাগে অল্প আহার করি। গান্ধারী ভিন্ন অন্য কেউ তা জানে না। আমি ও গান্ধারী নিয়ম পালনের ছলে মৃগচর্মে নিত্য জপ করি। কুশ শয্যায় ভূমিতে শয়ন করি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিনের চতুর্থ ভাগে বা অষ্টম ভাগে কিঞ্চিৎ আহার করেন ও ভূমিতে শয়ন করেন এ সংবাদ যুধিষ্ঠিরকে মর্মাহত করে। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে থেকে এ রূপ কৃচ্ছ্র জীবন যাপন করেছেন অথচ তিনি কিছুই জানেন না—তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বঞ্চনা করেছেন বলে অভিযোগ করেন। তিনি দুঃখ করে আরও বললেন তাঁর রাজ্য, সুখভোগ, যজ্ঞ প্রভৃতির কি প্রয়োজন, যখন পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীএত নিকটে থেকেও এত কষ্ট করছেন। যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে রাজা করবার বা ধৃতরাষ্ট্রকে স্বয়ং রাজত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন ও তিনি নিজে বনে চলে যাবেন বলেন। এইরূপ নানা প্রকারে যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করতে থাকেন। যখন যুধিষ্ঠির এরূপ আত্মধিক্কার দিচ্ছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে আশ্রয় করে শুয়ে পড়লেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির দুঃখ করে বললেন, একদা যিনি ভীমের লৌহ মূর্তি চূর্ণ করেছিলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্র আজ স্ত্রীর সাহায্যে চলছেন। যুধিষ্ঠির পুনঃ পুনঃ নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারী ভোজন না করেন তবে তিনিও অন্ন গ্রহণ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি ধৃতরাষ্ট্রর মুখ ও বুক শীতল জলে ধীরে ধীরে মুছে দিলেন। তাঁর পবিত্র স্পর্শে ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি বললেন যুধিষ্ঠিরের স্পর্শ অমৃতের ন্যায় শীতল ও সুখদায়ক। সেই স্পর্শ পেয়ে উনি নবজীবন লাভ করেছেন। এই করুণ দৃশ্য সকলকে সন্তপ্ত করলো। গান্ধারী সব দুঃখ নীরবে সহ্য করলেন। কুন্তী ও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমার আশ্রয়ে আমি সুখে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাদি করে পুণ্য সঞ্চয়ও করেছি। পুত্রহীনা গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্য্য অবলম্বন করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও তোমার রাজ্য হরণ করেছিল তারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এখন আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তা করা উচিত। তুমি ধার্মিক তাই বলছি। গান্ধারী ও আমাকে বনগমনে অনুমতি দাও। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলধর্ম। আমি চীর বল্কল পরিধান করে উপবাসী ও বনবাসী হয়ে উত্তম তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে। কারণ রাজার রাজ্যে যে শুভাশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজাও তার ফল পায়।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

কোন্ দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজেন নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিহ সন্ন্যাসী হয়ে যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে ॥

... ...

কোন দোষে তাত তুমি ত্যজহ আমায় ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন্ দোষে দোষী আমি হৈনু তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্ অপরাধে ॥
আমি রাজা হতে যদি দুঃখ তব মনে।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাছে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥ (আশ্র)

তিনি আরও বললেন, আমিই বনে যাব। আপনি স্বয়ং রাজ্য শাসন করুন। অখ্যাতি দ্বারা আমাকে দগ্ধ করবেন না। আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। দুর্যোধনদের আচরণের জন্য আমাদের মনে কিছু-মাত্র ক্রোধ নেই। দৈববশেই সব কিছু ঘটেছে। আমরা আপনার পুত্র। মাতা গান্ধারী ও মাতা কুন্তীকে আমি সমান শ্রদ্ধা করি। আমি নত মস্তকে প্রার্থনা করছি আপনি মনের দুঃখ দূর করুন। যদি আপনি বনে যান, আমিও আপনার অনুগমন করবো।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছো। এখন আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে চাই। তুমি আমাকে বনগমনে অনুমতি দাও। জীবনের অন্তিমকালে বনে গমন করা আমাদের বংশের উচিত কাজ।

ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির কাঁপতে লাগলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে নীরবে বসে রইলেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্যকে বললেন, আপনারা আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বোঝান। একে আমার বৃদ্ধাবস্থা, তদুপরি কথা বলার পরিশ্রমে আমার মন ম্লান হচ্ছে ও মুখ শুষ্ক হচ্ছে। এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র নির্জীবের ন্যায় গান্ধারীকে আশ্রয় করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস পুনঃ পুনঃ বলার ফলে আমার মনে গ্লানি আসছে। পুত্র, তুমি আমাকে আর অধিক কষ্ট দিও না।

নিজের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য (জেঠামশায়) এইভাবে উপবাস করায় পরিশ্রান্ত, দুর্বল, কান্তিহীন, অস্থিচর্মসার অবস্থা হওয়ায় যুধিষ্ঠির অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তাঁকে পুনরায় বললেন, আমি জীবিত থাকতে চাই না এবং পৃথিবীর রাজ্য কামনাও করি না। যাতে আপনার প্রিয় হই, আমি তেমন কাজ করতে চাই। যদি আমাকে আপনি আপনার কৃপার পাত্র বলে মনে করেন, যদি আমি আপনার প্রিয় হই. তবে আমার প্রার্থনায় এই সময় আপনি ভোজন করুন। এরপর আমি কর্ত্তব্য স্থির করবো।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন, পুত্র যদি তুমি আমাকে বনে যাবার অনুমতি দাও, তাহলে আমি আহার করব। এটাই আমার ইচ্ছা। ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বললেন তখন বেদব্যাস সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন, তা তুমি বিনা বিচারে পালন কর। এই রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর সমস্ত পুত্র নিহত। পুত্রশোক তিনি অধিক দিন সহ্য করতে পারবেন না। গান্ধারী অত্যন্ত বিদুষী, করুণাময়ী ও সহানুভূতিশীল। সেইজন্য সে এই পুত্রশোক ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে যাচ্ছে। আমি তোমাকে আদেশ করছি, ধৃতরাষ্ট্রকে বনে যাবার অনুমতি দাও, নতুবা তাঁর মৃত্যু এখানে বৃথা হবে। তুমি তাঁকে প্রাচীন রাজর্ষিদের পথ অনুসরণ করবার সুযোগ দাও। সমস্ত রাজর্ষিই জীবনের অন্তিমকালে বনই আশ্রয় করে থাকেন।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন আপনি আমাদের মাননীয় এবং আপনিই আমাদের গুরু। এই রাজ্য ও কুলের পরম আশ্রয় আপনিই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং গুরু। ধর্মানুসারে পুত্রই পিতার আজ্ঞার অধীন থাকে। বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের যুক্তি সমর্থন করে ধৃতরাষ্ট্রকে বন গমনে অনুমতি দিতে বললেন। রাজর্ষিদের পরম ধর্ম এই যে তাঁরা যুদ্ধে অথবা বনে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ভগবান ব্যাসদেব যে আজ্ঞা দিয়েছেন, আপনার যা অভিমত এবং কৃপাচার্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু যা বলবেন, আমি নিঃসন্দেহে তাই করব। কারণ এঁরা সকলেই এই কুলের হিতৈষী ও আমাদের মাননীয়। কিন্তু আমি আপনার চরণে মস্তক রেখে প্রার্থনা করছি আপনি আহার করুন। তারপর আশ্রমে গমন করুন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র নিজের গৃহে গমন করে গান্ধারী, কুন্তী, পুত্রবধূদের দ্বারা বিবিধ উপাচারে পূজিত হয়ে আহার করলেন।

আহারান্তে যুধিষ্ঠিরকে একান্তে উপবিষ্ট দেখে তাঁকে রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনি যা বললেন, আমি তাই করব। এখন আপনি আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। ভীষ্ম স্বর্গে গেছেন, কৃষ্ণ দ্বারকায়, বিদুর ও সঞ্জয় আপনার সঙ্গে চলে যাবেন। সুতরাং অন্য আর কে থাকছেন, যিনি আমাকে উপদেশ দেবেন।

উপরোক্ত ঘটনা হতে যুধিষ্ঠির যে যথার্থই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শ্রদ্ধা করতেন তা বোঝা যায়। তাই ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ বনগমনের অনুমতি চাইলেও, তিনি তা দিতে সম্মত হচ্ছিলেন না। তিনি শিশুর মতই সরল ছিলেন। তাই ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ শুনে এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তাঁদের অবর্ত্তমানে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা করলেন না।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে প্রজাদের ডেকে আনালেন। তাঁদের কাছে পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে নিয়ে বনগমনের অভিলাষ ব্যক্ত করে প্রজাদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এবং সম্পদে ও বিপদে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁদের সমদৃষ্টি রাখতে বললেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাদের হস্তে ন্যস্ত করলেন। প্রজাদের দায়িত্বও যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। তাঁর স্বেচ্ছাচারী পুত্রদের অপরাধ ক্ষমা করতে অনুরোধ করলেন। তিনি স্বীয় পুত্রদের পারলৌকিক লাভের জন্য প্রজাদের কিছু ধন দান করলেন। প্রজারা তাঁকে বনগমনে সম্মতি দিলেন।

পরদিন প্রভাতে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেছেন আগামী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বনগমন করবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত বাহ্লীক দুর্যোধনাদি ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের শ্রাদ্ধের জন্য তিনি কিঞ্চিত অর্থ প্রার্থনা করছেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে ত্তবে হলেন। অর্জুনও যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। আমি ক আপত্তি করলেন। যুধিষ্ঠির ভীমের আপত্তি অগ্রাহ্য করে

ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্য যে বস্তু যত পরিমাণ দরকার তা সমস্তই দেবেন বিদুরকে বললেন। যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন ধৃতরাষ্ট্র যেন ভীমের উপর ক্রোধ না করেন—কারণ বনে হিম, বর্ষা, সূর্যতাপে ও নানা প্রকারে ভীমকে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এইজন্য তিনি যেন ভীমের রূঢ় কথায় অসন্তুষ্ট না হন। যুধিষ্ঠির আরও বললেন, আমার ও অর্জুনের যা কিছু ধন আছে, তার সমস্তেরই অধিকারী হলেন ধৃতরাষ্ট্র। এই কথা আপনি অবশ্যই তাঁকে বলবেন। তিনি যেন ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট ধন দান করেন। যত ইচ্ছা, তত ধনই ব্যয় করেন। আজ তিনি নিজের পুত্রদের ও বন্ধুদের ঋণ হতে মুক্তি লাভ করুন।

উপরোক্ত উক্তি হতেও যুধিষ্ঠিরের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানেই তিনি পাশা খেলতে এসে দীর্ঘকাল কতই না দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ভাবই কোথাও প্রকাশ পায়নি। তিনি বার বার নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন, কিন্তু অন্য কাউকে তাঁর এই দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী করেননি। কিন্তু রাম বিপদে পড়লেই আপন হতভাগ্যার জন্য কৈকেয়ীকে দোষী করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে আত্মীয় বন্ধুদের শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন দান করলেন। তারপর তিনি কার্ত্তিক পূর্ণিমায় যজ্ঞ করে বনযাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হয়ে, মহাত্মন, আমাকে ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন বলে, ভূপতিত হলেন। অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বিদুর ও সঞ্জয় স্থির করলেন তাঁরাও বনবাসী হবেন। সকলে একত্রে যাত্রা সুরু করলেন। পাণ্ডবরা সকলে তাঁদের এগিয়ে দিতে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যেতে বললেন। তখন কুন্তী গান্ধারীকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমিও বনে বাস করবো। গান্ধারী ও কুরুরাজের পদসেবা করবো। তুমি কখনও সহদেবের প্রতি অপ্রসন্ন

হবে না। সে তোমার ও আমার অনুরক্ত। কর্ণকে সর্বদা স্মরণ করো। তার উদ্দেশ্যে দান করো। সর্বদা সকলে দ্রৌপদীর প্রিয় কাজ করো। কুরুকুলের ভার তোমার উপর। যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

যুধিষ্ঠির কান্দিছেন করি হায় হায়।
ললাটে হানেন ঘাত লোটান ধূলায়॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন যখন।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুর মাতা হৈলা কি কারণ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুই জনে।
তিলক না জীবে মাতা তোমার বিহনে॥

... ...

আমা সম হতভাগ্য নাহি পৃথিবীতে।
জনম অবধি মজিলাম দুঃখ চিতে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হল মম সকল নৈরাশ॥ (আশ্র)

জননী কুন্তীর জন্য কাতর হয়ে পাণ্ডবরা সব কাজে উদ্যম হারিয়ে ফেললেন। কিছুদিন পর যুধিষ্ঠির সপরিবারে বহু পুরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রথ, হস্তী, অশ্ব, সৈন্য নিয়ে গুরুজনদের দেখবার জন্যে বনযাত্রা করলেন। যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে শতযূপ ও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠির পদব্রজে সেখানে গিয়ে কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের খোঁজ করলেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রাদির সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন। নানা স্থান হতে তাপসগণ পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। সঞ্জয় তাঁদের পরিচয় দিলেন। তাপসগণ চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির কুশল জিজ্ঞেস করলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞেস করলেন বিদুর কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। ধৃতরাষ্ট্র জানালেন বিদুর কেবল

বায়ু ভক্ষণ করে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর দেহ শীর্ণ, সর্বাঙ্গ শিরায় আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন স্থানে ব্রাহ্মণরা কখনও কখনও তাঁকে দেখতে পান।

এই সময় যুধিষ্ঠির শীর্ণদেহ মুখে প্রস্তর খণ্ড নিয়ে দিগম্বর বিদুরকে দূর হতে আসতে দেখলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ মলিন এবং বনের ধুলির দ্বারা যেন তিনি স্নান করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে তাঁর আগমনের কথা জানান হলো। বিদুর সেই আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সে স্থান হতে ফিরে যাচ্ছিলেন। এটা দেখে যুধিষ্ঠির একাকীই তাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। এই সময় বিদুর কখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলেন, কখনও অদৃশ্য হচ্ছিলেন। যখন তিনি এক ঘোর বনে প্রবেশ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির দ্রুত তাঁর নিকটে যেতে যেতে বললেন, আমি আপনার পরম প্রিয় যুধিষ্ঠির। আপনাকে দর্শন করবার জন্য এসেছি। তখন বিদুর বনের মধ্যে এক বৃক্ষে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন। তাঁর দেহের আকৃতি মাত্র অবশিষ্ট ছিল, এতেই মনে হচ্ছিল তিনি বেঁচে আছেন। যুধিষ্ঠির তখন বিদুরকে চিনতে পারলেন। 'আমি যুধিষ্ঠির' বলে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বিদুর যাতে শুনতে পান তেমন দুরত্ব হতে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তখন বিদুর যুধিষ্ঠিরের দিকে অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি নিজের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একাগ্র হয়ে গেলেন। বিদুর তাঁর নিজের দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে যুধিষ্ঠিরের দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থাপন করে তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। বিদুর নিজের তেজে যেন প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন। তিনি যোগবলে যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করলেন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন বিদুরের দেহ পূর্বের ন্যায় বৃক্ষে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর নেত্রদ্বয় তখনও তেমনি নির্নিমেষ রয়েছে। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁর দেহে প্রাণ নেই। এর বিপরীত তিনি (যুধিষ্ঠির)

নিজের মধ্যে বিশেষ বল ও অধিক গুণের আর্বিভাব অনুভব করলেন। তখন যুধিষ্ঠির নিজের পূর্ব স্বরূপ স্মরণ করলেন। অর্থাৎ তিনি ও বিদুর একই ধর্মের অংশ হতে উদ্ভূত হয়েছেন—এই সত্য অনুভব করলেন। এবং ব্যাসদেব যোগধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাও স্মরণ করলেন।

এই সময় যুধিষ্ঠির বিদুরের দেহ দাহ করবার ইচ্ছা করলেন। তখন আকাশবাণী হলো, বিদুরের শরীর দাহ করা উচিত নয়। কারণ তিনি সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছিলেন। এটাই সনাতন ধর্ম। তাঁর জন্য শোক করো না। বিদুর সান্তনিক লোক প্রাপ্ত হবেন।

আকাশবাণী শুনে যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। বিদুরের দেহত্যাগের এই অদ্ভুত সমাচার শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, পুত্র, এখন তুমি আমার দেওয়া এই ফল-মূল ও জল গ্রহণ কর।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরাদি ঋষিদের আশ্রম দর্শন করলেন ও সেখানে স্বর্ণ ও তাম্র বহু কলস প্রভৃতি দান করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে এসে উপবেশন করলেন। তাঁদের সকলের সমীপে ঋষিরা আসলেন। তাঁরা ঋষিদের প্রণাম করলেন। অতঃপর শতযূপাদির দ্বারা পরিবৃত হয়ে ব্যাসদেব আশ্রমে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মেছিলেন। যুধিষ্ঠিরও ধর্ম হতে উৎপন্ন হয়েছেন। যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর। যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির। এই যুধিষ্ঠিরের শরীরে বিদুর যোগবলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। ব্যাসদেব তাঁর থেকে অভিষ্ট বস্তু প্রার্থনা করতে বললেন। গান্ধারী ব্যাসদেবকে করযোড়ে বললেন, ষোড়শ বছর অতীত হয়েছে তথাপি কুরুরাজ পুত্র শোক ভুলতে পারছেন না। আপনি যোগবলে আমার মৃত

পুত্রদের দেখান। ব্যাসদেবের কৃপায় সকলেই পরলোকগত কুরু ও পাণ্ডব আত্মীয়দের দর্শন লাভ করলেন।

মাসাধিক কাল আশ্রমে বাস করার পর ব্যাসদেবের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন। তিনি আরও বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। তোমরা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে যাও। তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের আকর্ষণে আমার তপস্যার বিঘ্ন হচ্ছে। তুমি আমার পুত্রদের কাজ করেছো। আর আমার শোক নেই। জীবনেরও প্রয়োজন নেই। এখন কঠোর তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চলে যাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করবো। সহদেবও কুন্তীকে ছেড়ে যাবেন না বললেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী বহু প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন।

পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনের দু বৎসর পর দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের নিকট এসে জানালেন, তাঁরা আশ্রম হতে চলে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় গঙ্গাদ্বারে গেলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র কেবল বায়ুভুক হয়ে কঠিন তপস্যায় রত থেকে অস্থি চর্মসার হয়ে গেলেন। গান্ধারী কেবল জলপান করতেন। কুন্তী এক মাস অন্তর এবং সঞ্জয় ষষ্ঠকাল অন্তর আহার করে জীবন ধারণ করছিলেন। ছয়মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই সময় সেই অরণ্য দাবানলে ব্যাপ্ত হলো। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর। আমরা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করবো। সঞ্জয় বললেন, আপনার এই অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করা ঠিক নয়। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ করে এসেছি। জল, বায়ু অগ্নি বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের পক্ষে উৎকৃষ্ট। সঞ্জয় তুমি চলে যাও। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে উপবেশন করে সমাধিস্থ হলেন। এই অবস্থায় দাবানলে তাঁরা দগ্ধীভূত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরে মহর্ষিদের এই বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চলে

গেলেন। আমি ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহ দেখেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করেছেন। সদ্‌গতিও হয়েছে। তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাণ্ডবরা শোকাভিভূত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা জীবিত থাকতে ধৃতরাষ্ট্রের অনাথের ন্যায় মৃত্যু হলো। অগ্নির ন্যায় কৃতঘ্ন কেউ নেই। অর্জুন বৃথা খাণ্ডবদাহ করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিল। সে-ই অর্জুন জননীকেই অগ্নিদগ্ধ করলে।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের ও রমণীদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাত্রা করলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে যুধিষ্ঠির তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন। এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের অস্থি সংগ্রহ করে গঙ্গায় ফেলা হল। নারদ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন।

রাজ্যলাভের পর যুধিষ্ঠিরের ছত্রিশ বছব গত হয়েছে। যুধিষ্ঠির চারদিকে নানা অশুভ লক্ষণ লক্ষ করলেন। বৃষ্ণিবংশ পরস্পর হানাহানি করে ধ্বংস হয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের সারথি দারুকের নিকট এই দুঃসংবাদ শুনে অর্জুন দ্বারকায় গিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করলেন। অর্জুন হস্তিনায় ফিরে যুধিষ্ঠিরকে সব ঘটনা জানালেন।

অর্জুনের মুখে যাবদদের ধ্বংসের কথা শুনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের জন্য শোকাভিভূত হয়ে বললেন, কালই সব প্রাণীকে বিনষ্ট করেন। তিনি আমাকেও আকর্ষণ করছেন। এখন তোমরা নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির কর। অন্যান্য ভ্রাতারাও তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—

ব্রাহ্মণ আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ যাব নিশ্চয় বচন ॥

একটি কুকুর তাঁদের অনুসরণ করল। পাণ্ডবগণ বহু দেশ অতিক্রম করে চললেন।

কাশীদাসী মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে ভদ্রকালী পর্বতে যাবার উদ্দেশ্যে উত্তরমুখে চলতে চলতে এক অপূর্ব পর্বত দেখলেন। তথায় অপরূপ এক শিবলিঙ্গ দেখে তাঁরা মহাদেবের স্তুতি করে বললেন—

তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥ (স্বর্গ)

ভদ্রকালী পর্বতে আরোহণ করে ভদ্রকালী দেবীকে দেখে সানন্দে প্রণাম করে যুধিষ্ঠির বর প্রার্থনা করে বললেন—

যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতী থাকিবে মহামায়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে॥
এই বর মাগি যান ধর্ম নৃপবর। (স্বর্গ)

অতঃপর পরম সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টিত ফুলে ফলে সুশোভিত অপর একটি পর্বতে পাণ্ডবরা আরোহণ করলেন। সেখানে পর্বতের উপরে দেব দৈত্যগণের বাস ছিল। ঐ মনোরম স্থানে

বিদ্যাধরি অপ্সরী জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
পাটে অধিকার করে পুরুষ বর্জিতে॥ (স্বর্গ)

পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে কন্যা-ভূপতি লীলাবতী শঙ্কিত হয়ে তাঁর প্রজাবৃন্দকে বললেন—আমার পর্বতে রাজ্য নেবার জন্য কোন নরপতি এলেন, যাঁর অপূর্ব গতি। যেই আসুক তাঁকে যুদ্ধে নিহত করবো

বলে হাতে ধনু নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পর্বতে বসালেন। কোন এক নারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—

কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে। (স্বর্গ)

এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির ॥
কি কারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আসি আমি হেথা ॥
কলি আগমন হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে।
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণে ॥ (স্বর্গ)

এই কথা শুনে কন্যাগণ লীলাবতী রাণীকে এই সংবাদ দিল। লীলাবতী রাণী ধনুর্বাণ ত্যাগ করে লক্ষ নারী সঙ্গে করে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে এসে বললেন—

ভদ্রকালী পর্বতের আমি অধিকারী।
হীরা মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী ॥
যাবৎ থাকিবে ভদ্রকালীর পর্বতে।
তাবৎ থাকিব মোরা তোমার সেবাতে ॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হতে এখানে আনন্দ পাবে বাড়া ॥ (স্বর্গ)

উত্তরে—

যুধিষ্ঠির বলেন যে শুনহ লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি কর গিয়া স্বর্গ আরোহণ।

সংকল্প করিনু আমি তথির কারণ।
রাজ্য না করিব যাব অমর—ভুবন॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেহ কন্যাগণ।
আশীর্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণ॥ (স্বর্গ)

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে লীলাবতী হেসে বললেন, ধর্মের নন্দন তোমার কোন বুদ্ধি নেই। স্বর্গে নারায়ণকে দেখে কি সুখ পাবে? আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো, স্বর্গের চেয়ে বেশী সুখ সব সময় পাবে।

যুধিষ্ঠির বললেন কৃষ্ণ সঙ্গ হতে।
অন্য সুখ নাহি মম ভাল লাগে চিতে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর ভুবন॥ (স্বর্গ)

উপরোক্তি হতে যুধিষ্ঠির যে কতটা সংযমী ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায়।

রাজার উত্তর শুনে কন্যারা যে যার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করল। অতঃপর পঞ্চপাণ্ডব উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছু দূরে পাণ্ডবরা ভদ্রেশ্বর নামে অতি সুশোভন এক লিঙ্গ দেখলেন। তা দেখে তাঁরা প্রসন্ন চিত্তে প্রণাম করে বর প্রার্থনা করে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর তাঁরা হরি নামক পর্বতে আরোহণ করলেন। সেই পর্বতে মণি মাণিক্য রত্ন বৃক্ষ লতায় শোভিত বন উপবন। লক্ষ্মীর মত রূপ ওকানকার নারীদের। জরা মৃত্যু নেই। অপ্সরারা বীণা বাঁশী বাজিয়ে নৃত্য করে। পাণ্ডবেরা সেই বনের শোভা দেখে বিস্মিত হলেন। পৃথিবীতে তাঁরা এমন পুরী দেখেননি। স্বর্গের থেকেও সুন্দর সেই অপূর্ব নগরী। পাণ্ডবরা এই স্থানের প্রশংসা করেন। পর্বতের শোভা দেখে মন আনন্দিত হল। ঐরাবত নামে

হাতিরা পালে পালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমে দেব যক্ষরা দেহ রাখছে। সেই হিমে কিছুদূর চলার পর—

মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্ছিত হইয়া পড়ে পর্বত উপর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামিগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্বত হরি নামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোন ক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখে বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন ত্বরিত॥ (স্বর্গ)

কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মৃত দেহ কোলে নিয়ে বিলাপ করে বললেন—

কোথা গেল দ্রুপদ নন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচক বীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি॥
তব স্বয়ম্বর কালে, জিনি লক্ষ মহীপালে,
পঞ্চ জনে করিলাম বিভা।
তোমার সহায় হেতু, হৈল রাজসূয় ক্রতু,
... ...
দ্বাদশ বছর বনে, পুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি।
মর্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাই তাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্বতে।

এই হেতু দেশে পূর্বে, রহিতে বলিনু সর্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারীবিনে, শূন্য দেখি রাত্রি দিনে,
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ।

... ...

কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন ॥
তোমা কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসন বক্ষ চিরি রক্ত পান কৈল ॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্যোধনে।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণে ॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি পাণ্ডবের প্রাণ ॥

এখানে সীতার জন্য রামের বিলাপ তুলনীয়। অগ্নি পরীক্ষার সময়ে বা বাল্মীকির আশ্রমে বিসর্জনের আদেশের সময়ে রাম সীতার বিরহে বিলাপ করেননি। যখন সীতা পরিশেষে পাতালে প্রবেশ করলেন—

পাতালে যাইতে
রাম সীতার ধরেন চুলে
হস্তে চুল মুঠা রৈল।...

... ...

সীতার হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান ॥
সীতার সমান নারি না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে ॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সংবংশেতে মরিল সে জানকী কারণে ॥

আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুজিয়া নিব সীতা মনোহরী ॥

যজ্ঞেতে জনক রাজা যজ্ঞ ভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যেতে সীতা উঠিলেন চাষে ॥

চাষ ভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তে কারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ ॥

আর যত স্ত্রী জন্মিল ভারত ভুবনে।
সীতা হেন নারী নাহি আমার নয়নে ॥

কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্বিতা
না দেহ আমায় দুঃখ আনি দেহ সীতা ॥

কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত ॥

শ্রীরাম বলেন ভাই আন ধনুর্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান ॥

শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ি ॥

সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার ॥

পৃথিবী কাটিতে রাম পুরেন সন্ধান।
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হলেন আগুয়ান ॥

এই দুই মহাকাব্যের নায়কদ্বয়ের স্ত্রীর বিরহ ব্যথা অনুরূপ বিলাপের ধারার মধ্যেও এক অদ্ভুত সাদৃশ্য।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর জন্য শোক করতে লাগলে ভীম জিজ্ঞেস করলেন কোন পাপে যাজ্ঞসেনী পর্বতে পড়ে গেল?

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
সবা হতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই। (স্বর্গ)

অতঃপর তাঁরা পথিমধ্যে দ্রৌপদীকে ত্যাগ করে অগ্রসর হতে থাকলেন। এইভাবে তাঁরা উত্তর মুখে তাম্রচূড় গিরিতে আরোহণ করলেন। পর্বত দেখে পাণ্ডবরা সন্তুষ্ট হলেন। বৃক্ষ, লতা, পাতা নেই। জীব জন্তু পশু পক্ষী নেই। সর্বদা রাক্ষস বিচরণ করে। এই ভয়ঙ্কর বনে কালাগ্নি রুদ্রের পুরী। তাঁর প্রচণ্ড তেজ। নিকটে যাবার শক্তি কারো নেই। দশ মূর্ত্তি ধরে ঈশ্বর আছেন। দ্বারের থেকে পঞ্চপাণ্ডব প্রণাম করে বর পেয়ে গমন করলেন। তারপর তারা ক্রৌঞ্চ নামক পর্বতে আরোহণ করেন। ক্রৌঞ্চের পুরী অত্যন্ত সুন্দর। স্বর্গের থেকে গঙ্গা সরস্বতী অবতরণ করছে। সেই জলে হাঁস চক্রবাক হৃষ্ট চিত্তে খেলা করছে। তার তীরে মুনিরা জপ তপ করছেন। এই শোভা দেখে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হলেন। যেন স্বর্গ দেখছেন। প্রাসাদ মন্দির অত্যন্ত সুন্দর। অন্ধকার দূর করে আলোকিত করে তার ভেতর পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ। তাঁর পূজা করেন দেব-দানব-ঈশ্বর। কিন্নরের রাজ্য-এই অনুপম পুরী। মহাদেব তা স্থাপন করেছেন। বীণা বাঁশী বাজছে, কেউ শিব গীত গান করছেন।

এইভাবে অনেক পর্বত, মন্দির, মনোরম স্থান অতিক্রম করে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে পঞ্চপাণ্ডব স্নান দান করেন। লোভ মোহ ত্যাগ করে দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে বিধি মতে শঙ্করের পূজা করে—

করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জন্ম নাহি হয় মর্ত্তের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হতে।
দেব পুষ্প পড়ে আসি নৃপতির মাথে॥ (স্বর্গ)

এসব দেখে তপস্বিগণ হৃষ্ট চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ঐ স্থানে থাকতে অনুরোধ করলেন।

এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য সকলি ত্যজিয়া॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর॥
আশীর্বাদ কর মোরে মুনিগণ।
স্বর্গে যেন দেখি গিয়া দেব নারায়ণ॥ (স্বর্গ)

এই কথা শুনে ক্রৌঞ্চ মুনিরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

সকলি ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিবে গোবিন্দ পদ পাবে দিব্য-গতি॥ (স্বর্গ)

যুধিষ্ঠির তাঁদের নমস্কার করে উত্তর মুখে যাত্রা করেন। অতঃপর তাঁরা জাহ্নবীর তীরে বদরিকাশ্রম দেখলেন। ওখানকার শোভা মনোরম। জরা মৃত্যুভয় নেই। দুর্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয়, অব্যয়। ঐ স্থলে শত শত মুনি তপস্যা করছেন। নির্মল গঙ্গা মন্দাকিনী প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্বাসা, গৌতম, ভরদ্বাজ, পরাশর, অশ্বত্থামা আঙ্গিরস, সোমেশ্বর, বিশ্বামিত্র, মাণ্ডব্য, মার্কেণ্ডয় মুনিরা সব সময় জপ তপে ব্যস্ত রয়েছেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমরা পঞ্চপাণ্ডব এখানে সুখে বাস কর।

অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চ জনে।
পূর্ব শোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখ মনে॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপ মুক্ত হয়ে হরি পাবে পরিণামে॥ (স্বর্গ)

তা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—

যা করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমর পুরী সুমেরু পর্বতে॥

সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ-ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বি তনয়॥
যে হ'ক যে হ'ক থাকে যায় বা জীবন।
যাইব বৈকুণ্ঠ পুরী যথা নারায়ণ॥ (স্বর্গ)

অতঃপর অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর খবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। গুরু পুত্রকে প্রণাম করে তাঁরা উত্তর মুখে বৈরত পর্বতে যান। সেই বিচিত্র উপবন হতে তাঁরা রেবা নদী দেখলেন। রেবা নদী তীরে রেবানাথ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখলেন। পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে প্রণাম করলেন। তিন লক্ষ কিরাত তাঁদের দেখে অন্ধকারে বাণবৃষ্টি করল তাঁদের উপর। কিন্তু একটি বাণও তাঁদের বিদ্ধ করল না। তা দেখে কিরাতরা আশ্চর্য্য হয়ে ধনু ত্যাগ করে যুধিষ্ঠির চরণে পড়ে জিজ্ঞেস করল তাঁরা কে, কি নাম, কোথা থেকে এসেছেন?

যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয়॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন।
স্বর্গপুরী যাই মোরা তথির কারণ॥ (স্বর্গ)

কিরাত প্রধান তাঁদের ঐ স্থানে স্বর্গ সুখে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এই ভাবে পথে পথে যত দেব দেবীর মন্দির দেখলেন, তাঁদের প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব অগ্রসর হতে থাকেন।

মহা শীতে হিমে ভেদি যান কতদূর।
সহদেব বীর পড়ি জাড় হৈল চূর॥
অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অবাক হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন॥ (স্বর্গ)

ভীমের মুখে সহদেবের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাতুর যুধিষ্ঠির বললেন—

কোথাকারে গেলে ভাই পরাণ আমার।
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
মো'সবারে ছাড়ি ভাই গেল কোথাকারে।
বিপদ পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রি চূড়ামণি।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
হেন ভাই চলি গেল ত্যজিয়া আমারে।
স্বর্গ না যাইব প্রাণ ছাড়ি শোক ভরে ॥
এত বলি পড়ে রাজা আছাড় খাইয়া।

... ...

ভারত-সমরে জয় কৈলে কুরুগণে।
শকুনিরে সংহারিলে সবা বিদ্যমানে ॥
দিগ্বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু।
মোরে ছাড়ি পর্বতে পড়িলে কোন্ হেতু ॥
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ প্রাণ।

... ...

জননী কুন্তীর বড় তুমি প্রিয়তর।

... ...

ধবল পর্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণু লোকে।
কে জানিবে মম দুঃখ কহিব কাহাকে ॥

ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন কোন পাপে সহদেবের মৃত্যু ঘটলো।

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবী বর্ত্তমান ॥
পাশাতে আমারে আবাহিল দুর্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব কিবা ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে ॥
বারণাবতে যবে দিল পাঠাইয়া।
মো'সবারে কপটে মারিতে পোড়াইয়া ॥
জানি না বলিল ভাই কুলের বিনাশ।
অধর্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।

যুধিষ্ঠিরের এই অনুযোগ ভিত্তিহীন। নিজের সব কৃত কর্মের জন্য ছোট ভাইকে অপরাধী করা মোটেই যুক্তি সঙ্গত হয়নি। তদুপরি কোন জ্যোতির্বিদই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নয়। তবে দেবতা আর মানুষে পার্থক্য থাকতো না। মানুষ যদি নিজের কৃতকর্মের ফল যথার্থই পূর্বে জানতে পারতো, তবে কি সে অন্যায়, পাপ করে কষ্ট ভোগ করত ?

অতঃপর সহদেবকে ঐ স্থানে পরিত্যাগ করে চার পাণ্ডব উত্তর মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর গঙ্গার ন্যায় সুনির্মল জল বিশিষ্ট এক সরোবর দেখলেন। সহস্র সহস্র শতদল দেখলেন। মৃগ, পক্ষী, হংস, চক্র যেখানে সেখানে বিচরণ করছে। ভ্রমরের ঝঙ্কার বনে ও জলে জলচর, দেব দুর্লভ সেই স্থানে বসন্ত পবন মত্ত কোকিলের গান। পদ্মে সরোবর আচ্ছাদিত, এমন স্থানে চার পাণ্ডব স্নান করলেন। এই স্থানের পশ্চিমে চন্দ্রকালী পর্বত। সুন্দর সেই পর্বতে পাণ্ডবরা আরোহণ করলেন। ঠাণ্ডায় পা চলছে না। গঙ্গাতীরে ঋষি, মুনি, তপস্বীরা রয়েছেন। পঞ্চানন দেখে

ভক্তি ভরে তাঁরা প্রণাম করেন। পর্বতের উপর নৃসিংহের মূর্তি দেখে পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করলেন। দেবকন্যারা তাঁকে নিত্য পূজা করে। সন্তপ্ত চিত্তে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চার পাণ্ডব দূরে মনোরম এক পর্বত দেখলেন। নানা ধাতুর প্রবাল পাথর দ্বারা শোভিত। পিছনে সেই গিরি রেখে তাঁরা উত্তরমুখী চললেন। হিমেতে মন্থর পদে তাঁরা চলতে পারছেন না। নকুলের সর্বাঙ্গ হতে রক্ত ঝড়ে পড়ছে। সেই পর্বতে নকুল আছাড় খেয়ে পড়লেন।

পর্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া ॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ। (স্বর্গ)

ভীম যুধিষ্ঠিরকে নকুলের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির শোক করে বললেন—

তিনলোকে দুর্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির ॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে।
কোন্ মুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে ॥
কৌরব সহিত যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল না দেখিব আর ॥

... ...

যাম্যদিক যেই ভাই জিনিয়া সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে ॥
স্বর্গে নাহি গেলে ভাই পড়িলে পর্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে ॥ (স্বর্গ)

ভীম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন কোন পাপে নকুলের মৃত্যু হলো? যুধিষ্ঠির বললেন—

কুরুক্ষেত্রে হৈল যবে ভারত-সমর ॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেই কালে নকুল আছিল মম ভিতে ॥

কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় না হইল সে বিষম সঙ্কটে ॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্বতে পড়িল পরিণামে ॥ (স্বর্গ)

যুধিষ্ঠিরের এই যুক্তি যথার্থই হাস্যাস্পদ। যুদ্ধে নিজের অজ্ঞতা বা অক্ষমতার জন্যও তিনি ছোট ভাইকে দায়ী করছেন।

অতঃপর তাঁরা নকুলকে পরিত্যাগ করে নন্দিঘোষ গিরিতে আরোহণ করলেন। পদ্মরাগে পর্বত সমাচ্ছন্ন। নানা জাতের পরম সুন্দব নর নারীর ঐখানে বসতি। মণি বিভূষিত দেবতাদের বসতি ঐখানে। যাঁদের সেবা করলে অক্ষয় অব্যয় গতি হয়। তিন ভাই সেখানে গোবিন্দের পূজা করলেন। তিন পাণ্ডব সেখানে করযোড়ে কৃষ্ণের স্তব করলেন। আরও ঊর্দ্ধে বিশাল ভয়ঙ্কর নন্দিঘোষ পর্বত। সব সময় সেখানে শীত বর্তমান। তাই সেই দেশে পশু পক্ষী গাছ লতা নেই।

হিম ভেদি অর্জুনের হরিল যে জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজেন পরাণ ॥
দেবাসুরে দুর্জয় যে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্বতে কম্প পৃথিবী অস্থির ॥
উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুক বরাহ গণ্ডা যত হস্তী ঘোড় ॥ (স্বর্গ)

অর্জুনের কীর্ত্তির উল্লেখ করে, অর্জুনের মৃত্যুতে শোক করতে করতে ভীম এই দুঃসংবাদ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন। অর্জুনের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির শোক করে বললেন—

হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধি বল,
পর্বতে পড়িলে কি কারণে।

ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, কৌরববাহিনী জিনি।
মোরে দিলে রাজ্য অধিকার॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলে উত্তর দিক জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা দিয়া সুরাসুরপুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলে সভায়॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সাদর মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে॥
প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিতে বাহু যুদ্ধেতে।
মারিলে অজস্র, কিরাত সহস্র,

... ...

অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হয়ে হৃষ্ট চিত, অস্ত্র পাশুপত,
দিল প্রভু ব্যোমকেশ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলে নাশ।

... ...

তাহে দেব অস্ত্র, পাইলে সমস্ত
তোমার অজেয় নাই।

আর ধনুঃশর, দিল বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই ॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ভারত সমরে, কর্ণ মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান,
সব শূন্য তোমা বিনে। (স্বর্গ)

পুনরায় ভীম জিজ্ঞেস করলেন কোন পাপে অর্জুনের মৃত্যু হলো? স্বর্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে কেন হোল না? যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন—

আমা হতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থ বীর পড়িল পর্বতে ॥ (স্বর্গ)

অর্জুনের শব ত্যাগ করে তুই ভ্রাতা বিষণ্ণ বদনে উত্তর মুখে যাত্রা-করলেন। ভীম বললেন, চলুন আমরা তুজনে সুরপুরে যাই। পুনরায় উভয়ে যাত্রা সুরু করলেন। উভয়ে পর্বতে আরোহণ করেন। সেখান থেকে স্বর্গের বাজনা শোনা যাচ্ছিল।

শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত ॥
হিমাগম সুশীতল অতীব সুশ্যাম।
তার তলে তুই ভাই করেন বিশ্রাম ॥ (স্বর্গ)

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় তাঁরা পথ চলতে থাকেন। তাঁরা রেবা নদী দেখলেন। ত্রিপথগামী এই নদী স্বর্গ হতে প্রবা-হিত হয়েছে। ইহার তুই কুল নানা রত্নে শোভিত। এই নদীতে

স্নান দান করলে ধর্ম হয়। দুই ভাই কুশ জল দান করলেন। এ পর্বতের উত্তরে সোমেশ্বর গিরি। নানা রত্নময়, সুন্দর।

সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য পাথর ॥
অতিশয় উচ্চ গিরি অতি সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান এক চিতে। (স্বর্গ)

যুধিষ্ঠির সেখানে তর্পণ করলেন, পঞ্চাননের পূজা করলেন, শিব সোমেশ্বরকে দেখলেন। কীট, পক্ষী, কৃমি আদি যদি ঐখানে মরে, রুদ্র রূপ হয়ে তারা স্বর্গে যায়। কিন্নর গন্ধর্বরা ঐ স্থানে গান করেন প্রত্যহ। সহস্র সোমকন্যা নৃত্য বাদ্য করে। যুধিষ্ঠির সেখানে সোমেশ্বরের পূজা করে বর প্রার্থনা করলেন—

বর মাগে মর্ত্ত্যে জন্ম না হ'ক আমার ॥ (স্বর্গ)

শিবের প্রসাদে তিনি পারিজাত মালা লাভ করে তা গলায় পরলেন। সোমকন্যারা যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ রাজা এত দূরে এলে। শিবের মন্দিরে একটা কথা বলছি-সোমেশ্বর রাজ্যের তুমি রাজা হও। যতদিন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য থাকবে, আনন্দে তুমি এখানে রাজত্ব কর। স্বর্গ সুখ পাবে। পরে গোবিন্দকেও দেখবে। মর্ত্ত্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ। সোমেশ্বরপুরে থেকে স্বর্গ সুখ পাবে। ছয় জনের মধ্যে দুই ভাই জীবিত আছো। ভীমকেও পথি মধ্যে মৃত্যু বরণ করতে হবে। একা স্বর্গে কোন সুখে যাবে?

কন্যাদের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়ে বললেন,

অনুচিত কি কারণে বল কন্যাগণ।
আশীর্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণ ॥
যেমন জননী কুন্তী তেন তোমা সব।
অধার্মিক বলে মনে না জান পাণ্ডব ॥ (স্বর্গ)

অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠির উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। কন্যারা যে যার গৃহে প্রত্যাগমন করল।

এইভাবে বার বার প্রলোভনের জাল বিছিয়ে যুধিষ্ঠিরকে যেন পরীক্ষা করা হচ্ছিল। সংযমী ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে কেউই ধর্ম পথ হতে বিচ্যুত করতে পারেনি।

মহা হিম ভেদিলেক বীর বৃকোদরে ॥
সোমেশ্বর পরে হতে নারে প্রাণ পণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে ॥
পর্বত পড়িল যেন পর্বত উপর।
ভীম যেন পড়ে কম্প হয় ধরাধর ॥ (স্বর্গ)

ভীমের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির শোকার্ত্ত হয়ে বিলাপ করছেন।

মরিবারে কৈলে ভাই স্বর্গ-আরোহণ ॥
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম।
... .
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে ॥
কারে লয়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি।
কেবা জিজ্ঞাসিবে বনে বচন চাতুরী ॥
কে আর তরিবে বনে দুষ্ট দৈত্য হাতে।
কে আর করিবে গর্ব কৌরব মারিতে ॥
... ...
যবে যতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥
... ...
পঞ্চ ভায়ে কাঁধে লয়ে গেলে একেশ্বরে ॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলে বিভা।

ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীকে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীর দাপে॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলে সুশর্মার ঠাঁই।

... ...

জরাসন্ধ বধ কৈলে মগধ প্রধান।
জটাসুর মারি বলে কৈলে পরিত্রাণ;
নিঃক্ষত্রা করিলে ক্ষিতি ভারত-সমরে।
উরু ভাঙ্গি নষ্ট কৈলে কৌরব বর্বরে॥
দুঃশাসন-বক্ষ চিরি রক্ত কৈলে পান।

... ...

কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।

... ...

কির্মীরাদি বিনাশ করিলে ঘোর বনে। (স্বর্গ)

... .

এই ভাবে তিনি ভীমের জন্য বিলাপ করে বললেন—

হিংসা হেতু বিষ লাড়ু তোমা খাওয়াইয়া।
পাপ দুর্যোধন শেষে দিল ভাসাইয়া॥

... ...

অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণ দান।
তাহে না মারিলে ভাই পাইলে হে ত্রাণ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি॥ (স্বর্গ)

অতঃপর যুধিষ্ঠির এক এক করে মৃত আত্মীয়দের স্মরণ করে বিলাপ করতে লাগলেন। বালকের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে তিনি রোদন করতে থাকেন। তারপর ক্রন্দন সংবরণ করে চিন্তা করতে লাগলেন কোন পাপে ভীমের মৃত্যু হ'ল ? যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবলেন—

বৃকোদর ভাই মোর ছিল লুব্ধ মতি।
ভক্ষণে আছিল তার বড়ই পিরীতি॥
ভক্ষ দ্রব্য দেখিলে না থাকে স্থির মন।
দৃষ্টি মাত্র ইচ্ছা হয় করিতে ভোজন॥
এই হেতু পাপ হৈল বীর বৃকোদরে। (স্বর্গ)

স্বর্গের উদ্দেশ্যে ছয়জন এক সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন। এক এক করে যুধিষ্ঠির তাঁর প্রিয়জনদের হারালেন। সঙ্গে আছে একমাত্র পশ্চাদানুগামী সারমেয়।

যুধিষ্ঠিরের মত ভ্রাতৃ বিরহে রামকেও শোক করতে দেখা গেছে।

লক্ষ্মণ বর্জনের পর রামকেও অনুরূপ শোক করতে দেখা গেছে। সত্য রক্ষার জন্য রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলে লক্ষ্মণ সরয়ূর নদীতে নরদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বিরহে বিলাপ করে বলেছেন—

আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা বিফল না রাখিব জীবন॥
সীতা বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে।
তোমা বর্জ্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে॥
লক্ষ্মণ বর্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণ সমান ভাই না পাইব আর॥
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিলে ভাই নামিব সে জলে॥

যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক।
লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখাই যে ধিক্॥
করিলা বিস্তর সেবা হইল সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়॥ (উঃ)

এই দুই নায়কের মহাপ্রস্থানের পথেও সাদৃশ্য দেখা যায়। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী—এই ছয়জন স্বশরীরে স্বর্গারোহণের অভিপ্রায়ে রাজ্য ত্যাগ করে যাত্রা করেছিলেন। অনুরূপ রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের স্বর্গ গমনের শোকে কাতর হয়ে রাজ্য ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। পুত্রদের রাজ্য দিয়ে ভরত, শত্রুঘ্নও তাঁর অনুগামী হবেন বললেন। অতঃপর লক্ষ্মণ পরিত্যাগের শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে রাম লক্ষ্মণ যে পথে গমন করেছেন, সে পথে যাবেন স্থির করলেন। অযোধ্যাবাসীরাও তাঁর অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। অঙ্গদ, সুগ্রীব, হনূমান, বিভীষণ ইত্যাদি রামের সব সুহৃদরা উপস্থিত হলেন। রাম অন্যান্য সকলকে তাঁর অনুগমনের অনুমতি দিলেন। একমাত্র বিভীষণ, হনূমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে যে পর্যন্ত কলি কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকতে বললেন।

রাত্রি শেষে উষা কালে অগ্নিহোত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অগ্রে গমন করল। মহাপ্রস্থানের এই যাত্রার সময় রামের বাজপেয় যজ্ঞের সুন্দর ছত্রও রামের অগ্রে স্থাপন করা হল। তারপর বশিষ্ঠ মুনি মহাপ্রস্থানের উপযুক্ত ক্রিয়াকর্ম পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত করলেন। অতঃপর সূক্ষ্মবস্ত্রধারী রাম দুই হস্তে কুশ নিয়ে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সরয়ূ অভিমুখে গমন করলেন। মহর্ষি ও ব্রাহ্মণরাও তাঁর অনুগামী হলেন। এইভাবে ভল্লুক, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ রামের অনুগমন করলেন। অযোধ্যানগরীতে ভূত প্রেতাদি যে সব অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তারাও রামের অনুগামী হলো।

ব্রহ্মা শতকোটি দিব্য বিমানে পরিবৃত্ত হয়ে ঋষি ও দেবগণের সঙ্গে যেখানে রাম স্বর্গ গমনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে আসলেন, এবং তাঁকে স্বধামে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন জানালেন। তাঁরা রামকে ভ্রাতাদের সঙ্গে স্বীয় সনাতন দেহে প্রবেশ করতে অথবা যে কোন শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তথা প্রবেশ করতে বললেন।

ব্রহ্মার বাক্যে রাম অনুজদের সঙ্গে স্বশরীরে স্বীয় বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করলেন। অতঃপর রাম ব্রহ্মাকে বললেন তাঁর অনুগামীরা তাঁর ভক্ত। তাঁদের সকলকে যেন উত্তম লোকে যেতে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা জানালেন এরা সর্বগুণান্বিত ব্রহ্মালোকের সন্তানক লোকে বাস করবে। যে বানর, ভল্লুকরা যে যে দেবতা হতে উৎপন্ন হয়েছে সে সেই দেবতায় প্রবেশ করবে। সুগ্রীব সূর্য্য মণ্ডলে যাবেন। ব্রহ্মার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সমাগত প্রাণীরা যারা সরযূর জলে স্নান করে প্রাণ ত্যাগ করল, তারা সকলেই জোতির্ময় দিব্য দেহ ধারণ করে দিব্যলোকে গমন করল। ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসাদি যে সব প্রাণী এসেছিল—সকলে সরযূর জলে স্নান করে স্বর্গে গমন করল।

পাণ্ডুপুত্রগণ রাম ও তাঁর অনুজদের মত একত্রে মানব দেহ ত্যাগ করতে পারেননি। বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুনের মুখে যাদব-বংশোদ্ভবদের ধ্বংসের কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে যাবেন স্থির করে অর্জুনকে বললেন—

কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহামতে।
কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি ॥ (মহা) ১।৩

—মহামতে, কালই সমস্ত ভূতগণকে পাক করছে—বিনাশের

দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন আমি কালের বন্ধনকে স্বীকার করছি। তোমারও তা লক্ষ্য করা উচিত।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কথা অনুমোদন করে বললেন কাল কালই। ইহাকে অন্যথা করা যায় না। অর্জুনের মত শুনে ভীম, নকুল ও সহদেবও তাঁর কথা অনুমোদন করলেন।

অতঃপর ধর্মার্থে রাজ্য ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছুক যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে আনিয়ে তাঁর উপর সম্পূর্ণ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করলেন। নিজ রাজ্যে রাজা পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠির দুঃখিত চিত্তে সুভদ্রাকে বললেন—

এষ পুত্রস্য পুত্রস্তে কুরুরাজো ভবিষ্যতি।
যদুনাং পরিশেষশ্চ বজ্রো রাজা কৃতশ্চ হ ॥ (মহা) ১।৮

—এই তোমার পুত্র (পরীক্ষিৎ) কুরুদেশ ও কৌরবগণের রাজা হবে। এবং যাদবদের যাঁরা এখনও অবশিষ্ট আছেন, বজ্রকে (কৃষ্ণের পৌত্র) তাঁদের রাজা করা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করবে এবং যদুবংশজাত বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করবে। তুমি রাজা বজ্রকেও রক্ষা করবে এবং কখনও অধর্ম পথে মনকে পরিচালিত করবে না। (বজ্রো রাজা ত্বয়া রক্ষ্যো মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ)।

এই বলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ বৃদ্ধ মাতুল বাসুদেব ও বলরামাদির উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ কর্মাদিও করলেন। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দেবর্ষি নারদ মার্কণ্ডেয় মুনি, ভরদ্বাজ মুনি ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে সুস্বাদু অন্নাদি ভোজন করালেন। ভগবানের নাম কীর্তন করে তিনি উত্তম ব্রাহ্মণদের নানাবিধ রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব ও রথ দান করলেন। বহু উত্তম ব্রাহ্মণদের এক লক্ষ কুমারী কন্যা দান করলেন।

অতঃপর গুরুদেব কৃপাচার্য্যকে পূজা করে পুরবাসিদের সঙ্গে

পরীক্ষিৎকে শিষ্য ভাবে তাঁর সেবায় সম্পর্ণ করলেন। এর পর সমস্ত প্রজা মন্ত্রী প্রভৃতিকে ডেকে এনে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁর মনে যেরূপ বাসনা হয়েছে, তা তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন।

তাঁর কথা শ্রবণ করে নগর ও জনপদবাসী সকলেই মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁরা সকলে সমস্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আপনি এরূপ করবেন না। (নৈবং কর্ত্তব্যমিত)।

> ন চ রাজা তথাকার্ষীৎ কালপর্য্যায়ধর্মবিৎ।
> ততোঽনুমান্য ধর্মাত্মা পৌরজানপদং জনম্॥
> গমনায় মতিং চক্রে ভ্রাতরশ্চাস্য তে তদা। (মহা)১।১৮-১৯

—কিন্তু ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির, কালের বিপর্য্যয়ে যা কর্ত্তব্য ও ধর্ম, তা সম্যক ভাবে বিদিত ছিলেন, সেইজন্য তিনি প্রজাদের কথানুসারে কার্য্য করলেন না। সেই ধর্মাত্মা নরপতি নগর ও জনপদবাসী সব লোককে বুঝিয়ে অনুমতি নিলেন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতারা সব কিছু ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গ হতে আভরণ উন্মোচন করে বল্কল বস্ত্র ধারণ করলেন। এই ভাবে ভীম, অর্জুন, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী—তাঁরা সকলেই বল্কল ধারণ করলেন।

এর পর ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিধিপূর্বক উৎসর্গ কালিক ইষ্টি করিয়ে সেই সব নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ অগ্নিকে জলে বির্সজন করলেন এবং মহাযাত্রার জন্য প্রস্থিত হলেন।

> ততঃ প্ররুরুদুঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা নরোত্তমান॥
> প্রস্থিতান্ দ্রৌপদীষষ্ঠান্ পুরা দ্যূতজিতান যথা।
> হর্ষোঽভবচ্চ সর্বেষাং ভ্রাতৃণাং গমনং প্রতি॥ (মহা) ১।২২-২৩

—পূর্বে পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডব যে ভাবে বনে গিয়েছিলেন সেই ভাবে এই দিনেও নরোত্তম পাণ্ডবদের যেতে দেখে নগরের সমস্ত স্ত্রীগণ রোদন করতে লাগলেন, কিন্তু সব ভ্রাতাদের এই যাত্রায় অত্যন্ত আনন্দ হলো।

যুধিষ্ঠিরমতং জ্ঞাত্বা বৃষ্ণিক্ষয়মবেক্ষ্য চ।
ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ ॥ (মহা) ১।২৪

—যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জেনে এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের ক্ষয় দেখে পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডব, ষষ্ঠ দ্রৌপদী এবং সপ্তমে এক কুকুর—সব এক সঙ্গে যাত্রা করলেন।

এই ছয়জনকে নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুর হতে বের হলেন, তখন নগরবাসী প্রজারা ও অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁদের অনুগমন করলেন, কিন্তু কোনও ব্যক্তি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলতে পারলেন না যে আপনি ফিরে চলুন।

অতঃপর ধীরে ধীরে সমস্ত পুরবাসী ও কৃপাচার্য্য প্রমুখ যুযুৎসুকে পরিবৃত করে তাঁর সঙ্গে ফিরে আসলেন।

নাগরাজ কন্যা উলূপী এই সময় গঙ্গাজলে প্রবেশ করলেন। চিত্রাঙ্গদা মনিপুর নগরে চলে গেলেন এবং অবশিষ্ট মাতারা পরীক্ষিৎকে আকর্ষণ করে পরে ফিরে আসলেন। (শিষ্টাঃ পরীক্ষিতং ত্বন্যা মাতারঃ পর্য্যবারয়ন)।

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
কৃতোপবাসঃ কৌরব্য প্রযযুঃ প্রাঙমুখাস্ততঃ ॥ (মহা) ১।২৯

—অতঃপর মহাত্মা পাণ্ডবরা ও যশস্বিনী দ্রৌপদী—ইঁহারা সকলে উপবাস ব্রত গ্রহণ করে পূর্বদিকে মুখ করে চলতে লাগলেন।

এঁরা সকলেই যোগযুক্ত মহাত্মা এবং ত্যাগ ধর্মপালনকারী ছিলেন। এঁরা বহু দেশ নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করে যাত্রা

করেছিলেন। অগ্রে যুধিষ্ঠির তাঁর পশ্চাতে ভীম তাঁর পশ্চাতে অর্জুন এবং তাঁরও পশ্চাতে ক্রমশঃ নকুল ও সহদেব গমন করলেন।

পৃষ্ঠতস্তু বরারোহা শ্যামা পদ্মদলেক্ষণা।
দ্রৌপদী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা যযৌ ভরতসত্তম্॥ (মহা) ১।৩২

—এঁদের সকলের পশ্চাতে সুমধ্যমা শ্যামবর্ণা, পদ্মদললোচনা স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী গমন করছিলেন।

বনগমনকারী পাণ্ডবদের পশ্চাতে একটি কুকুরও যাচ্ছিল। যেতে যেতে ক্রমশঃ সেই বীর পাণ্ডবরা লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। অর্জুন দিব্যরত্নের লোভে তখন পর্য্যন্ত নিজের দিব্য গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেননি। লোহিত সাগর তীরে উপস্থিত হলে পথ রোধ করে সম্মুখে পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান পুরুষরূপধারী সাক্ষাৎ অগ্নিদেবকে তাঁরা দেখতে পেলেন।

অগ্নিদেব পাণ্ডবদের বললেন—বীর পাণ্ডুপুত্রগণ, আমাকে তোমরা অগ্নি বলে জেনো (পাবকং মাং নিবোধত)। আমি অগ্নি। আমিই অর্জুন ও নারায়ণ স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণের প্রভাবে খাণ্ডববনকে দগ্ধ করেছিলাম। তোমাদের এই ভ্রাতা অর্জুন উত্তম অস্ত্র গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করে বনে গমন করুক। এখন আর ইহার কোন আবশ্যক নেই। পূর্বে যে চক্র কৃষ্ণের হাতে ছিল, তাও চলে গেছে। তা পুনরায় সময় এলে তাঁর হাতে যাবে। এই গাণ্ডীব ধনু সমস্ত ধনু হতে শ্রেষ্ঠ। এটা পূর্বে আমি অর্জুনের জন্যই বরুণের নিকট হতে এনেছিলাম। এখন এই ধনু পুনরায় বরুণকেই প্রদান করা উচিত। এই কথা শুনে পাণ্ডব ভ্রাতারা অর্জুনকে সেই ধনু ত্যাগ করতে বললেন। তখন অর্জুন সেই গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর জলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর অগ্নিদেব অন্তর্হিত হলেন। পাণ্ডবরা সে স্থান হতে দক্ষিণ মুখ হয়ে গমন করলেন। তারপর তাঁরা লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এর'পর তাঁরা আবার পশ্চিম দিকে ঘুরে গেলেন। কিছু দূর অগ্রসর

হয়ে তাঁরা সমুদ্র প্লাবিত দ্বারকা নগরী দর্শন করলেন। তারপর পাণ্ডবরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার ইচ্ছায় সেস্থান হতে প্রত্যাবর্ত্তন করে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

উত্তর দিকে অগ্রসর হবার সময় সংযতচিত্ত ও যোগযুক্ত পাণ্ডবরা মহাপর্বত হিমালয়কে দর্শন করলেন। এই হিমালয়কে অতিক্রম করে যখন তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন তাঁরা বালুকা সমুদ্র দর্শন করলেন। এই স্থান হতে তাঁরা পর্বত শ্রেষ্ঠ মহাগিরি মেরুকেও দেখতে পেলেন।

এই সময় পাণ্ডবরা অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন।

যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্ট যোগা নিপপাত মহীতলে॥ (মহা) ২।৩

—তখন যোগ ধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে যাজ্ঞসেনী ভূতলে পতিত হলেন।

তাকে পতিত হতে দেখে ভীম দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজকুমারী দ্রৌপদী কখনও কোনও পাপকার্য্য করেননি। তবে কি কারণে তিনি ভূপতিত হলেন?

যুধিষ্ঠির বললেন—

পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।

তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম॥ (মহা) ২।৬

—পুরুষপ্রবর। এঁর মনে অর্জুনের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত ছিল, আজ তারই ফল ভোগ করছেন।

এই কথা বলে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই যুধিষ্ঠির মনকে একাগ্র করে অগ্রসর হতে থাকেন।

যুধিষ্ঠিরের অতি ক্ষুদ্র এই রুক্ষ উত্তর পাঠকদের Napolean এর একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়—From the sublime to the ridiculous there is but one step. বনবাস কালে একদা-দ্রৌপদীর বনবাস জনিত দুঃখ কষ্টে ও জয়দ্রথ দ্বারা হরণ দুঃখে কাতর ও অভিভূত হয়ে যুধিষ্ঠির মার্কেণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দ্রুপদ কন্যার মত এমন সৌভাগ্যবতী ও পতিব্রতা অন্য কোন নারীকে

জানেন কি ? যিনি একদিন দ্রৌপদীকে নারীত্বের এমন এক উচ্চ আসনে স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে মহাপ্রস্থানের সময় এমন রূঢ় উক্তি স্বভাবতঃই পাঠকের মনে পীড়া দেয় না কি ?

তার অল্পক্ষণ পরই বিদ্বান সহদেবও ভূপতিত হলেন। তাঁকে ভূপতিত দেখে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভীমসেন জিজ্ঞেস করলেন, যে সর্বদা আমাদের সকলের সেবা করত ও যার মধ্যে কোন রকম অহঙ্কার ছিল না, এই মাদ্রী নন্দন সহদেব কি জন্য ভূপতিত হলো ? যুধিষ্ঠির বললেন—

আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোহমনন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিতস্তস্মাদেষ নৃপাত্মজঃ ॥ (মহা) ২।১০

—এই রাজকুমার অন্য কাউকেও নিজের ন্যায় বিদ্বান বা বুদ্ধিমান বলে মনে করতেন না সেই দোষেই আজ সে পতিত হলো।

এই কথা বলে তাঁকেও পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতা ও কুকুরের সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকেন।

দ্রৌপদীকে ও সহদেবকে পতিত হতে দেখে শোকার্ত্ত ও ভ্রাতৃ বিরহ কাতর বীর নকুল পতিত হলেন। প্রিয়দর্শন বীর নকুলকে পতিত হতে দেখে ভীমসেন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বললেন জগতে যে রূপে অতুলনীয় ছিল যে কখনও নিজের ধর্মের ত্রুটি ঘটতে দেয়নি, এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞা পালন করত, এই সেই আমাদের অতি প্রিয় নকুল কেন ভূপতিত হলো ?

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন—

রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম।
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যস্য মনসি স্থিতম ॥
নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বৃকোদর।
যস্য যদ্ বিহিতং বীর সোহবশ্যং তদুপাশ্নুতে ॥ (মহা) ২।১৬-১৭

—বৃকোদর, নকুলের ধারণা ছিল যে রূপে তার সমান কেউ নেই। তার মনে সর্বদা এই গর্ব ছিল যে একমাত্র সেই সর্বে অধিক রূপবান। সেইজন্য নকুল পতিত হয়েছে। বীর, যার যা নির্দ্দিষ্ট আছে সে তার ফল অবশ্যই ভোগ করে থাকে।

দ্রৌপদী নকুল ও সহদেব—এই তিনজনকে পতিত হতে শত্রু বীর সংহারকারী শ্বেতবাহন অর্জুন শোকে সন্তপ্ত হয়ে পতিত হলেন। (পপাত শোকসন্তপ্তস্ততো নু পরবীরহা)।

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দুর্ধর্ষ বীর অর্জুন যখন পতিত হয়ে ম্রি হলেন, তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন, অর্জুন পরিহাসচ্ছ মিথ্যা কথা বলেনি। তবে কোন কর্মফলে অর্জুন ভূপতিত হলো

যুধিষ্ঠির বললেন—

> একাহ্না নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জুনোঽব্রবীৎ।
> ন চ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততোঽপতৎ॥
> অবমেনে ধনুর্গ্রাহানেষ সর্বাংশ্চ ফাল্গুনঃ।
> তথা চৈতন্ন তু তথা কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥ (মহা) ২।২

—অর্জুনের নিজের বীরত্বের অভিমান ছিল, সে বলেছিল আমি এক দিনেই শত্রুদের দগ্ধ করব। কিন্তু সে তা কে সেই জন্য আজ অর্জুন ধরাশায়ী হল, এই অর্জুন সমস্ত ধনুর্ধ অপমান করেছিলেন। নিজের কল্যাণকামী মানুষের কখনও করা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠিরের এরূপ উত্তর পাঠকদের গ্রীক্ বাগ্মী Æschinesর উক্তি মনে করিয়ে দেয়—Men of real merit whose nc and glorious deeds we are ready to acknowledgse yet not to be endured when they vaunt their o actions. মহাভারত মহাকাব্যে ও যুধিষ্ঠিরের জীবন চরিতে

ঃদের কীর্ত্তি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর ভাইদের সব বীর গাথা যুধিষ্ঠির অবলীলা ক্রমে মলিন করে নন, যেহেতু তাঁরা বিদ্যার রূপের ও শৌর্য্যের অহঙ্কারী ছিলেন এই চযোগে।

ভীমের প্রশ্নোত্তর দিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির প্রস্থান করলেন। তারপর ও পতিত হলেন। পতিত হয়ে ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন—

ভো ভো রাজন্নবেক্ষস্ব পতিতোঽহং প্রিয়স্তব।
কিং নিমিত্তঞ্চ পতনং ব্রূহি মে যদি বেত্থ হ॥ (মহা) ২।২৪

—রাজন, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি ানার প্রিয় এস্থানে পতিত হয়েছি। যদি আপনি জানেন, তবে । আমার পতনের হেতু কি?

ধিষ্ঠির বললেন—

অতিভুক্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন চ বিকত্থসে।
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ॥(মহা) ২।২৫

তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের ক্ষমতা বিচার না রই নিজের বলের প্রশংসা করতে, সেইজন্য আজ তুমি ধরাতলে তত হয়েছ।

যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর কবি Saadi র একটা কথা মনে করিয়ে ়—He who is a slave to his belly seldom worships od সত্যিই কি তাই?

ভীমের প্রশ্নোত্তর দিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর দিকে দৃক্‌পাত না করে তে লাগলেন। কেবল এক কুকুরই তাঁর অনুগমন করতে লাগল।

অতঃপর ইন্দ্র রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে বললেন, কুন্তীনন্দন ন এই রথে আরোহণ কর।

নিজের ভ্রাতাদের ধরাশায়ী হতে দেখে শোকগ্রস্ত যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে লেন—

ভ্রাতরঃ পতিতা মেঽত্র গচ্ছেয়ুস্তে ময়া সহ।
ন বিনা ভ্রাতৃভিঃ স্বর্গমিচ্ছে গন্তুং সুরেশ্বর॥ (মহা) ৩।৩

—সুরেশ্বর, আমার ভ্রাতারা পথের মধ্যে পড়ে আছে। তারা যাতে আমার সঙ্গে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন। আমি এ ভ্রাতাদের বর্জন করে স্বর্গে যেতে চাই না।

রাজকন্যা সুকুমারী দ্রৌপদী সুখ লাভের উপযুক্ত সেও আমাদে সঙ্গে গমন করুক। আপনি অনুমতি দিন।

ইন্দ্র বললেন তোমার সব ভ্রাতারা তোমার পূর্বেই স্বর্গে গিয়েছে তাদের সঙ্গে দ্রৌপদীও আছে। তুমি সেখানে গিয়ে তাদের সকলকে দেখতে পাবে। তুমি আর শোক করো না। তারা মানব দে ত্যাগ করে স্বর্গে গেছে। কিন্তু তুমি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করবে এতে কোন সংশয় নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর আমার অত্যন্ত ভক্ত। সে সর্বদা আমার সঙ্গে রয়েছে, অতএব সে আমার সঙ্গে যাবে—এই অনুমতি দিন। কারণ আমার বুদ্ধিতে নিষ্ঠুরতা নেই। (সার্ধমানৃশংস্যা হি মে মতিঃ)।

ইন্দ্র উত্তরে বললেন, আজ তুমি অমরত্ব, আমার সমানত পূর্ণ লক্ষ্মী ও উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছ। তার সঙ্গে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছ। অতএব এই কুকুরকে ত্যাগ কর ও আমার সঙ্গে গমন কর। এতে কোনও নিষ্ঠুরতা নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—

অনার্য্যমার্য্যেণ সহস্রনেত্র
শক্যং কর্তুং দুষ্করমেতদার্য্য।
মা মে শ্রিয়া সঙ্গমনং তয়াস্তু
যস্যাঃ কৃতে ভক্তজনং ত্যজেয়ম্॥ (মহা) ৩।৯।

—সহস্রলোচন কোনও আর্য্য পুরুষের দ্বারা নীচ কাজ অত্যন্ত কঠিন। আমার এরূপ লক্ষ্মী প্রয়োজন নেই। যার জন্য ভক্ত জনকে ত্যাগ করতে হবে।

ইন্দ্র জানালেন কুকুরের পালকের স্বর্গে স্থান নেই। এর দ্বারা তাদের পুণ্য কর্মের ফল নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য বিবেচনা করে কাজ কর, কুকুরকে ত্যাগ কর। এতে কোন নির্দয়তা নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—

ভক্তত্যাগং প্রাহুরত্যন্তপাপং
তুল্যং লোকে ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন।
তস্মান্নাহং জাতু কথঞ্চনাদ্য
ত্যক্ষ্যাম্যেনং স্বসুখার্থী মহেন্দ্র॥
ভীতং ভক্তং নান্যদস্তীতি চার্তং
প্রাপ্তং ক্ষীণং রক্ষণে প্রাণলিপ্সুম্।
প্রাণত্যাগাদপ্যহং নৈব মোক্তুং
যতেয়ং বৈ নিত্যমেতদ্ ব্রতং মে॥ (মহা) ৩।১১-১২

—মহেন্দ্র, ভক্তকে পরিত্যাগ করলে যে পাপ হয়। তার ক্ষয় কখনও হয় না—এটা মহাপুরুষের উক্তি। জগতে ভক্তকে ত্যাগ করা ব্রহ্মহত্যা তুল্য বলা হয়েছে, সেইজন্য আমি নিজের সুখের জন্য কখনও কোনও রূপেই আজ এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারব না।

যে ভীত, যে ভক্ত, আমার আর কোন আশ্রয় নেই বলে যে আর্তভাবে শরণাপন্ন হয়, যে নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ এবং যে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছুক এমন প্রাণীকে আমি আমার প্রাণ থাকতে ত্যাগ করব না— এটাই আমার নিত্য ব্রত।

ইন্দ্র বললেন, মানুষের সমস্ত পুণ্য কর্মের উপর যদি কুকুরের দৃষ্টি পড়ে, তবে তার পুণ্য ফল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ করে দেবলোক লাভ কর। তিনি আরও বললেন, তুমি প্রিয়া পত্নী দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের ত্যাগ করে নিজের পুণ্য কর্মের ফলে দেবলোক লাভ করেছ। সুতরাং তুমি কুকুরকে ত্যাগ করছ

না কেন ? সব কিছু পরিত্যাগ করে তুমি এই কুকুরের মায়ায় কি ভাবে পড়লে ?

যুধিষ্ঠির বললেন—

> ন বিদ্যতে সন্ধিরথাপি বিগ্রহো
> মৃতৈর্মর্ত্যৈরিতি লোকেষু নিষ্ঠা।
> ন তে ময়া জীবয়িতুং হি শক্যা-
> স্ততস্ত্যাগস্তেষু কৃতো ন জীবতাম ॥ (মহা) ৩।১৫

—জগতের এটাই নিয়ম যে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কারো মিলন হয় না এবং বিরোধও হয় না। আমি মৃতদের জীবিত করতে পারবো না। সেইজন্য মৃত্যুর পর আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি, জীবিতাবস্থায় নয়।

শরণাপন্নকে ভয় দেখানো, স্ত্রীকে বধ করা, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা এবং মিত্রদের সঙ্গে বিবাদ করা—এই চার অধর্ম যদি একদিকে ও ভক্তত্যাগ অন্য আর একদিকে থাকে, তবে আমার মতে এই ভক্ত ত্যাগরূপ অধর্মই উক্ত চার অধর্মের সমান।

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি শুনে কুকুরের রূপ ধারণ করে উপস্থিত ধর্ম স্বরূপী ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করতে করতে মধুর বাক্য দ্বারা তাঁকে বললেন—ভরতনন্দন, তুমি নিজের সদাচার, বুদ্ধি ও সমস্ত প্রাণিদের প্রতি দয়ার দ্বারা বাস্তবে সুযোগ্য পিতার উপযুক্ত সন্তান রূপে জন্মেছ। পুত্র, পূর্বে দ্বৈতবনে বাস করবার সময়ও একবার তোমার পরীক্ষা করেছিলাম। যখন তোমার সব ভ্রাতারা জল আনতে গিয়ে নিহত হয়েছিল। সেই সময় তুমি কুন্তী ও মাদ্রী উভয় মাতারই সমানতা বাসনা করে ভীম ও অর্জুনকে ত্যাগ করে নকুলকেই জীবিত করতে ইচ্ছা করেছিলে। এই সময়েও এই কুকুর আমার ভক্ত এই চিন্তা

করে তুমি ইন্দ্রের রথ পরিত্যাগ করছ। অতএব স্বর্গে তোমার ন্যায় অন্য কোন রাজা নেই। এই জন্যই তুমি নিজের এই শরীরেই অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হবে। তুমি সর্বোত্তম দিব্য গতি লাভ করেছ। এই কথা বলে ধর্ম, ইন্দ্র, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, দেবতা ও দেবর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরকে রথে বসিয়ে নিজ নিজ বিমানে স্বর্গে উপস্থিত হলেন।

নারদ তখন উচ্চৈঃস্বরে বললেন, নিজের যশ তেজ ও সদাচারের দ্বারা তিন লোক আবৃত করে একমাত্র স্বশরীরে স্বর্গে আসবার সৌভাগ্য রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য কোনও রাজা লাভ করেননি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দেবলোক দর্শন করতে বলেন। নারদের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দেবতা ও স্বপক্ষের রাজাদের অনুমতি নিয়ে বললেন,

দেবেশ্বর, আমার ভ্রাতাদের শুভ বা অশুভ যে কোন স্থানই লাভ হোক না কেন আমিও সেই স্থানই লাভ করতে চাই। অন্য কোথাও যাবার বাসনা আমার নেই।

ইন্দ্র তখন বললেন, তুমি নিজের শুভকর্মের ফলে স্বর্গলাভ করেছ। নরলোকের স্নেহপাশ কেন এখনও আকর্ষণ করে রয়েছ? তুমি উত্তম গতি লাভ করেছো যা অন্য কোনও মানুষ কখনও পায়নি। (সিদ্ধিং প্রাপ্তোঽসি পরমাং যথা নান্যঃ পুমান্ কচিৎ)। তোমার ভ্রাতারা এই স্থান লাভ করতে পারেনি। কেন এখনও তোমাকে মানব ভাব স্পর্শ করে রয়েছে? এটা স্বর্গ। এই স্বর্গবাসী দেবর্ষি ও সিদ্ধগণকে তুমি দর্শন কর।

ইন্দ্রের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—

তৈর্বিনা নোৎসহে বস্তুমিহ দৈত্যনিবর্হণ।
গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র মে ভ্রাতরো গতাঃ॥ (মহা) ৩।৩৭

—আমার ভ্রাতাগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করতে আমি উৎসাহ পাচ্ছি না। আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গিয়েছেন। এবং যে স্থানে আমার সর্বগুণান্বিতা স্ত্রীগণশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী গিয়েছেন আমি ও তথায় যেতে চাই।

স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন দুর্যোধন এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় শোভায় বিরাজমান এবং সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল তার মূর্তি, মহাতেজা দেবতাগণ ও পূণ্যকমা সাধুগণের সঙ্গে এক দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। দুর্যোধনকে এই অবস্থায় দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সব দেবতাদের আহ্বান করে বললেন—যার জন্য আমরা বন্ধুবর্গকে বলপূর্বক যুদ্ধে সংহার করেছি এবং সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করেছি, যার জন্য আমরা মহাবনে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেছি, এমন কি যার জন্য আমাদের ধর্মপরায়ণা পত্নী দ্রৌপদী জনসভায় গুরুজনের সম্মুখে দুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েছিল, সেই লোভী এবং অদূরদর্শী দুর্যোধনের সঙ্গে পূণ্যলোক এই স্বর্গে বাস করতে আমার ইচ্ছা নেই। যেস্থানে আমার ভ্রাতারা রয়েছেন, আমি কেবল সেই স্থানেই যেতে ইচ্ছুক।

তখন সহাস্যে নারদ বললেন, এইরূপ বলো না। স্বর্গে বাস করবার সময় মর্ত্যের বিরোধ আর থাকে না। তুমি দুর্যোধেনর প্রতি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করো না। ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। যাঁরা চিরকাল স্বর্গে বাস করছেন, তাঁরা দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই রাজা দুর্যোধনকে সম্মানিত করছেন। এই রাজারা যুদ্ধে দেহত্যাগ করে বীর গতি লাভ করেছেন। অবশ্য তোমরা সব ভ্রাতারাও সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে দেবগণের তুল্য হয়েছো। যে রাজা মহাভয় উপস্থিত হলেও ভীত হয়নি, এই সেই পৃথিবীপতি দুর্যোধন, ক্ষত্রিয় ধর্মের গুণে এই স্থান লাভ করেছে।

বৎস, পাশা খেলার অপরাধের কথা আর মনে করো না এবং

দ্যূতক্রীড়াজনিত দ্রৌপদীর কষ্টের কথাও চিন্তা করো না। তোমার জ্ঞাতিরা যুদ্ধে বা অন্যস্থানে তোমাদের যে ক্লেশ দিয়েছিল, স্বর্গে এসে তুমি তা স্মরণ করো না। তুমি ন্যায়ানুসারেই রাজা দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও। কারণ এটা স্বর্গ, শত্রুতা বা বিরোধ এই স্থানে থাকে না।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের কথা জিজ্ঞেস করে বললেন, যার জন্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে, যার শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমরা ক্রোধানলে দগ্ধ হয়েছি, যার ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, যে আজীবন সমস্ত লোকের অপকার করেছে, সেই পাপাত্মা দুর্যোধন যদি সনাতন বীরলোক পেয়ে থাকে, তাহলে যাঁরা বীর মহাত্মা, মহাব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং পৃথিবীখ্যাত বীর, সেই সত্যবাদী আমার ভ্রাতারা এই সময় কোন স্থান পেয়েছে? আমি তাদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কুন্তীর সত্যনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা কর্ণের সঙ্গেও সম্মিলিত হতে ইচ্ছা করি। (কর্ণং চৈব মহাত্মানং কৌন্তেয়ং সত্যসঙ্গরম্)।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রদের দেখতে ইচ্ছা করি। যে রাজারা ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁরা কোথায়? আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। এইভাবে তিনি আপন আত্মীয়দের সকলকে দেখবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় নারদকে জিজ্ঞেস করলেন, যে সব রাজকুমার আমাদের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই সব বীররা কোথায়? তাঁরা স্বর্গে যেতে পেরেছেন তো? তাঁরা যদি এই লোক পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে জানুন, আমিও তাদের সঙ্গে থাকব। তাঁরা যদি এই লোক লাভ না করে থাকেন, তবে ভ্রাতাদের ও জ্ঞাতিবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এই স্বর্গে বাস করব না।

যুদ্ধের পর যখন আমি পিতৃপুরুষদের তর্পণ করছিলাম, তখন

মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্য আমাকে তর্পণ করতে বলেছিলেন। মাতার বাক্য শুনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের জন্য আমি সন্তপ্ত হয়েছি।

তমহং যত্র তত্রস্থং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সূর্যজম।
অবিজ্ঞাতো ময়া যোঽসৌ ঘাতিতঃ সব্যসাচিনা॥ (স্বর্গ) ২।৯

—অজ্ঞাতসারে আমি যাঁকে অর্জুনকে দিয়ে বধ করিয়েছি, সেই সূর্যপুত্র কর্ণ যে স্থানেই থাকুন, আমি তাঁকে দেখতে চাই।

যুধিষ্ঠির দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আপনাদের সত্য করে বলছি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী ভীম, ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী অর্জুন, যমের ন্যায় অজেয় নকুল ও সহদেব এবং ধর্মপরায়ণা স্ত্রী দ্রৌপদীকে আমি দেখতে চাই। তাদের বিরহে আমি এখানে থাকতে চাই না।

কিং মে ভ্রাতৃবিহীনস্য স্বর্গেণ সুরসত্তমাঃ।
যত্র তে মম স স্বর্গো নায়ং স্বর্গো মতো মম॥ (স্বর্গ) ২।১২

—সুরশ্রেষ্ঠগণ, ভ্রাতৃহীন স্বর্গে আমার কি প্রয়োজন? যেখানে আমার ভ্রাতাগণ রয়েছে, সেস্থানেই আমার কাছে স্বর্গ তাদের বাদ দিয়ে আমি এটাকে স্বর্গ বলেই মনে করি না।

দেবতারা বললেন. তাঁদের যেখানে গতি হয়েছে, সেখানে আপনার যেতে ইচ্ছা হলে সত্বর চলুন। আমরা ইন্দ্রের আদেশে আপনার প্রিয় কাজ করতেই প্রস্তুত। যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে দেবতারা এক দেবদূতকে আদেশ করলেন, তুমি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর বন্ধুদের দেখাও তারপর সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠগণ যেখানে ছিলেন, দেবদূত ও যুধিষ্ঠির সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দেবদূতের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক ও দুর্গম পথে গমন করতে লাগলেন। পাপী মনুষ্যরা যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্য এই পথে

যাতায়াত করে। পাপীদের ভোগ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত এই পথ ঘোর অন্ধকারে আবৃত এবং মনুষ্যকেশ ও শেওলায় কৃষ্ণবর্ণ। এই পথে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম হয়ে গেছে, নরকের বীভৎস্য দৃশ্য ও পূতিগন্ধময় পথ দিয়ে যেতে যেতে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন—আর কতদূর যেতে হবে ?

এই প্রসঙ্গ Will Carleton এর উক্তিটি মনে করিয়ে দেয়—
To appreciate heaven well 'tis good for a man to have some fifteen minutes of hell.

দেবদূত বললেন, আপনি শ্রান্ত হলে দেবতারা আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মনের দুঃখে ও দুর্গন্ধে পীড়িত হয়ে যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করেছিলেন, তখন তিনি চতুর্দিকে আর্ত্ত মানুষের বহু কাতরোক্তি শুনতে পেলেন।

হে ধর্মপুত্র পবিত্র বংশজাত পাণ্ডুনন্দন, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করবার অভিপ্রায়ে ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। পিতা আপনি পূণ্যবলে দুর্ধর্ষ মহাপুরুষ। আপনার উপস্থিতিতে সুগন্ধ যুক্ত পবিত্র বায়ু বইছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। সম্ভব হলে আপনি মূহূর্ত্ত কাল এখানে অপেক্ষা করুন। আপনি থাকলে আমাদের যন্ত্রণাও প্রশমিত হবে। যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বেদনাহত লোকদের দুঃখসূচক নানা রকম উক্তি চারদিক হতে শুনতে পেলেন।

তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা দয়াবান্ দীনভাষিণাম্।
অহো কৃচ্ছ্রমিতি প্রাহ তস্থৌ স চ যুধিষ্ঠিরঃ॥ (স্বর্গ) ২।৩৭

—এরূপ দুঃখপূর্ণ বচন শুনে যুধিষ্ঠির সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ হতে ধ্বনিত হল হায়, এদের কি কষ্ট !!

যুধিষ্ঠির গ্লানিযুক্ত ও দুঃখিত লোকদের সেই সব কথা পূর্বেও

বারবার শুনেছেন, কিন্তু সম্মুখে কাতরোক্তিকারী লোকদের জানতে পারলেন না। তাদের কথা যথাযথভাবে বুঝতে না পেরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা? কি জন্যই বা এখানে রয়েছেন? (কে ভবন্তো বৈ কিমর্থমিহ তিষ্ঠথ)।

কাশীদাসী মহাভারতে বলা হয়েছে—

যুধিষ্ঠিরে সবে পেয়ে জ্ঞাতি গোত্রগণ।
চতুর্দিকে ডাকে সবে হরষিত মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শত ভাই দুর্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন॥
ভীমার্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডুরাজ সনে॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী আছে সেই পুরী॥
সবে বলে যুধিষ্ঠির তুমি পুণ্যবান্।
স্বকায়ে দেখিয়ে স্বর্গে দেব ভগবান॥
অল্প পাপ হেতু মোরা পাই বড় ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
তোমা দরশনে দুঃখ হইল বিনাশ।
চন্দ্রের সদৃশ নেন তোমার প্রকাশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি পানে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনেন শ্রবণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পেয়ে ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয়॥ (স্বর্গ)

কিন্তু বেদব্যাসের মহাভারতে যুধিষ্ঠির এই প্রকার প্রশ্ন করলে

চারিদিক হতে ধ্বনিত হলো, প্রভু, আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্রগণ এইভাবে তাঁরা আর্তস্বরে বলে উঠলেন।

ঐ স্থানে ঐ সব কাতরোক্তি শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—এটা কি দৈববিধান? (কিং ন্বিদং দৈবকারিতম্)।

> কিং তু তৎ কলুষং কর্ম কৃতমেভির্মহাত্মভিঃ।
> কর্ণেন দ্রৌপদেয়ৈর্বা পাঞ্চাল্যা বা সুমধ্যয়া॥
> য ইমে পাপগন্ধেঽস্মিন্ দেশে সন্তি সুদারুণে।
> নাহং জানামি সর্বেষাং দুষ্কৃতং পুণ্যকর্মণাম্॥ (স্বর্গ) ২।৪৩-৪৪

—আমার এই মহান ভ্রাতৃবর্গ, কর্ণ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ অথবা স্বয়ং পাঞ্চাল কন্যা দ্রৌপদী কি এমন পাপ করেছেন, যার জন্য তাঁরা এই দুর্গন্ধপূর্ণ ভয়ঙ্কর স্থানে রয়েছেন? এই সব পুণ্যাত্মা কখনও কোন পাপকর্ম করেছেন বলে আমার জানা নেই।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন কি এমন পুণ্য কর্ম করেছে যাতে সে স্বর্গীয় সুখে পাপিষ্ঠ অনুচরবর্গের সঙ্গে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করছে এবং অত্যন্ত সম্মানিত হচ্ছে? আর কোন কর্মের এই পরিণাম যে এঁরা নরকে গেছেন? আমার ভ্রাতারা সর্বধর্মজ্ঞ, বীর, সত্যবাদী এবং শাস্ত্রানুশাসনে তৎপর। ক্ষাত্রধর্মে অবিচলিত থেকে এঁরা মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণাও দিয়েছেন।

> কিং নু সুপ্তোঽস্মি জাগর্মি চেতয়ামি ন চেতয়ে।
> অহো চিত্তবিকারোঽয়ং স্যাদ্ বা মে চিত্তবিভ্রমঃ॥ (স্বর্গ) ২।৪৮

—আমি কি নিদ্রিত না জাগরিত? আমার কি চেতনা রয়েছে? হায় এটা কি আমার মনের বিকার, না ভ্রম?

দুঃখ ও শোকে মুহ্যমান যুধিষ্ঠির মনে মনে এই প্রকার নানা চিন্তা

করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি চিন্তায় যেন শিথিল হয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দেবতাদের ও ধর্মের নিন্দা করতে লাগলেন।

ঐ স্থানের দুঃসহ দুর্গন্ধে ভিন্ন চিত্ত হয়ে দেবদূতকে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি যাঁদের দূত, তাঁদের নিকট ফিরে যাও। আমি ঐ স্থানে যাব না। এই স্থানেই রইলাম। কারণ আমার এই শোক সন্তপ্ত ভ্রাতারা আমার সংস্রবে সুখ অনুভব করছেন—এই কথা তোমার প্রভুকে গিয়ে জানাও। যুধিষ্ঠির এই কথা বলার পর দেবদূত যেখানে ইন্দ্র আছেন, সেই স্থানে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরের সব কথা দেবরাজ ইন্দ্রকে নিবেদন করলেন।

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হলেন, তাঁদের আগমনে নরকের অন্ধকার অপসারিত হল। ঐ স্থানে পাপীদের যন্ত্রনার সকল বিষয় অদৃশ্য হয়ে গেল। (নাদৃশ্যন্ত চ তাস্তত্র যাতনাঃ পাপকর্মিণাম)। বৈতরনী নদী এবং কুটশাল্মলীবন আর দেখা গেল না। ভয়ঙ্কর লৌহ কলস ও শিখা আর দৃষ্টি গোচর হল না। বরং যুধিষ্ঠির চারদিকে যে সব বিকৃত শরীর দেখছিলেন, তাও সহসা যেন অদৃশ্য হল। চারদিকে শীতল সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হলো।

অতঃপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথা বললেন,- যুধিষ্ঠির, তুমি অক্ষয়লোক লাভ করেছ। তোমার আক্ষেপের আর প্রয়োজন নেই। এস, আমাদের সঙ্গে চল, তুমি সিদ্ধি লাভ করেছ, সেইজন্য আমাদের সঙ্গে তোমার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছে। তোমাকে নরক দর্শন করাতে হয়েছে বলে ক্রোধ প্রকাশ কর না। সব রাজাকেই অবশ্যই নরকদর্শন করতে হয়।

শুভানামশুভানাঞ্চ দ্বৌ রাশী পুরুষর্ষভ।
যঃ পূর্বং সুকৃতং ভুঙক্তে পশ্চান্নিরয়মেব সঃ॥
পূর্বং নরকভাগ যস্তু পশ্চাৎ স্বর্গমুপৈতি সঃ।
ভূয়িষ্ঠং পাপকর্মা যঃ স পূর্বং স্বর্গমশ্নুতে॥ (স্বর্গ) ৩।১৩-১৪

—পুরুষ শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যজীবনে পুণ্য ও পাপের দুটি ভাগ সঞ্চিত হয়। যে প্রথমে পুণ্যফল ভোগ করে, তাকে পরে নরকে গমন করতে হয়। পরন্তু যে লোক প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পরে অবশ্যই স্বর্গে যাবে। যার পাপ বেশী, সে কিন্তু প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে।

আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই প্রথমে নরক দর্শন করাবার জন্য এখানে পাঠিয়েছি। তুমি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে প্রতারিত করেছিলে, তাই আমি তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখিয়েছি। তোমার ভ্রাতারা ও দ্রৌপদীও ছলক্রমে নরক যন্ত্রনা ভোগ করছে। তারা সকলেই পাপমুক্ত হয়েছে। তোমার পক্ষে যে সব রাজারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তারা সকলেই পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করেছে। তাদের দর্শন করতে এস। তুমি যার জন্য অনুতাপ করছ, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ ও পরম সিদ্ধি লাভ করেছে। সে এখন স্বস্থানে অবস্থান করছে। সুতরাং তার জন্য শোক করো না। তোমার ভ্রাতারা, তোমার পক্ষীয় নৃপতিরা সকলেই যোগ্য স্থান লাভ করেছে। সুতরাং তুমি শোক করো না। তুমি পূর্বে কষ্ট ভোগ করেছ, এখন শোকহীন হয়ে আমার সঙ্গে ভ্রমণ কর। তুমি নিজের তপস্যার দ্বারা অর্জিত কর্ম লাভ কর। তুমি এই আকাশ গঙ্গায় স্নান করে দিব্যলোকে যেতে পারবে।

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলার পর ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমার ধর্মে অনুরাগ, সত্যবাদিতা, ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয়সংযমাদি গুণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এই আমি তোমাকে তৃতীয়বার পরীক্ষা করলাম। দ্বৈতবনে অরণি কাষ্ঠ অপহরণের পর যখন যক্ষরূপে তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি আমার সেই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলে। পুনরায় মহাপ্রস্থানকালে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের মৃত্যুর

পর আমি কুকুরের রূপ নিয়ে তোমাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেছিলাম, তাতেও তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন যে তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে নরকে থাকতে ইচ্ছুক হয়েছিলে, ইহা ও আমার তৃতীয়বার পরীক্ষা সব পরীক্ষাতেই তুমি নির্দোষ ও নিষ্পাপ বলে প্রমাণিত হয়েছ।

তোমার ভ্রাতারা নরকে বাস করবার যোগ্য নয়। তুমি যে নরক দর্শন করেছ তা ইন্দ্রের মায়া। (মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতাঃ)।

অতঃপর যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় অবগাহন করে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে, দিব্য দেহ ধারণ করে যেখানে পাণ্ডবরা ও কৌরবরা আছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন।

দিব্যলোকে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতিকে তাঁদের মনুষ্য জন্মের পূর্ব দেহে দেখলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি বীরদের স্ব স্ব মূল স্বরূপে বিগ্তমান দেখতে পেলেন।

যুধিষ্ঠির, তাঁর চার ভ্রাতা ও পত্নী দ্রৌপদী সহ সশরীরে স্বর্গ গমনের সদ্‌সঙ্কল্পে রাজ্য ত্যাগ করে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু স্বর্গের পথে এক এক করে তাঁর সব আত্মীয় মারা গেলেন। যখন তাঁর সহধর্মিণী ও ভ্রাতারা এভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন, তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন কেন তাঁদের সতীসাধ্বী স্ত্রী ও অনুজরা স্বর্গ গমনে ব্যর্থ হলো।

যুধিষ্ঠির প্রত্যেকের পতনের কারণ দেখিয়ে ভীমকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাঁদের পতনের যে সব কারণ দেখালেন, সে তুলনায় তাঁরই অনেক আগে পড়ে যাওয়া বিধি সম্মত হতো।

তাঁর দ্যূতাসক্তি—তাঁর স্ত্রী ও ভ্রাতাদের দুঃখের কারণ হয়েছিল। দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে কৃষ্ণ কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন,—রমণীর প্রতি আসক্তি, পাশা খেলা, মৃগয়ার নেশা এবং মদ্যপান—শাস্ত্রে এই

চারিটি দুঃখের হেতু বলে কথিত আছে। এই দোষ লোককে শ্রীহীন করে। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে—যদিও এই সবগুলিই দোষণীয়, তবে তার মধ্যে পাশা খেলাই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দোষ। এই শ্রেষ্ঠ দোষে তিনি দুষ্ট এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যর মৃত্যুর জন্যও যুধিষ্ঠিরই সম্পুর্ণরূপে দায়ী। তিনি শুধু এ ক্ষেত্রে কপটতাই করেননি, তিনি কৃতঘ্নও।

কবি Dryden বলেছেন—Where trust is greatest, there treason is in its most horrid shape যুধিষ্ঠির চরিত্র এই উক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু সেই যুধিষ্ঠিরই একমাত্র সশরীরে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের মুখে শোনা গেছে যে অর্জুন শেষ যাত্রার বা মহাপ্রস্থানের পথের বহু পূর্বে উগ্র তপস্যা করে স্বর্গে গিয়ে, সব দেবতাদের তুষ্ট করে, বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করে, মর্তে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ অভিযানে তিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না।

বিধাতার এই পরিহাস পাঠকের মনকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু বিধাতার বিচার দুর্বোধ্য।

রামের বনগমন পিতার সম্মান ও সত্যের সম্মান রক্ষা। যুধিষ্ঠিরের বনগমন পাশা খেলার পণে পরাজিত হয়ে নির্বাসন।

দশরথ কৌশল্যা ও অযোধ্যাবাসী নির্বিশেষে রামের বনগমন অভিপ্রায়ে দুঃখে কাতর, সকলে একবাক্যে রামকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনগমন কারো কারো মনে দুঃখের ছায়াপাত করলেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে কেউ চেষ্টা করেননি। কারণ তাঁর এই বনবাস তাঁর কৃতকর্মের ফল। এই প্রসঙ্গে Herrick

এর None pities him that is in the snare, who warne before, would not beware উক্তিটি প্রযোজ্য।

বনবাস কালে রামের জীবনে দুঃখের ঘটনা একমাত্র সীতাহরণ নতুবা তিনি আনন্দেই প্রকৃতির রম্য ভূমিতে মুনি ঋষিদের সঙ্গ পে পরম সুখ শান্তিতে বনবাসের দিনগুলি অতিবাহিত করছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনবাস জীবন দুঃখকষ্টে পূর্ণ। তাঁরই কৃতকর্মে জন্য তাঁর নির্দোষ ভ্রাতাদের ও স্ত্রীকে বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে আত্মধিক্কারে তিনি একেবারে সঙ্কুচিত। কখনো কখনো তাঁকে ভে পড়তে দেখা গেছে। তখন মুনি ঋষির হিতবাক্যে পুনঃ প্রকৃতি হয়েছেন।

রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে বিরাধ রাক্ষস ও শূর্পণখার কাহিনী সী হরণের পূর্ব সূচনা। মহাভারতের বনপর্ব সে প্রকারের নয়। দুঃ পীড়িত যুধিষ্ঠির ভাইদের স্ত্রী ও সহচরদের সঙ্গে বন হতে বনান্তে যাচ্ছেন। নিজের অনুশোচনার জ্বালা ও প্রিয়জনের তীব্র বাক্যবা তিনি জর্জরিত হচ্ছেন। মহর্ষি, দেবর্ষির নানা উপদেশ তাঁর দুঃখে আগুনে বারি সিঞ্চন করেছে। রামের মত যোদ্ধা তিনি নন রামের মত আত্মনির্ভরশীল বা নিজের উপর আস্থাভাজনও নন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনার জন্য তিনি অর্জুনকে পাঠিয়েছিলেন দেবলো হতে নানা রকম অস্ত্র সংগ্রহ করে আনতে। ভীমার্জুনের শক্তি কৃষ্ণের বুদ্ধিই তাঁর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সামগ্রিক সহায় সম্বল।

রামের সর্বমুখী বিচক্ষণতা—যথা যুদ্ধে সাহসিকতা, বিপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রাজনীতিজ্ঞান ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরে একান্ত অভা রামের কবি চিত্ত বা প্রকৃতি প্রেম যুধিষ্ঠিরে সম্পূর্ণ অভাব। রামায় বহু জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রামের পত্নী বিরহকে গভীর হ গভীরতর করতে দেখা গেছে। যদিও উভয়েই দীর্ঘকাল বনব করেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের জন্য প্রাকৃতিক যে সৌন্দ

রামকে মুগ্ধ করেছিল, আকৃষ্ট করেছিল, সেই সৌন্দর্য সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ উদাসীন।

অরণ্যকাণ্ডে রাম যখন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সংগঠন করছেন তাঁর বিচিত্র সেনাবাহিনী, তখন এরূপ পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠির একেবারেই যেন নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতির কর্তব্য ভীমার্জুনের। তিনি অগ্রজের সমগ্র সুযোগ সুবিধা পরিগ্রহণে আত্মতৃপ্ত।

ছদ্মবেশী ধর্ম যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, যুধিষ্ঠির প্রথম বরে ব্রাহ্মণ যেন অরণি কাষ্ঠ ফিরে পান, দ্বিতীয় বরে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করার পর ত্রয়োদশ বর্ষে নির্বিঘ্নে অজ্ঞাত বাস কাল অতিবাহিত করতে পারেন এবং সর্বশেষ বরে ধর্মে যেন তাঁর মতি থাকে এই প্রার্থনা করলেন। এ যেন বিষয় বিত্ত ভোগী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অভিলাষী সাধারণ মানুষের বর প্রার্থনা। এক্ষেত্রে আমরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যেন চিনতে পারছি না। তাঁর মত ধার্মিক জ্ঞানী পুরুষ আরও মহত্তর ও উচ্চতর বর যাচ্ঞা করবেন আমাদের এ প্রত্যাশা কি অবাস্তব? এ প্রসঙ্গে উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী ও ঋষিপুত্র নচিকেতার কাহিনী আমাদের মনে এক বিরাট বিপরীত দৃষ্টান্ত বলে প্রতীতি জন্মায়।

যুধিষ্ঠিরের আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় বরটি কি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ঈপ্সিত পথ রক্ষা করেছে? ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর ধাপে ধাপে ধর্মপথভ্রষ্ট মনকে ধর্মে নোঙ্গরাবদ্ধ করবার প্রয়াস?

অজ্ঞাতবাস কালেও দ্যূতক্রীড়াকে তাঁর পেশা রূপে ব্যবহার করেছেন এবং এই খেলার দ্বারা অর্জন করেছেন প্রভূত ধন। জুয়াখেলা অধর্মের একটি সোপান নয় কি?

যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে যুধিষ্ঠির শল্যকে বিপক্ষে থেকেও যে ভাবে

শত্রুকে দুর্বল করে পাণ্ডবদের সহায়তা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন—তা কি ধর্ম চরিত্রের পরিপন্থী নয় ?

শিখণ্ডী প্রথমে নারী রূপে জন্মেছিলেন। ভীষ্ম তাই তাঁর উপর অস্ত্রক্ষেপণ করবেন না—এই কথা জানতে পেরে শিখণ্ডীকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে ভীষ্মকে নিরস্ত্র করে অর্জুনকে দিয়ে পরাজিত করানো কি অধর্মের আরও একটি সোপান অতিক্রম করা হয়নি ?

গুরু দ্রোণাচার্যকে বধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রর মৃত্যু সংবাদ অস্পষ্ট ভাবে পরিবেশন করে যে ছলনা করেছিলেন তার দ্বারা তিনি কি অধর্ম পথেই ক্রমে এগিয়ে যাননি ?

যদিও মহাভারতে বলা হয়েছে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে বা ছলনা করে রথী মহারথীদের নিহত করেছেন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের ধর্মের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের ধর্মের অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ভূরিশ্রবা যখন সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন এবং সাত্যকিকে পরাস্ত করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করবার জন্য তাঁর কেশগুচ্ছ ধরেছেন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলেন। পরে সাত্যকি সকলের নিষেধ অমান্য করে যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলের নিষেধ অমান্য করে দ্রোণের কেশ ধরে তাঁর শিরচ্ছেদ করেন।

কর্ণের শক্তি হ্রাস করবার জন্য দানবীর কর্ণের থেকে অর্জুনের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর রক্ষা কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করে নিয়ে আসেন।

কর্ণের রথের বাম চাকা ভূমিতে বসে গেলে, কর্ণ মুহূর্ত্ত কাল অর্জুনকে অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু কর্ণ যখন ভূমিতে অবতরণ

করে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তুলবার চেষ্টা করলেন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন বাণদ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন।

কৃষ্ণের ছলনায় সূর্য্যকে মেঘাবৃত রেখে জয়দ্রথকে শত্রুব্যূহ হতে বের করে এনে অর্জুন তাঁকে বধ করেন।

গদা যুদ্ধে ভীম যখন দুর্যোধনের নিকট পরাভূত হচ্ছিলেন, তখন অর্জুনের ইঙ্গিতে ভীম গদাঘাতে দুর্যোধনের বাম উরু ভঙ্গ করলেন। এটাও গদাযুদ্ধ বিরোধী পন্থা।

উপরোক্ত কোন পন্থাই ধর্মানুযায়ী বলা যায় না। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র ও সত্যবাদী হয়েও ক্ষাত্রধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দমনের জন্য অন্যায়রূপে শত্রুকে পরাস্ত করতে দ্বিধা করেননি।

মাতুল শল্য যিনি যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে কর্ণের সারথি থাকাকালীন নানা উক্তির দ্বারা কর্ণকে উত্যক্ত করে তাঁর শক্তি হ্রাস করে পাণ্ডবদের কর্ণবধে সহায়তা করেছিলেন, তাঁকে যুধিষ্ঠিরের বধ করা ক্ষাত্র ধর্মে সঙ্গত হলেও, তাঁর মানবতা বোধের অভাবের পরিচায়ক।

পরাজিত দুর্যোধন যখন হ্রদে আশ্রয় নিলেন তখন যুধিষ্ঠির তাঁর উদ্দেশ্যে যে শ্লেষোক্তি করেছিলেন, তার দ্বারা যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে না কি? একের পর এক অধর্মাচরণ করে বীরদের অন্যায় ভাবে নিহত করানো হয়েছে যে যুদ্ধে, সেই যুদ্ধের অধিনায়ককে ধর্মরাজ বলে অভিহিত করাকে ধর্মকে যেন ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের স্বভাবগত ধর্ম পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার জন্য তাঁর পরিবেশ কি বিশেষ ভাবে দায়ী নয়? ঘটনা চক্রের আবর্ত্তে তিনি যেন আদর্শচ্যুত হয়েছেন। ধাপে ধাপে ধর্মপথ ভ্রষ্ট হয়েছেন।

যদিও যুধিষ্ঠির ধর্মভীরু, কিন্তু অবস্থা পরিবেশে অধর্ম আচরণে তিনি অনুতপ্ত নন। তাই অন্যায়ভাবে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করবার

জন্য অর্জুন তাঁকে তিরস্কার করলেও, তাঁকে অনুতপ্ত হতে দেখা যায়নি।

অশ্বত্থামা যখন নারায়ণাস্ত্রে পাণ্ডব সৈন্য বধ করেছিলেন, তখন অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখে যুধিষ্ঠির ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রোণাচার্য্যর অন্যায় কার্য্যাবলীর উল্লেখ করে অর্জুনকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

দুর্যোধনকে অন্যায় ভাবে নাভির নীচে গদা যুদ্ধে আঘাত করে উরুভঙ্গ করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্ৎসনা করে চলে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে দুর্যোধনের সারা জীবন তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই কারণে ভীমের মনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য তিনি ভীমের এই অন্যায় আচরণকে উপেক্ষা করেছেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে সমষ্টির স্বার্থে বা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য একমাত্র অধর্মাচরণের মাধ্যমে পাণ্ডবরা জয়লাভ করেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের জীবনে কয়েকটি স্থানে সব চেয়ে বেশী মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে বর দিতে চাইলেন, তখন যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন দানে জননী মাদ্রীর একটি পুত্রকে তাঁর তর্পণের জন্য জীবিত রাখতে চাইলেন। দ্বিতীয়বার কুকুররূপী ধর্মকে পরিত্যাগ করে তিনি ইন্দ্রের আনীত রথে আরোহণ করতে সম্মত হননি। তৃতীয়বার পূতিগন্ধময় অন্ধকার নরকে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করবেন বলে দেবদূতকে বিদায় দিলেন।

রাম ও যুধিষ্ঠির উভয়েই ধার্মিক, সত্যবাদী, পণ্ডিত, ধীরস্থির। উভয়েই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। যুধিষ্ঠিরের সহিষ্ণুতা অসাধারণ। ভীম ও দ্রৌপদী বারংবার সমালোচনা বা শ্লেষোক্তি দ্বারা তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গতে পারেননি। তিনি যেন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—অটল অনড়।

রামের চরিত্রে যে আত্মপ্রত্যয় ও বলিষ্ঠ দৃঢ়তা দেখা যায়—তার একান্ত অভাব যুধিষ্ঠির চরিত্রে। কৈকেয়ীর আদেশে রাম যখন বনে

যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তখন কৌশল্যা, লক্ষ্মণ বা প্রজাদের কাকুতি মিনতি তাঁকে তাঁর সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর প্রতি এই অন্যায় শাস্তি যে অন্যায় ভাবে চাপানো হচ্ছে, তা উপলব্ধি করেও তাঁর দৃঢ় সংকল্প হতে কেউ তাঁকে টলাতে পারেননি।

রাম যখন যে কাজ করবেন স্থির করেছেন, কেউই তাঁকে তা হতে নিরস্ত করতে পারেনি। এমন কি যে দশরথের সত্য পালনে তিনি সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে বনে যাচ্ছেন, তাঁর অনুরোধেও একটি রাত্রি অযোধ্যায় বাস করতে সম্মত হননি। তেমনি সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাহায্যের জন্য অন্যায় সমরে বালীকে বধ করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সেইরূপ তপস্যারত শম্বুকের শিরচ্ছেদ করতে তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। এবং কোন কৃতকর্মের জন্যই তাঁকে কখনও অনুতাপ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কৃতকর্মের জন্য বার বার অনুশোচনা করতে দেখা গেছে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে রাম তাঁর চিরন্তন রীতির ব্যতিক্রম করেছিলেন। সীতার সতীত্ব পরীক্ষা দ্বারা তাঁকে শুদ্ধ জানা সত্ত্বেও অপবাদ ভয়ে ভীত হয়ে প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি তাঁকে বিসর্জন দিলেন। সীতা বিসর্জন দ্বারা তিনি কেবল নিজের চিত্ত দৌর্বল্যই প্রকাশ করেননি, দুর্জন অপবাদকারীদের অন্যায়কে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির চরিত্রে বাৎসল্য রস দেখা যায়—অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত। তাঁর এই শোকের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই স্নেহময় পিতৃ হৃদয়কে। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে লবকুশের পরিচয় জেনেও রামকে যেমন শান্ত সমাহিত ভাবে উপবিষ্ট দেখা গেল, তাতে রামের মধ্যে কোন বাৎসল্য রস আছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘকাল পর সন্তানের পরিচয় পেয়েও তিনি কোন প্রকার উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ তাঁদের সম্বন্ধে প্রকাশ করেননি।

সন্তানদের পরিচয় পেয়েও এমন নির্লিপ্ত ভাবও বোধ হয় রামের প্রজারঞ্জনের আর একটি অঙ্গ।

সর্বশেষে সীতার অন্তর্ধানের পর তিনি হঠাৎ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রামের মত দৃঢ় চরিত্রের পুরুষের পক্ষে এ ধরণের আচরণ যেন খুবই অস্বাভাবিক। তাই তিনি অতি দ্রুত নিজেকে সংযত করে নিলেন।

রাম যেন আমাদের নাগালের বাইরে। মানব চরিত্রের দুর্বলতা তাঁকে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারেনি। তিনি যেন সব কিছুতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেকে দশের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন দশেরই একজন। দোষগুণের মানুষ। কৃতকর্মের ফলে জর্জরিত ভাগ্যের চক্রান্তে তিনি বিধ্বস্ত প্রায়। তিনি কর্মী ধার্মিক জ্ঞানী হয়েও যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করে সারাজীবন অতিবাহিত করলেও, তিনি কখনও অর্জুনের মত তপস্যা করেননি। তিনি যেন অতি সাধারণ মানুষ—যাঁকে আমরা চিনতে পারি বুঝতে পারি। যাঁর কাজকর্মের সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু রামকে মহাপুরুষ বলে আমরা যেন সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াই। তিনি যেন কারো সমালোচনার পরোয়া করেন না। তাই কেউ কেউ তাঁকে অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন—যাঁর কৃতকর্মের সমালোচনা বা কর্মের কোন কৈফিয়ৎ পাওয়া সম্ভব না।

রামের জীবনে তাঁর প্রধান অভিপ্রায় তিনি এক নিষ্কলঙ্ক নৃপতি। তাই পিতৃসত্য পালনে তিনি স্বেচ্ছায় বনগমন করলেন। দশরথের প্রতিজ্ঞা পালনে রামের কোন নৈতিক বাধ্যতা ছিল না। কিন্তু তবু তিনি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করেই তা করেছেন। আবাল্যের পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ প্রজাদের তুষ্টির জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছেন। সত্যরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালনে

তিনি সর্বদা বদ্ধপরিকর। প্রজারঞ্জনের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অতুলনীয়। শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। আদর্শ রক্ষার্থে নিজের সুখকেও তিনি বিসর্জন দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই স্নেহশীল পুত্র ও স্নেহময় ভ্রাতা। ভ্রাতাদের, জননী ও সহধর্মিণীকে কেন্দ্র করেই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবন নাট্য। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত যুধিষ্ঠির তাঁদের ভরণ পোষণ ও চিন্তায় সর্বদা বিব্রত।

রামের চরিত্রে এই স্নেহময় ভ্রাতার চিত্র সময় সময় আমরা খুঁজে পাই। লক্ষ্মণকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন প্রভু ভৃত্যের। তিনি আজ্ঞা করে যাচ্ছেন একটির পব একটি লক্ষ্মণ নীরবে তা (সময় সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও) পালন করছেন। কখনও রাম ভরতের প্রশংসায় মুখর। কখনও তিনি ভরতের প্রতি সন্দিহান। তাই রাম চরিত্র যেন সহজ বোধগম্য নয়।

কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র হয়েও কাম বা অর্থকে ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি রাজপুত্র হয়েও যেন সাধারণ গৃহস্থের দোষে গুণে মানুষ তাই তাঁকে সহজেই চেনা যায়। বোঝা যায়।

যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়ী হয়েও শোকে তাপে নিজেকে পরাজিত মনে করেছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু ও ঘটোৎকচকে হারিয়ে বার বার এই প্রশ্নই তিনি নিজেকে করেছেন এই যুদ্ধে তাঁর কি লাভ হল ? আপন প্রিয়জন সবাইকে হারিয়ে কাকে নিয়ে তিনি রাজ্য সুখ ভোগ করবেন। কর্ণের পরিচয়ে তাঁর এই দুঃখ আরও গভীর হলো। যিনি তাঁদের জন্ম বৈরী, তিনি কুন্তী দেবীরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুধিষ্ঠিরদেরই অগ্রজ এই সংবাদে যুধিষ্ঠির অনুতাপের তুষানলে যেন দগ্ধ হয়েছেন। অনুতপ্ত যুধিষ্ঠির বলেছেন তাঁরা জয়ী হলেও তাঁরা পরাজিত। আর যারা পরাজিত তারাই জয়ী হলো। যে জয়ের শেষে অনুতাপ আসে সেটা প্রকৃতই পরাজয়।

রামের জীবনে কোন কারণেই এরূপ অনুশোচনা আসেনি। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করতে হলেও তাঁর অনুতাপ আসেনি যেহেতু রাজদণ্ড তাঁর হাতে। তিনি আদর্শ নৃপতি।

রামের নির্লোভতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সীতা উদ্ধারের পর পরম সুহৃদ সুগ্রীব ও বিভীষণকে যথাক্রমে কিষ্কিন্ধ্যা এবং লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রিক্ত হস্তেই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। এমন কি বিভীষণ রামদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবার জন্য কুবেরের যে পুষ্পক রথটি দিয়েছিলেন, অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী ভারতাশ্রমের নিকট সেই রথ হতে অবতরণ করে সেই রথকে তার ন্যায্য অধিকারী কুবেরের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বনবাস কালেও রাম কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা জয়ের দ্বারা দিগ্বিজয় করেছিলেন।

দশরথের তিনশ পঞ্চাশ জন পত্নী ছিল। কিন্তু রাম একদার, যাঁর জীবন উত্তান পতনে বিচিত্র।

কৈকেয়ী শকুনি ও দুঃশাসন

Well does Haven take care that no man secures happiness by crime, ইটালীয় কবি Count Vittorio Alfieri এর এই উক্তি রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের কৈকেয়ী ও শকুনি চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই দুই চরিত্র যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের শয়তান চরিত্র রূপে বর্ণিত হয়ে থাকে।

কৈকেয়ীর ঈর্ষা ও শকুনির শঠতা ও দুঃশাসনের বর্বরতা এই দুই মহাকাব্যের নায়কদ্বয়ের সর্বপ্রকার দুর্ভোগের কারণ। কিন্তু পরিণামে কৈকেয়ীর পুরস্কার, ভরতের কুণ্ঠাহীন তিরস্কার, অন্যপক্ষে শকুনি সবংশে বিনষ্ট হলেন এবং দুঃশাসন নির্মম পরিণতি পেলেন। রামের বনবাসের জন্য কৈকেয়ীকে কি যথার্থ দায়ী করা সঙ্গত? তেমনি কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য কি শকুনি দায়ী? এ জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্যে এই দুই মহাকাব্যের ঘটনা প্রবাহে অবগাহন প্রয়োজন।

রামায়ণে মহারাজ দশরথের মহিষী, রাজমাতা কৈকেয়ীর সঙ্গে মহাভারতের গান্ধাররাজ সুবল নন্দন, গান্ধারীর অগ্রজ শকুনির বা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুঃশাসনের কোন মিল নেই। কৈকেয়ীর জন্য রাজা দশরথের রাজপরিবার সুখ শান্তি বর্জিত হয়ে চৌদ্দ বছর অশেষ দুঃখের মধ্যে কাল কাটিয়েছে, তেমনি শকুনির ও দুঃশাসনের জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও কুরুকুল ধ্বংস হয়েছিল। এইজন্য এই তিন চরিত্রকে এক বন্ধনীর মধ্যে ফেলা যায়। নতুবা অন্য কোন অংশে এ তিন চরিত্রের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

এই তিন চরিত্রের চক্রান্তে এই দুই মহাকাব্যের ঘটনার গতি সচল ছিল। নতুবা এই দুই মহাকাব্য অচলায়তন হতো।

কৈকেয়ী কেকয়াধিপতি অশ্বপতির কন্যা, অযোধ্যার মহারাজা দশরথের মহিষী ও ভরত জননী। রাজা দশরথের তিন মহিষী ছিলেন। কিন্তু কোন রাণীর দ্বারা কোন সন্তান লাভ না হওয়ায় সৎপুত্র লাভের আশায় পূর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে, তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

দশরথের বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন। যজ্ঞাগ্নি হতে উত্থিত এক তেজস্বী পুরুষ প্রজাপতি প্রেরিত সন্তান দায়ক পায়স দশরথকে দিয়ে রাণীদের তা খেতে দিতে বলেন। সেই পরমান্ন খেয়ে কৈকেয়ী মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে ভরতকে লাভ করেন।

কুব্জা মন্থরার কুমন্ত্রণার দ্বারা আচ্ছন্ন ও প্রলুব্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত কবি বাল্মীকি পাঠকদের কেবল জানিয়েছেন কৈকেয়ী রাজা দশরথের তিন মহিষীর একজন, কখনো তাঁকে মধ্যমা কখনো বা তাঁকে কনিষ্ঠা মহিষী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বড় পরিচয় তিনি ভরতজননী।

কৈকেয়ীর সঙ্গে তাঁর পিতৃগৃহ হতে একজন কুব্জা মন্থরা নাম্নী দাসী এসেছিল। তার গৃহ, বংশ ও স্বভাবের পরিচয় কেউই জানতো না। এক শুভ প্রভাতে মন্থরা দেখলো অযোধ্যা নগরী সুন্দর সাজে সজ্জিতা, রাজপথ চন্দন জলে লিপ্তা, প্রজাবৃন্দ আনন্দে ফেটে পড়ছে সারা রাজধানী যেন কর্ম চঞ্চল। মন্থরা রামের ধাত্রীকে এত আনন্দের কারণ জিজ্ঞেস করল। ধাত্রী মন্থরাকে জানালো আগামী পুষ্যা নক্ষত্রে রাম যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবেন।

এ সংবাদ তীক্ষ্ণ শরের মত মন্থরাকে বিদ্ধ করলো। শরাহত হরিণীর ন্যায় ছুটে সে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে শয়ান

কৈকেয়ীকে বললে, তুমি কিরূপে শুয়ে আছ? তোমার ক্ষতির আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে। তুমি দুঃখে পীড়িত হয়েও নিজের অবস্থা বুঝতে পারছ না। প্রকৃত পক্ষে তুমি অনভিলষিত অর্থাৎ মনে রাজা তোমাকে ভালবাসেন না, অথচ বাইরে সুভাগার আদর পেয়ে তুমি স্বামী সোহাগের গর্ব কর। তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্ম কালের নদীর স্রোতের মত চঞ্চল। মন্থরার এইরূপ কথা শুনে কৈকয়ী বিষাদগ্রস্ত হয়ে মন্থরাকে জিজ্ঞেস করেন তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে কি?

মন্থরা জানালো কৈকেয়ীর সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে, যার কোন প্রতিকার নেই। রাজা দশরথ রামকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করছেন। তুমি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেছ, রাজার মহিষী হয়েছো, কিন্তু রাজধর্মের উগ্রতা কেন বুঝতে পারছ না? তোমার স্বামী মুখে ধর্ম কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি অতি শঠ। তাঁর মুখে মধুর বাক্য কিন্তু হৃদয় অতি ক্রূর। তুমি তাঁকে নির্মল চিত্তের মনে কর বলেই আজ বঞ্চিত হচ্ছ। তিনি তোমাকে অহেতুক কিছু প্রিয়বাক্য বলেন। কিন্তু আজ তিনি কৌশল্যাকে রাজ্যৈশ্বর্য্য দিয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন। ক্রূর মহারাজ দশরথ ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে আগামী কাল নিষ্কণ্টক রাজ্যে রামকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। এইভাবে মন্থরা রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রামের অভিষেকের সংবাদ জানালো। সঙ্গে সঙ্গে দশরথের নানা কুৎসা গাইতে থাকলে এবং আরও বলজে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে কৈকেয়ী, ভরত ও মন্থরার সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে মনে করে দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে কৈকেয়ীর নিকট সে ছুটে এসেছে। কারণ কৈকেয়ীর দুঃখে সে দুঃখ পাবে। কৈকেয়ীর উন্নতিতে সে আনন্দ পাবে। মন্থরা কৈকেয়ীকে অবিলম্বে তাঁর নিজের হিত হয় এমন কাজ করতে প্ররোচিত করতে থাকে।

মন্থরার মুখে কৈকেয়ী রামের অভিষেকের সংবাদ শুনে আনন্দে মন্থরাকে নানা মূল্যবান উপহার দিয়ে বললেন—

রামে বা ভরতে বাঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে ঃ
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ (অঃ) ৭।৩৫

—রাম ও ভরতের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনে যেহেতু রাজা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন, সেই হেতু আমি সন্তুষ্ট।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কৈকেয়ী মন্থরাকে বর চাইতে অনুরোধ করেন। কৈকেয়ী চরিত্র এখানে অপূর্ব। স্বর্গের শিশুর মত সরল, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। স্নেহভরা মাতৃহৃদয়। ঈর্ষা বা অসূয়ার লেশ মাত্র নেই। রামের জন্য মাতৃহৃদয়ের অনাবিল স্নেহে কৈকেয়ীর হৃদয় পূর্ণ ছিল-তার যথেষ্ট উদাহরণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর একদিন রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে মৃগয়ায় গেলেন। শিকারের খোঁজ করতে করতে মৃগরূপী মারীচকে দেখে বাণ নিক্ষেপ করেন। রামের বাণের তাড়া খেয়ে মারীচ ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন দুই ভাই বনে বিচরণ করতে থাকলে অনেক সময় অতিবাহিত হলো, ঐদিকে রাজপ্রাসাদে সকলেই দীর্ঘ সময় রামকে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। রামের খোঁজে দশরথ ও কৌশল্যা কৈকেয়ীর কাছে গেলেন। কৈকেয়ী তখন তাঁদের বললেন—

... ... আমি কিছু নাহি জানি।
আজ তেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি ॥
আজ বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে। (অঃ)

এ স্নেহ কত অপকট !

তিনি মন্থরাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন রাম অভিষিক্ত হলে দুঃখের

কোন হেতু নেই। নানা কুমন্ত্রণা দিয়ে মন্থরা রামের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর মন বিষাক্ত করতে চেষ্টা করল। তখন রামের প্রতি মন্থরার বিদ্বেষভাব দেখে তিনি বললেন—

রাম সর্বগুণসম্পন্ন এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মহোৎসবের সংবাদে তুমি কেন দুঃখিত হচ্ছ? কৈকেয়ী নানাভাবে মন্থরার মন রামের প্রতি অনুকূল করতে চেষ্টা করেন।

ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃ পৈতামহং রাজ্যমবাপ্সতি নরর্ষভ॥ (অঃ) ৮।১০

—রামের শতবর্ষ রাজ্য পালনের পর নরশ্রেষ্ঠ ভরতও নিশ্চয় পিতৃ পিতামহ শাসিত রাজ্য পাবে।

যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু॥
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৃংস্তু রাঘবঃ॥ (অঃ) ৮।১৮-১৯

—আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, রামেরও তেমনি অথবা তদপেক্ষা অধিক কল্যাণ কামনা করি। রামও কৌশল্যা অপেক্ষা আমার অধিক সেবা করে। রাজ্য যদি রামের হয়, তবে ভরতেরও হবে। যেহেতু রাম ভ্রাতাদের নিজ শরীরের মত মনে করে।

উত্তরে মন্থরা বলল—

ন হি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি। (অঃ) ৮।৩৭

—হে নারী, রাজার সব পুত্র রাজ্য পায় না।

কৈকেয়ীর কোন যুক্তি মন্থরার ঈর্ষাদগ্ধ মনকে শান্ত করতে পারলো না। ক্রুদ্ধা মন্থরা কৈকেয়ীর প্রভূত মূল্যবান অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—

কহি হিত বিপরীত বুঝাহ আমারে॥
সপত্নী তনয় রাজা তুমি আনন্দিতা। (অঃ)

মন্থরা কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করবার জন্য বলল—তুমি ঘোর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোকের পরিবর্তে হর্ষ প্রকাশ করছ? সপত্নী পুত্র শত্রুর ন্যায়, তার উন্নতিতে কোন বুদ্ধিমতী মহিলা আনন্দ পায়? লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে যেমন রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত। এই দুই ভাই হতে রামের কোন ভয় নেই। রাম খুব বিদ্বান ও ক্ষত্রিয়োচিত কার্য সাধনে নিপুণ। তাঁর নিকট হতে তোমার পুত্রের অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের কথা চিন্তা করে আমি ভয়ে কাঁপছি। কৌশল্যা সত্যই সৌভাগ্যবতী। তাঁর পুত্র রাম যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হবে। কৌশল্যা সমগ্র পৃথিবী পাবে এজন্য আনন্দিত হবেন। তাঁর কোন শত্রু থাকবে না। তোমাকে দাসীর মত তাঁর সেবা করতে হবে। তুমি কৌশল্যার পরিচারিকা হবে। ভরত রামের দাস হবে। রামের স্ত্রী সখীদের সঙ্গে আনন্দ করবে। আর ভরতের এই অবস্থায় তোমার পুত্রবধূ দুঃখিত হবে।

মন্থরার এরূপ ভয়ঙ্কর উক্তিতেও কৈকেয়ীর মনকে রামের প্রতি বিরূপ করতে পারল না, কৈকেয়ী রামের প্রতি মন্থরার মন প্রসন্ন করবার জন্য বললেন—

ধর্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি॥
ভ্রাতৄন ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি। (অঃ) ৮।১৪-১৫

রাম পরম ধার্মিক, সর্বসদগুণ সম্পন্ন, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও অতি পবিত্রচিত্ত। মহারাজের পুত্রদের মধ্যে রামই জ্যেষ্ঠ। অতএব সে যৌবরাজ্য পাবার যোগ্য। রাম দীর্ঘজীবী হয়ে পিতার ন্যায় ভ্রাতাদের ভৃত্যদের পালন করবে।

ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য এই মহোৎসব সময়ে তুমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মত যন্ত্রণা কেন ভোগ করছ?

কিন্তু মন্থরা নাছোড়বান্দা। রাম রাজা হলে ভরতের ভাবী বিপদের কাল্পনিক চিত্র কৈকেয়ীর সামনে তুলে ধরে বললে—রাম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করে ভরতকে নিশ্চয় নির্বাসন দেবে অথবা হত্যা করবে। বাল্যাবস্থা হতে ভরতকে তুমি মাতুলালয়ে রেখেছ। ভরত যদি দশরথের নিকট থাকতো, তা হলে রামের মত তার প্রতিও দশরথের স্নেহভাব প্রকাশ পেতো। স্থাবরবস্তুও নিকটে থাকলে তার প্রতি লোকের মায়া জন্মে।

রাম লক্ষ্মণ হরিহর আত্মা। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় তাদের ভ্রাতৃপ্রেম লোকখ্যাত হয়েছে। এজন্য রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোন অন্যায় করবে না, কিন্তু রাম ভরতের প্রতি বিমুখ হবেই, তাতে সন্দেহ নেই। রাম ভরতের প্রতি অন্যায় করতে পারে এই আশঙ্কায় আমি মনে করি ভরত মাতুলগৃহ হতে বনে চলে যাক। এটাই বরং তোমার পক্ষে হিতকর। রাজ্যহীন ভরত ঐশ্বর্য্যবান রামের অধীনে থাকবে? ভরতকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু সৌভাগ্যে তুমি সপত্নী কৌশল্যাকে গর্ব ভরে অবজ্ঞা করেছ। এখন কি তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন না? রাম যখন অতুল বৈভবের অধিকারী হবে, তখন তুমি অতি দীন ভাবে অমঙ্গল জনক পরাজয় স্বীকার করবে। অতএব চিন্তা কর কি ভাবে তোমার পুত্রের রাজ্যলাভ হয়, এবং রামের নির্বাসন হয়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্থরার কপট যুক্তি ও পরামর্শ পেয়েও, রামের প্রতি কৈকেয়ীর স্নেহ হ্রাস পায়নি। তিনি বললেন—

নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচন।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে॥ (অঃ)

মন্থরা পুনরায় নানাভাবে নানারূপ আশঙ্কার চিত্র কৈকয়ী সামনে তুলে ধরলে। রাম রাজা হলে কৈকেয়ী ও ভরতের না বিপদের কাল্পনিক চিত্রে তাঁর মনে বিভীষিকা জাগিয়ে তাঁকে অধর্মে পথে ঠেলে দিতে চাইলে। এইভাবে মন্থরা কৈকেয়ীর মনকে রামে প্রতি বিরূপ করে তোলে।

কৌশল্যার হাতে নিজের লাঞ্ছনা ও রাম হতে ভরতের সমূ বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে কৈকেয়ী মন্থরার কুটজালে জড়ি পড়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন—

অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে॥ (অঃ) ৯।২

-আমি অদ্যই রামকে অযোধ্যা হতে অরণ্যে প্রেরণ করবো এব অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো।

কৈকেয়ী মন্থরাকে জিজ্ঞেস করলেন কি উপায়ে ভরত রাজ্য পা এবং রাম কখনই পাবে না সেই উপায় বলে দাও।

রামের প্রশংসায় মুখর এবং রামের প্রতি স্নেহে আপ্লুত কৈকেয়ী কিরূপে সামান্য ধূর্তস্বভাবা দাসীর চক্রান্তের জালে নিজেকে ত নাভের মত জড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করলেন তা লক্ষণীয় নতুবা রাজকন্যা রাজমহিষী হয়ে তিনি কিরূপে সামান্য ক্রূরমতি কুব্জ দাসীর নিকট পরামর্শ চাইছেন। এতেই বলা যায় নিয়তি অলজ্ঘনীয় নতুবা কৈকেয়ীর এইরূপ মতিভ্রম কেন হবে ?

মন্থরার প্রভাবে কৈকেয়ী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বললেন—

নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্। (অঃ) ৯।৪০

—আমি তো রাজার এই দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পারিনি। অর্থাৎ রামের রাজ্যাভিষেকের সময় ভরতকে মাতুলালয় হতে না আ রাজা দশরথের দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয়।

মন্থরা যখন বুঝলে যে তার কুমন্ত্রণার প্রভাবে কৈকেয়ী প্রভাবা
ত হয়েছেন, তখন সে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে—অবশ্য আমি
ই বিষয়ের কিছুই জানতাম না, তুমিই আমাকে বলেছিলে—
বাসুরের যুদ্ধে আহত স্বামী মহারাজ দশরথের সেবাশুশ্রূষা করার
ন্য তিনি তোমাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুমি
বিষ্যতে প্রয়োজনে বর দুটি প্রার্থনা করবে বলেছিলে। আজ
তিশ্রুত সেই বর দুটি প্রার্থনা করে রামের অভিষেক হতে
হারাজকে নিবৃত্ত কর।

তৌ চ যাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যাভিষেচনম।
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষানি চ চতুর্দ্দশ॥ (অঃ) ৯।২০

—তুমি পতির নিকট সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর। এক বরে
রতের রাজ্যাভিষেক। অন্য বরে চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ রামের
র্বাসন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্থরা কৈকেয়ীকে বলেছিল—দেবাসুরের
দ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রের সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। মায়াবী
সুর শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ ক্ষত বিক্ষত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে
ড়েন। তুমি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অপসারিত করেছিলে। তাঁকে
চেতন অবস্থায় রণস্থল থেকে এনে তাঁর সেবা করে প্রাণ রক্ষা
রেছিলে। তিনি তুষ্ঠ হয়ে তোমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন
মি বলেছিলে ভবিষ্যতে তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন এ বর চেয়ে
নবে।

কৃত্তিবাস কবি কৈকেয়ীর পতি সেবার একটি সুন্দর চিত্র
কেছেন।

সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে॥

অস্ত্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়॥
মৃত দেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন॥

হে কৈকেয়ী প্রাণরক্ষা করিলা আমার।
তোমার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর॥

বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার। (অঃ)
উত্তরেঃ— হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান॥

মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই॥ (অঃ)

দ্বিতীয় বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ—

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।

... ...

এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।

... ...

ধন্বন্তরি পুত্র পদ্মাকর নাম।

... ...

কহিলেন শুন রাজা পাইবা নিস্তার।
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার॥
শামুকের ঝোল খাও না করিহ ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্ব দেউক একজনা॥

রক্ত পুঁজ স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা বলে দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে॥

... ...

কহিলা কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব যদি পাও অব্যাহতি॥
যার ঘরে থাকে রাজা তার দয়া লাগে।
কৈকেয়ী শুনিয়া গেল দশরথের আগে॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পাইয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূঁজ ফেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ॥ (অঃ)

উত্তরে কৈকেয়ী বলেন :—

যখন মাগিব বর দিও হে তখন॥
দুই বারে দুই বর থাকুক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥ (অঃ)

যদিও পরবর্ত্তী কালে কৈকেয়ী চরিত্র নির্মম সমালোচনার বস্তু, কিন্তু তাঁর স্বামী সেবা নির্মল সতী সাধ্বীর এক উজ্জ্বল উদাহরণ—যা চিরকাল সতী সাধ্বীর অনুকরণীয়।

বাল্মীকি রামায়ণে ধূর্ত মন্থরা কৈকেয়ীকে পরামর্শ দিয়ে বললে চৌদ্দ বছরের জন্য রাম যদি বনে নির্বাসিত হয়, তাহলে তোমার পুত্র

প্রজাগণের স্নেহভাজন হয়ে রাজ্যে অটল হতে পারবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আজ তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধাগারে প্রবেশ কর। মলিন বস্ত্র পরে শয্যাহীন ভূমিতে শয়ন কর। দশরথকে আসতে দেখলে শোকে ক্ষোভে কাঁদতে থাকবে, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলোনা। তুমি মহারাজার প্রিয়তমা পত্নী, মহারাজ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করতে পারেন। তুমি ক্রুদ্ধ হলে তিনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত কবতেও সাহস করবেন না। তোমার সন্তুষ্টির জন্য রাজা প্রাণত্যাগও করতে পারেন। তিনি কখনই তোমার কথার অন্যথা করতে সাহস করবেন না। তুমি বুদ্ধিহীনা। তাই বলছি রাজা তোমাকে নানাবিধ অলঙ্কার ও রত্নাদি দিতে চাইলেও তার বিনিময়েও তুমি তোমার দাবী ত্যাগ করবে না। তুমি রাজার প্রতিশ্রুত বর দুটির কথা মহারাজাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তুমি বাঞ্ছিত বিষয় দুটির কথা কখনও ভুলবে না। মহারাজ দশরথ যখন তোমাকে ভূমি হতে তুলে বর দিতে উদ্যত হবেন, তুমি তখন তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে বর দুটি প্রার্থনা করবে। এক বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতকে পৃথিবীর রাজা করা।

এখানে একটি প্রশ্নই মনে জাগে নিম্ন বংশজাত একটি দাসীর মধ্যে এইরূপ কূট রাজনীতি কি করে সম্ভব হলো? নিজের যুক্তিকে নস্যাৎ করে রাজরাণী কিরূপে মন্থরার কুমন্ত্রণা গ্রহণে আগ্রহী হলেন? এর থেকেই মনে হয় ব্রহ্মার অভিষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য মন্থরারূপী দুন্দুভী গন্ধর্বী কৈকেয়ীকে এমন দুষ্কর্মে প্রলুব্ধ করেছিল। মন্থরার হাতেই যেন সমগ্র রামায়ণের চাবি কাঠি ছিল। মন্থরার এই চক্রান্তে কৈকেয়ী যদি জড়িয়ে না পড়তেন, তবে রামায়ণ কাহিনীর পরিণতি হয়ত অন্যরূপ হোত।

এই প্রসঙ্গে Marcus Antoninus এর এক উক্তি খুবই

প্রাসঙ্গিক—Whatever may happen to thee, it was prepared for thee from all eternity; and the implication of causes was, from eternity, spinning the thread of thy being, and of that which is incident to it.

কৈকেয়ী মন্থরার উপদেশ গ্রহণ করে অলঙ্কারাদি ত্যাগ করে ক্রোধাগারে ভূমিশয্যা নিয়ে মন্থরাকে বলেন—

ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদেয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম॥ (অঃ) ৯।৫৮

—রাম বনে গমন করবে এবং ভরত পৃথিবী লাভ করবে এই সংবাদ তুমি আমাকে জানাবে, নতুবা আমার মৃত্যু সংবাদ মহারাজাকে জানাবে।

এদিকে রামের রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির করে মহারাজা দশরথ কৈকেয়ীকে এ সুসংবাদ দেবার জন্য তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। ইহাতে মহারাজ দুঃখিত ও বিস্মিত হলেন। কারণ যখন রাজার আগমন সময় তখন কখনও কৈকেয়ী অন্য স্থানে থাকেননি। দশরথও কখনও শূন্য গৃহে প্রবেশ করেননি। তখন মহারাজ দ্বাররক্ষিণীকে কৈকেয়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। দ্বাররক্ষিণী কৈকেয়ীর গন্তব্য স্থানের নির্দেশ মহারাজাকে দিল।

দ্বাররক্ষিণীর থেকে খবর পেয়ে দশরথ ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রোধাগারে প্রবেশ করে দেখলেন ভূতল যার শয্যার যোগ্য নয় সেই কৈকেয়ী ভূতলে শুয়ে আছেন। বৃদ্ধ নরপতি তরুণী ভার্য্যাকে ভূতলে দেখে অতি সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম।
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা॥ (অঃ) ১০।২৮

—দেবি, তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। কে তোমাকে ভৎর্সনা করেছে বা কে তোমাকে অপমান করেছে?

ভূমিতে তোমার শয্যা কেন, এতে আমার অতিশয় দুঃখ হচ্ছে। আমি সর্বদা তোমার কল্যাণ সাধনে কৃতসঙ্কল্প। তুমি কি অসুস্থ? আমার বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। তাঁরা তোমাকে সুস্থ করবেন। কার প্রিয় কাজ করা তোমার অভিপ্রেত? কে তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে? কোন ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করবে কোন ব্যক্তি বা অনিষ্ট করবে তা আমার কাছে প্রকাশ কর।

অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ॥ (অঃ) ১০।৩৩

—কোন অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করতে হবে বা কোন বধ্যকে মুক্তি দিতে হবে? কোন দরিদ্রকে ধনবান এবং কোন ধনবানকে দরিদ্র করতে হবে, তা তুমি প্রকাশ কর।

এই ভাবে দশরথ কৈকেয়াকে নানা ভাবে তাঁর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞেস করে বললেন, তুমি যা যা কামনা কর তা আমাকে বল তোমার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি? যে জন্য তোমার ভয় হচ্ছে তা স্পষ্ট বল। আমি তোমার ভয় নষ্ট করব, সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করে। তুমি ভূমি হতে উঠ। The worst of slaves is he whom passsion rules—Rupert Brooke. কৈকেয়ীর চিত্ত বিনোদনের জন্য কামান্ধ দশরথের অদেয় কিছুই ছিল না এ কারণে তিনি কৈকেয়ীকে যেন একেবারে Blank cheque সই করে দিলেন।

দশরথের এইরূপ ব্যাকুল আবেদনে কৈকেয়ী তাঁর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দশরথকে আরও কষ্ট দেবার জন্য বললেন, কোন ব্যক্তির দ্বারা আমি পরাজিত বা অপমানিত হইনি। আমার একটি অভিপ্রায়

আছে। আপনি তা পূর্ণ করুন—এটাই আমার ইচ্ছা। যদি আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করবেন প্রতিজ্ঞা করেন তবেই আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করব।

মহারাজ দশরথ ভূপতিতা কৈকেয়ীর কেশে হস্ত সঞ্চালন করতে করতে বললেন—

অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ রামাদন্যো ন বিদ্যতে॥ (অঃ) ১১।৫

—তুমি কি জান না যে নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেউ নেই।

আমি প্রাণাধিক রামের নামে শপথ করছি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব। তোমাতে আমার আসক্তি আছে জেনে কোন রূপ আশঙ্কা করতে পার না। আমি, ধর্মের শপথ করে বলছি, অবশ্যিই আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।

স্বার্থপর কৈকেয়ী নিজ অভিষ্ঠ সাধনে সিদ্ধ হয়ে উৎফুল্ল চিত্তে বললেন আপনি যে শপথ করেছেন ও আমাকে বর দিয়েছেন তা—

তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগমিমবান্তকম॥
যথাক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ।
তচ্ছৃন্বন্তু এয়োস্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা সরাক্ষসা॥
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব॥ (অঃ) ১১।১২-১৫

—ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি দেবতা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবস, দিকসমূহ, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব, রাক্ষস,

নিশাচর প্রাণী, গৃহস্থিত দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলে আপনার বাক্য অবগত হউন।

এইভাবে কৈকেয়ী রাজাকে প্রশংসা করে সন্তুষ্ট করে বললেন, অনেকদিন পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে যে ঘটনা ঘটেছিল তা স্মরণ করুন। সেই যুদ্ধে শম্বর নামে শত্রু আপনাকে বধ না করে সর্বতোভাবে আহত করেছিল। সেখানে আমি আপনাকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেছিলাম। আপনি আমার সেবা ও যত্নের জন্য দুটি বর দিয়েছিলেন। তখন আমি প্রাপ্ত বর দুটি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছিলাম। এখন আমি সেই বর দুটি প্রার্থনা করছি। আপনি যদি প্রতিশ্রুত সেই বর দুটি প্রদান না করেন তবে আমি এখনই প্রাণ ত্যাগ করব। এ কথা বলা মাত্র রাজা দশরথ বশীভূত হলেন এবং বরদানে উদগ্রীব হলেন।

বাঙ্‌মাত্রেণ তদা রাজা কৈকেয্যা স্ববশে কৃতঃ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ।। (অঃ) ১১।২২

—হরিণ যেমন আত্মবিনাশের জন্য জালের নিকট যায়, রাজা দশরথও কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হয়ে আত্মবিনাশের জন্য বরদানে প্রস্তুত হলেন।

তখন কৈকেয়ী বললেন—

অভিষেকসমারম্ভো রামবন্ধোপকল্পিতঃ।।
অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।

... ...

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যেমকণ্টকম্॥ (অঃ) ১১।২৪-২৬-২৭

—রামের অভিষেকের জন্য যে সব সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে,

তা দিয়ে ভরতকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করুন। ধৈর্য্যবান রাম বল্কল ও মৃগ চর্ম ধারণ করে চতুর্দশ বৎসর কাল দণ্ডকারণ্যে বাস করে সন্ন্যাসী হোক। ভরত আজই নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য লাভ করুক।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান লাভ করে তিনি ভাবলেন, তিনি কি দিবাস্বপ্ন দেখছেন অথবা তাঁর চিত্ত বিভ্রম ঘটেছে বা ভূতাবিষ্ট—তার জন্য মনের অস্বাভাবিকতা ঘটেছে? দশরথ এইরূপ চিন্তা করে স্বস্তিলাভ করতে না পেরে পুনরায় মূর্ছিত হলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করে রাজা অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট হয়ে আমাকে ধিক, আমাকে ধিক, বলতে বলতে পুনরায় জ্ঞান হারালেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীকে ভৎ'সনা করে বললেন—

তুমি নৃশংস প্রকৃতি, তুমি দুশ্চরিত্রা, তুমি এই রঘুবংশ বিনাশ কারিণী। রাম তোমার কি অপকার করেছে? আমিই বা তোমার কি অপকার করেছি? রাম তো তোমার প্রতি নিজ জননীর ন্যায় ব্যবহার করে থাকে। তবে তুমি কেন তার অনিষ্ট করতে চাচ্ছ? আমি না জেনে আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ন বিষযুক্ত কালসর্পীর ন্যায় তোমাকে নিজ গৃহে এনেছিলাম। এই বিশ্বে সকলে যখন রামের প্রশংসা করছে, তখন আমি এমন প্রিয়তম পুত্রকে কোন অপরাধে ত্যাগ করব?

কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম॥
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম॥ (অঃ) ১২।১১

—আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা বা রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে পারি, এমন কি স্বয়ং প্রাণও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পিতৃ বৎসল রামকে পরিত্যাগ করতে পারব না।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখে আমার আনন্দ হয়। রামকে না দেখলে আমার চৈতন্য লোপ পায়।

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা॥
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম।
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে॥ (অঃ) ১২।১৩-১৪

—হয়ত সূর্য্য না থাকলেও পৃথিবী থাকতে পারে হয়ত বা জল না থাকলেও শস্য জন্মাতে পারে, কিন্তু রামকে ব্যতীত আমার দেহে প্রাণ কখনই থাকবে না। অতএব হে পাপীয়সি, তুমি রাম নির্বাসনরূপ দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর।

অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে। (অঃ) ১২।১৫

—আমি নিজ মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তুমি কি জন্য এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প করছ?

কৈকেয়ীকে তাঁর এইরূপ নিষ্ঠুর সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করতে দশরথ বললেন ভরতের প্রতি আমার স্নেহ আছে কিনা এটাই যদি তোমার জানবার উদ্দেশ্য তবে তুমি ভরত সম্বন্ধে যা প্রার্থনা করছ, তাই হোক, পূর্বে তুমি আমাকে প্রায়ই বলতে যে রাম ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, রামই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। এখন মনে হচ্ছে তুমি ঐরূপ প্রিয় বাক্য বলতে কেবল নিজ অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যে। তাই রামের অভিষেক বার্ত্তা শুনেই শোকান্বিত হয়ে আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিচ্ছ।

রাম ভরত অপেক্ষা তোমার অধিক সেবা করে। সেই ধর্মাত্মা যশস্বী রামের চৌদ্দ বৎসর বনে বাস তোমার রুচিকর হল কিরূপে? কোমল রামের অতি ভয়ঙ্কর অরণ্যবাস তুমি কিরূপে প্রার্থনা করছ? রাম যদি সর্বদা তোমার সেবা করে থাকে, তাহলে তুমি কেন সর্বজনপ্রিয় রামের নির্বাসন প্রার্থনা করছ?

রাম ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তোমার এত বেশী শুশ্রূষা, মর্য্যাদা, পূজা ও আদেশ পালন করে ? আমার অন্তঃপুরে বহু সহস্র মহিলা ও ভৃত্য আছে, কিন্তু কেহই রামের সম্বন্ধে কোন প্রকার অপবাদ দেয় না। রাম সরল মনে সব প্রাণীকে সান্ত্বনা দেয় এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে রাজ্যবাসী জনগণকে মুগ্ধ করেছে। রাম সত্ত্বগুণের দ্বারা সব লোককে ধনদানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের এবং শুশ্রূষার দ্বারা গুরুজনদের জয় করেছে। রাম যুদ্ধে ধনু দ্বারা শত্রুদের পরাজিত করে। সত্য, দান, তপস্যা, নির্লোভতা, মিত্রতা, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরু শুশ্রূষা রামের এই সব গুণ। মহর্ষি তুল্য তেজস্বী সরলচিত্ত দেবসদৃশ রামের সম্বন্ধে তুমি এইরূপ অভিষ্ট আচরণে কেন ইচ্ছুক হয়েছ ? রামকে কখনও কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলতে শুনিনি। কিসের জন্য আমার এমন প্রিয় পুত্রকে এমন অপ্রিয়বাক্য বলব ?

ক্ষমা, ধর্ম তপস্যা সত্যনিষ্ঠা, লোভশূণ্যতা ও সব প্রাণীর প্রতি অহিংসাদি গুণ যে রামের, সেই রাম না থাকলে আমার কি গতি হবে ?

তিনি কৈকেয়ীকে অত্যন্ত দীনভাবে অনুনয় করে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার অন্তিম কাল সমুপস্থিত। আমি দীন ভাবে তোমার নিকট বিলাপ করছি। আমার উপর তুমি করুণা প্রকাশ কর। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমার রাজ্যে যে সব বস্তু আছে, আমি সে সব বস্তু তোমাকে দেবো। তুমি আমার মৃত্যুর ন্যায় এই সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

কৈকেয়ী, আমি কৃতাঞ্জলি হচ্ছি, তোমার পাদদ্বয় স্পর্শ করছি। তুমি রামকে রক্ষা কর, আমাকে যেন অধর্ম স্পর্শ না করে। এইভাবে মহারাজ কখনো সংজ্ঞা হারাচ্ছেন, কখনও বা শোকে অভিভূত হয়ে অস্থির হচ্ছেন। এবং শোকের কারণ দূর করবার জন্য পুনঃ পুনঃ কৈকেয়ীর নিকট নানা ভাবে প্রার্থনা করছেন।

দশরথের এইরূপ অস্থির অবস্থা দেখে অতি নিষ্ঠুর কৈকেয়া বললেন, যদি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুত বর দুটি দিতে এখন দ্বিধা করেন বা অনুতপ্ত হন তবে পৃথিবীতে নিজেকে কিরূপে ধার্মিক বলে পরিচিত করবেন? যখন বহু রাজর্ষি আপনাকে আমার এই বর-দানের প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইবে, তখন আপনি কি উত্তর দেবেন? আপনি কি তাঁদের বলবেন যে কৈকেয়ীর অনুগ্রহে আমি বেঁচে আছি, যে আমাকে রক্ষা করেছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা সত্য করিনি। আপনি স্ববংশীয় পূর্ব নরপতিদের কলঙ্ক। কারণ বর দানে প্রতিশ্রুত হয়ে পরক্ষণেই পুনর্বার অন্যরূপ বলছেন।

অন্য পক্ষে কোন মহাপুরুষ কি প্রকারে সত্য রক্ষা করেছিলেন তার বর্ণনা করে কৈকেয়ী বলেন, শ্যেন পক্ষীর সঙ্গে কপোতের বিবাদ উপস্থিত হলে রাজা শৈব্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস দান করেছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নিজ নেত্রদ্বয় অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করে দিব্য গতি লাভ করেছিলেন। সমুদ্র দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করার জন্য কখনও তীরভূমি অতিক্রম করে না। কৈকেয়ী বললেন, এই সব পুরানো কাহিনী স্মরণ করে নিজের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করবেন? আমার দুর্মতি হয়েছে, সেইজন্য আপনি ধর্মত্যাগ করে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করছেন। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে কৌশল্যার সঙ্গে সর্বদা বিহার করতে ইচ্ছুক হচ্ছেন।

রামকে নির্বাসন ও ভরতকে অভিষেক ধর্মই হোক কিংবা অধর্মই হোক সত্য হোক বা মিথ্যাই হোক আপনি যখন তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তখন তার অন্যথা হতে পারে না, রাম যদি অভিষিক্ত হয় তবে আমি এখনই আপনার সম্মুখে বিষ পান করে প্রাণ ত্যাগ করব। যদি রামমাতা কৌশল্যাকে রাজমাতা বলে সাধারণ লোকের কৃতাঞ্জলি নমস্কার গ্রহণ করতে একদিনও দেখি, তা হলে আমার মরণই মঙ্গল।

ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ॥ (অঃ) ১২।৪৯

—মহারাজ, আমার প্রাণ স্বরূপ ভরতের নামে শপথ করে বলছি যে রামের বনবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই আমি তুষ্ট হব না।

এই বলে কৈকেয়ী নীরব হলেন।

দশরথের এত আকুল অনুনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কৈকেয়ীর উপরোক্তি কেবল নিষ্ঠুর নয়, তাঁর মধ্যে সামান্যতম মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই কি সেই পতিপ্রাণা কৈকেয়ী যিনি দশরথের পায়ের ক্ষত থেকে পুঁজ টেনে দশরথের জীবন রক্ষা করেছিলেন!! না অসূয়ার বশবর্ত্তী হয়ে তিনি আজ সদগুণ বিবর্জিতা পাষাণী অহল্যা!! তাঁর এই দারুণ সঙ্কল্পে দশরথের জীবন সঙ্কটের সম্ভাবনার কথাও আমরা দশরথের উক্তি হতে জানতে পারি।

Men at most differ as heaven and earth; but women worst and best, as heaven and hell—Tennyson. সত্যি, মন্দ নারী মহৎ নারীর মধ্যে স্বর্গ নরকের তফাৎ। কিন্তু যে নারী একদিন মহত্বের গৌরবে গরীয়সী থেকে হঠাৎ ডাইনী মূর্তিতে আবির্ভূত হয় এমন নারীর স্থান নরকের নীচে অন্য কোন স্থান যদি থাকে, তথায়।

কৈকেয়ীর পণ শুনে দশরথ ছিন্ন মূল বৃক্ষের ন্যায় পড়ে গেলেন। পরে কাতরভাবে বললেন পূর্বে কখনো তোমার এইরূপ স্বভাব ও ব্যবহার জানতে পারিনি, যদিও তখন তোমার অল্প বয়স ছিল। তোমার হৃদয় অতি নিষ্ঠুর। তোমার সঙ্কল্প পাপপূর্ণ। যদি তুমি আমার সকলের এবং ভরতের প্রীতিপূর্ণ কাজ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে ভরতের অভিষেক ও রামের নির্বাসনের ন্যায় পাপ সঙ্কল্প হতে

নিবৃত্ত হও। আমার ও রামের মধ্যে তোমার দুঃখের কি কারণ দেখছ? রামকে ছেড়ে ভরত কখনই রাজা হয়ে বসবে না। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা অধিক ধার্মিক মনে করি। রামকে আমি কিরূপে বলব তুমি বনে গমন কর? আমি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করেছি, এখন শত্রুর দ্বারা পরাজিত সৈন্যের ন্যায় তোমার কুচক্রে কি ভাবে তা বিপর্যস্ত হতে দেখব? নানা দিক হতে আগত নৃপতিরা আমাকে কি বলবেন? কৌশল্যাই বা কি বলবে? রামের অভিষেক বন্ধ ও বনগমন দেখে সুমিত্রাও অত্যন্ত ভয় পাবেন। সুমিত্রা নিজের পুত্রদের সম্বন্ধে আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমার মৃত্যু সংবাদ ও রামের বন গমন সংবাদ শুনে জানকী অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। এসব চিন্তাতে আমি ব্যথিত হচ্ছি। রামকে বনবাসী ও সীতাকে ক্রন্দন করতে দেখে আমি বেশীক্ষণ জীবিত থাকতে ইচ্ছা করি না। তুমি বিধবা হয়ে পুত্রের সঙ্গে রাজত্ব করবে।

সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্।
রূপিনীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥ (অঃ) ১২।৭৬

-- বিষযুক্ত সুন্দর মদ পান করে পরে শরীরে বিকার উপস্থিত হলে মানুষ যেমন তাকে বিষ বলে বুঝতে পারে, আমিও সেরূপ তোমার প্রকৃত স্বভাব বুঝতে না পেরে এতকাল তোমাকে সতী মনে করেছিলাম. কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবহারে তোমাকে অসতী বলতে দ্বিধা নেই।

ব্যাধ যেমন বধের আগে হরিণকে গানের দ্বারা আকৃষ্ট করে বধ করে, তুমিও সেইরূপ প্রিয়বাক্যে আমাকে মুগ্ধ করে বধ করতে উদ্যত হয়েছে। আমি যদি পুত্রের পরিবর্ত্তে তোমার প্রীতি সাধন করি তাহলে আর্য্যগণ যেমন মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য্য বলে নিন্দা করেন, তেমনি আমাকেও পথে গমন করতে দেখলে অনার্য্য বলে নিন্দা করবেন। পূর্ব জন্মে আমি হয়ত অনেক দুষ্কর্ম করেছিলাম। সেজন্য

রকম দুঃখ পাচ্ছি। বালক যেমন অজ্ঞানে হাত দিয়ে মৃত্যুরূপ ঙ্ক সর্পকে স্পর্শ করে, আমার অবস্থাও অনুরূপ।

আমি অত্যন্ত দুরাত্মা বলেই নিজের জীবিতাবস্থাতেই রামকে াতৃহীন করব। সকলেই আমার নিন্দা করে বলবে দশরথ বুদ্ধিহীন অত্যন্ত কামুক। তাই স্ত্রীর কথায় প্রিয়তম পুত্রকে বনে প্রেরণ রলেন।

রাম যদি আমার প্রতিকূল কাজ করে, তবে আমার আনন্দ তো। কিন্তু রাম তেমন কাজ কখনই করবে না। লোকের ধিক্কার ামি সহ্য করতে পারবো না। আমার মৃত্যু হবে। কৌশল্যা যদি ামাকে ও রামকে না পায় এবং সুমিত্রা যদি আমাকে ও পুত্রদ্বয়কে া পায়, তাহলে তাঁরা উভয়েই আমার অনুগমন করবে। কৌশল্যা, মিত্রা, রাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে আমাকে নরকে প্রেরণ করে াসহ্য দুঃখ দিয়ে তুমি সুখ ভোগ কর।

আমার ও রামের অভাবে সকলে আকুল হয়ে পড়বে। তুমি কি স বংশকে রক্ষা করতে পারবে?

> প্রিয়ং চেদ্ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
> মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ॥ (অঃ) ১২।৯১
> মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে।
> সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি॥ (অঃ) ১১।৯৩

—রামের নির্বাসন যদি ভরতের প্রিয় হয় তাহলে আমার ত্যুর পর ভরত যেন আমার প্রেতকার্য্য না করে অর্থাৎ অগ্নিসংস্কার শ্রাদ্ধাদি না করে। আমার মৃত্যু ও নরশ্রেষ্ঠ রামের বনগমন হলে মি বিধবা হয়ে পুত্রের সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবে।

তোমার জন্যই পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এই পৃথিবীতে

ভীষণ অপযশ, চিরস্থায়ী ধিক্কার ও সর্বজনের অবজ্ঞা ভাজন হ
হবে। রাম সর্বদা রথে হস্তীতে এবং অশ্বতে বিচরণ করেছে, সেই রা
এখন কিরূপে পদব্রজে মহারণ্যে চলবে ?

রামের তৎকালীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে বনের কৃচ্ছ্
জীবনের তুলনা করে দশরথ বিলাপ করতে থাকেন।

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥ (অঃ) ১২।১০০

—স্ত্রীজাতি স্বার্থপর ও শঠ। তাদের ধিক্। অবশ্য আমি স
স্ত্রীদের এইরূপ বলছি না, কেবল ভরতের মাতাকেই বলছি।

দশরথ নানা ভাবে কখনো ধিক্কার দিয়ে কখনো বা মিষ্ট বাবে
কৈকেয়ীকে তাঁর পাপ সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত করতে না পেরে রামের জ
আক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি নানা প্রকারে অনুনয় বিনয় কর
এমন কি কৈকেয়ীর পাদ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে মূর্ছিত হয়ে ভূমি
পড়ে গেলেন।

দশরথের দারুণ দুঃখ দেখেও কৈকেয়ী তাঁর দাবীতে অটল। কি
মহারাজ তখনো তাঁর দুই বর মঞ্জুর না করাতে কৈকেয়ী ক্রুদ্ধ হ
বললেন—

ত্বং কত্থসে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
মম চেদং বরং কস্মাদ বিধারয়িতুমিচ্ছসি॥ (অঃ) ১৩।৩

—মহারাজ কি প্রকারে সত্যবাদী ও দৃঢ় সঙ্কল্প ? (ব
আত্মশ্লাঘা করে থাকেন) আমাকে প্রতিশ্রুত বর দানে এখন কে
অন্যথা করতে ইচ্ছা করছেন ?

কৈকেয়ীর এই অভিযোগে আক্ষেপ করে মহারাজ দশরথ বললে
কৈকেয়ী, সত্যই তুমি অনার্য্য প্রকৃতির। কারণ আমি বহুকাল পুত্রহী

ছিলাম। বহু পরিশ্রম সাধ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা মহাতেজস্বী রামকে পুত্ররূপে পেয়েছি। তাকে কিরূপে পরিত্যাগ করব? মহাবীর বিদ্বান জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল কমললোচন রামকে কিরূপে নির্বাসিত করব? মহাবলশালী ও সর্বলোকপ্রিয় রামকে আমি কিরূপে দণ্ডকারণ্যে পাঠাব?

আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে দশরথ রজনীকে সম্বোধন করে বললেন, রাত্রি প্রভাত হয়ো না। দিবালোকে জনসমাজে আমি কি করে আমার কলঙ্কিত মুখ দেখাবো? কারণ সর্বসমক্ষে রামের অভিষেকের সিদ্ধান্ত করেছিলাম। এখন তার অন্যথা হলে লোকে আমাকে উপহাস করবে। দশরথের যুক্তি, বিলাপ অশ্রু ধারা কৈকেয়ীর পাষণ হৃদয়কে গলাতে পারল না। আপন সিদ্ধান্তে তিনি অটল অনড় অবিচল।

পুত্রশোকাতুর অচেতন প্রায় ভূতলে শয়ান দশরথকে কৈকেয়ী বললেন, আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে এখন মনে করেছেন যেন পাপ করেছেন। সত্য পালন রূপ কুল মর্য্যাদা পালন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্য পালনকেই পরম ধর্ম বলে থাকেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দশরথকে বরদানে বিমুখ দেখে পুত্র ত্যাগের পক্ষে নজির দেখিয়ে কৈকেয়ী বললেন—

সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥

... ...

যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানি নামে তার মুখ্যা মহাদেবী॥
শর্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র॥

শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পিতা
অসম সাহসী বীর নহে অল্প দাতা ॥

পিতৃ সত্য করিলেন ইক্ষাকু পালন। (অঃ)

নানা পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে কৈকেয়ী সত্য পালনের জন্য মহারাজকে উদ্বদ্ধ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা বাক্য বাণে রাজাকে বিদ্ধ করেন। পুত্র ত্যাগের আরও নজির দেখিয়ে বললেন-

তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জে প্রধান তনয় ॥
রামেরে বর্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা ॥ (অঃ)

সত্যই ব্রহ্ম, ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি ধর্মে আপনার আস্থা থাকে তবে সত্যের অনুবর্ত্তন করুন। আপনি যখন বরদানে প্রতিশ্রুত, তখন আপনি তা সফল করুন। নিজের ধর্ম বৃদ্ধির জন্য আমার প্রার্থনা পূর্ণের জন্য রামকে নিবাসিত করুন। এই কথা আমি তিনবার বলেছি। যদি আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেন, তবে আমি আপনার সম্মুখেই প্রাণ ত্যাগ করবো।

দশরথ উত্তরে বললেন, আমি অগ্নি সামনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তোমার যে হস্ত ধারণ করেছিলাম তা পরিত্যাগ করলাম এবং তোমার ঔরস জাত পুত্রকেও তোমার সঙ্গে ত্যাগ করলাম।

. . .

রামের অভিষেকেব জন্য সংগৃহীত এই সব সামগ্রী যদি তোমার বাধার জন্য রামের অভিষেকে না লাগে, তাহলে ঐ সব সামগ্রী দিয়ে রাম যেন আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তুমি যদি রামের অভিষেকের অন্তরায় হও, তবে তুমি ও তোমার পুত্র আমার তর্পণ করো না।

ক্রুদ্ধ কৈকেয়ী দশরথকে কর্কশ বাক্যে বিদ্ধ করে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কৈকেয়ীর বাণে বিদ্ধ হয়ে দশরথ বললেন আমি সত্য পাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমার চেতনা লুপ্ত হচ্ছে। এখন রামকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রাত্রি প্রভাত হলে সুমন্ত্র দশরথের স্তব করে তাঁকে জানালেন রাজধানী সজ্জিত করে বশিষ্ঠ সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও নগরবাসী রামের অভিষেকের আদেশের অপেক্ষায় আছেন।

সুমন্ত্রর কথা শুনে মহারাজা তাঁকে বললেন, তুমি স্তুতি বাক্য দ্বারা আমার আরও মর্মচ্ছেদ করছ। রাজার এই কাতরবাক্য শুনে এবং তাঁকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে সুমন্ত্র সেই স্থান ত্যাগ করলেন। চতুরা কৈকেয়ী যখন দেখলেন মহারাজ নিজে সুমন্ত্রকে কিছু বলতে পারলেন না, তখন তিনি নিজেই সুমন্ত্রকে বললেন—

মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে রাত্রি জাগরণ করছেন, এখন পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হয়েছেন। অতএব তুমি শীঘ্র রামকে এখানে নিয়ে এস।

সুমন্ত্র উত্তরে বললেন, আমি মহারাজের আদেশ না পেলে কিরূপে যাব? সুমন্ত্রের উত্তর শুনে মহারাজ বললেন, সুমন্ত্র আমি রামকে দেখতে চাই। তুমি তাকে শীঘ্র নিয়ে এস। সুমন্ত্র মনে করলেন রামের অভিষেকের জন্যই দশরথ অত্যন্ত অভিলাষী হয়েছেন। তাই তিনি রামের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় গেলেন।

দশরথকে যিনি এতক্ষণ সত্যধর্ম পালনে ও সত্য রক্ষার্থে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, সেই কৈকেয়ী আপন কার্য্য সিদ্ধির জন্য কেমন অক্লেশে মিথ্যের জাল বুনে সুমন্ত্রর কাছে পরিবেশন করলেন। কৈকেয়ী যে ধাপে ধাপে নীচে নেবে যাচ্ছেন, এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত।

রাম শুষ্ক বিষণ্ন বদনে দশরথকে কৈকেয়ীর সঙ্গে উপবিষ্ট দেখলেন

এবং উভয়কে প্রণাম করলেন। শোকাতুর রাজা দশরথ—'রাম' মাত্র উচ্চারণ করে আর কোন কথা বলতে পারলেন না, এবং তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুরুদ্ধ হওয়ায় রামকে দেখতে পেলেন না।

মহারাজের এ অবস্থা দেখে রাম চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, মহারাজ আজ তাঁকে অভিনন্দিত করছেন না কেন? অন্য দিন তিনি ক্রুদ্ধ থাকলেও তাঁকে দেখে আনন্দিত হন। আজ তিনি দুঃখিত কেন? রাম কৈকেয়ীকে অভিবাদন করে বললেন—

আমি অজ্ঞানবশতঃ পিতার নিকট কোন অপরাধ করিনি তো, যার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। পিতাকে প্রসন্ন করুন। শরীরে কোন ব্যাধি কিংবা মানসিক কোন শোকের জন্য তিনি কি ব্যথাক্লিষ্ট? মানুষের সুখ দুর্লভ। ভরত, শত্রুঘ্ন বা আমার জননীদের কোন অমঙ্গল ঘটেনি তো? আমি পিতাকে অসন্তুষ্ট করে বা তাঁর বাক্য লঙ্ঘন করে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে ইচ্ছা করি না। তিনি যদি কোন কারণে আমার প্রতি বিরূপ হন, তবে আমি বাঁচতে চাই না। আপনি অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কোন কটু কথা বলেননি যার জন্য তিনি বিষণ্ন হয়েছেন?

কৈকেয়ী উত্তরে বললেন—মহারাজ ক্রুদ্ধ হননি বা দুঃখিত ও হননি। তাঁর তোমাকে কিছু বলবার আছে যা তিনি ভয়ে প্রকাশ করতে পারছেন না। তিনি আমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইনি পূর্বে আমাকে বর দান করে, এখন সাধারণ লোকের মত অনুতাপ করছেন। তোমার জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা যেন সত্য ত্যাগ না করেন। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তা শুভই হোক বা অশুভই হোক তুমি তা রক্ষা করবে তবে তোমাকে আমিই সব বলব। উনি তোমাকে কিছুই বলতে পারবেন না।

উপরোক্ত উক্তি হতে কৈকেয়ীর নগ্ন স্বার্থপরতা ও ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্বাহ্নেই তিনি কৌশলে রামকে দিয়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে নিলেন।

কৈকেয়ী রামকে দশরথের প্রতিশ্রুত দুই বরের কথা বললেন। রাম বললেন, তাই হোক। আমি পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জটা বল্কল পরে বনগমন করব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রামের বন গমন তরান্বিত করার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে বললেন, রাম, তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। মাতুলালয় হতে ভরতকে আনবার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে দূতরা গমন করবে। তুমি যখন বন গমনে ইচ্ছুক, তখন তোমার বিলম্ব অনুচিত। মহারাজ লজ্জিত হচ্ছেন বলেই নিজে তোমাকে কিছু বলতে পারছেন না। তুমি যতক্ষণ না এই পুরী ছেড়ে বনে গমন কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানও করবেন না, অন্ন গ্রহণও করবেন না।

কৈকেয়ী একের পর এক মিথ্যা উক্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না। রামের প্রতি একদা তাঁর স্নেহাপ্লুত মাতৃহৃদয় কঠিন প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তাঁর প্রমাণও রাখলেন। নতুবা তিনি এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব করেই কেবল ক্ষান্ত হননি। তাঁর নিষ্ঠুর মনে এই ভয় উঁকি দিচ্ছিল যে কাল ক্ষেপণ করতে দিলে হয়ত রাজা দশরথ তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে অসম্মত হবেন বা রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে বনগমনে অনিচ্ছুক হতে পারে।

Cruelty and fear shake hands together—Balzac এর উক্তিটি কৈকেয়ীর চরিত্রে প্রযোজ্য।

কৈকেয়ীর এই প্রস্তাবে শোকার্ত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, উঃ, কি কষ্ট! আমাকে ধিক্! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হলেন।

রাম মহারাজার শুশ্রূষা করলেন। কিন্তু পুনরায় কৈকেয়ীর প্রস্তাবে তিনি আহত অশ্বের ন্যায় দ্রুত বনগমনের সিদ্ধান্তে বিলম্ব করলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বললেন, আপনি কি আমার মধ্যে কোন গুণই দেখতে পাননি, যার জন্য আমার উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এই কাজের জন্য আপনি মহারাজাকে বলেছেন? যা হোক আমি জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় নিয়ে, সীতার অনুমতি নিয়ে অদ্যই বন গমন করবো। আপনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে ভরত রাজ্য পায় এবং পিতার শুশ্রূষা করে। কারণ এটাই আমাদের সনাতন ধর্ম। রামের এই বাক্য শুনে দশরথ দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। রাম সংজ্ঞাহীন পিতা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করে বের হয়ে গেলেন।

অতঃপর রাম জননী কৌশল্যা ও অন্যান্য সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে ধন রত্ন ভূষণ ধেনু প্রভৃতি বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞ, বহু ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, সেবক, ত্রিজটা নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ মহিষীগণ পরিবৃত মহারাজা দশরথের নিকট বিদায় নিতে আসলেন।

রাম সুমন্ত্রকে বললেন, আমার আগমন সংবাদ পিতাকে দিন। সুমন্ত্র তা মহারাজাকে জানালেন। দূর হতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসতে দেখে দশরথ অতি বেগে ধাবিত হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দ্রুত পিতার নিকট গিয়ে তাঁকে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন। দশরথের জ্ঞান ফিরে আসলে রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে শোকাশ্রু প্লাবিত দশরথকে বললেন, আমি দণ্ডাকারণ্যে যাচ্ছি আপনি অনুমতি দিন। সীতা ও লক্ষ্মণ আমার অনুগমন করবে। সেই অনুমতি দিন। নানা প্রকার সঙ্গত কারণ দেখিয়ে আমি এদের দুজনকেই বিরত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

দশরথ বললেন, বৎস, আমি কৈকেয়ীর বরদান বিষয়ে অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়েছি। তুমি আমাকে নিগৃহীত করে নিজেই অযোধ্যার রাজা হও।

রাম বললেন, আপনি সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করে পৃথিবীর পতি হয়ে থাকুন। আমি অরণ্যেই বাস করব, আমার রাজ্যের স্পৃহা নেই। চৌদ্দ বছর বনে বাস করে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে পুনঃ আপনার চরণ স্পর্শ করব।

রামের কিরূপ অপূর্ব চরিত্রের বিকাশ হয়েছে !! পিতার বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ, অভিমান নেই। কৈকেয়ীর প্রতিও কোন বিদ্বেষ সূচক অভিব্যক্তি নেই। হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষ যেন তিনি নন। তিনি যেন মর্ত্যের মানুষ নন। কারণ মানুষকে যেখানে ঘৃণায় বিদ্বেষে রোষে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হতে দেখা যায় সেখানে রাম ক্ষমা ও ত্যাগের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠককে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপ্লুত করেছেন।

ক্রূরতা কপটতা কোন কিছুই কৈকেয়ীর কাছে হেয় নয়। এই সময় রামকে সত্বর বনগমনের অনুমতি প্রদানের জন্য কৈকেয়ী অন্যের অলক্ষে দশরথকে ইঙ্গিত করলেন। কৈকেয়ীর ইঙ্গিতে দশরথ রামকে বললেন—

তুমি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। তোমার বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করবার সাধ্য আমার নেই। অতএব তুমি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল লাভের জন্য বনে গমন কর। কিন্তু আজ রাতটি তুমি এখানে কাটিয়ে যাও কারণ তোমাকে দেখে অন্ততঃ আর একটি দিন যেন সুখে থাকতে পারি।

ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া ॥

বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি।
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ ॥ (অঃ) ৩৪।৩৬-৩৭

—আমি সত্যের শপথ করে বলছি যে আমি গুপ্ত স্বভাবা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসমা কৈকেয়ী দ্বারা বঞ্চিত হয়েছি। আমি যে বঞ্চিত হয়েছি, তুমি বংশ মর্য্যাদানাশিনী কৈকেয়ীর সেই বঞ্চনার নিষ্কৃতি করতে ইচ্ছুক হয়েছো।

রাম দশরথের অনুরোধে সেই রাত্রি অযোধ্যায় থাকতে সম্মত হলেন না। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য অবিলম্বে বনগমন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জানালেন তিনি আরও বললেন—

নহি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্।
যথা নির্দেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন ॥ (অঃ) ৩৪।৪৫

—রঘুনন্দন আমি নিজের সুখের জন্য অথবা স্বজনের প্রীতি সম্পাদনের জন্য রাজ্য কামনা করিনি। আমি যে রাজ্য গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলাম, তা কেবল আপনার আদেশ পালন করবার জন্যই।

রাম জানালেন তিনি রাজ্য, সুখ, পৃথিবীর সমস্ত কাম্য বস্তু স্বর্গ এমন কি জীবনও চান না। তিনি কেবল তাঁর পিতা সত্যাশ্রয়ী তা প্রমাণ করতে চান। মিথ্যামুক্ত করতে চান তাঁকে। চৌদ্দ বছর বনবাস বনের ফল মূল খেয়ে নদ, নদী, পর্বত ও সরোবর দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেবেন।

রামের এই উক্তি শুনে দশরথ রামকে আলিঙ্গন করে মূর্ছিত হলেন। সারথি সুমন্ত্র সেখানে ক্রন্দন করতে করতে মূর্ছিত হলেন। জ্ঞান লাভ করে দশরথের মনোভাব বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ সুমন্ত্র তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে কৈকেয়ীকে বললেন,—

তোমার আচরণে পৃথিবী কেন বিদীর্ণ হলো না। ব্রহ্মর্ষিদের

অভিশাপে তোমার কেন মৃত্যু হলো না? তোমার মার যেমন আভিজাত্য, তোমারও তেমনি। আমি পূর্বে শুনেছি তোমার পিতা কেকয়রাজ এক বর পেয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি ইতর প্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতেন। একদিন শয়ন কালে তিনি একটি স্বর্ণাভ জৃদৃম্ভপাখীর ডাক শুনে হেসে ছিলেন। তোমার মা তাঁর হাসির কারণ জানতে চাইলেন, অন্যথা তিনি আত্মহত্যা করবেন বলে ভয় দেখালেন। তোমার পিতা বললেন কারণ বললে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত, তোমার মাতা জেদ করে বললেন তিনি বাঁচুন বা মরুন কারণ তাঁকে বলতেই হবে।

অগত্যা তোমার পিতা যাঁর থেকে বর পেয়েছিলেন, তাঁকে সব কথা জানালেন। সেই সাধু পুরুষ বললেন তোমার মহিষীর মৃত্যু হোক বা ধ্বংস হোক্ কিছুতেই তুমি কারণ তাকে জানাবে না। তখন কেকয়রাজ তোমার মাতাকে ত্যাগ করলেন।

তুমিও তোমার জননীর ন্যায় মহারাজ দশরথকে অন্যায় পথে নিয়ে যেতে চাইছ। রাম যেখানে যাবে আমরা তার অনুগমন করব।

সুমন্ত্রের তীক্ষ্ণ বাক্যে কৈকেয়ীর কোন উষ্মা বা মুখাবয়বে কোন বিকার দেখা গেল না। অর্থাৎ কৈকেয়ী যেন লাজ লজ্জা বিবর্জিতা এক সামান্যা নারী।

দশরথ রামের বনগমনের সময় তাঁর সঙ্গে ধনরত্ন ও সৈন্য সামন্ত দিতে সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলে কৈকেয়ী ভীত হয়ে দশরথকে বলেলেন—

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে ॥ (অঃ) ৩৬।১২

—সমস্ত সম্পত্তি যদি রামের সঙ্গে যায়, তাহলে সারশূন্য সুরার মত আস্বাদহীন ধনশূন্য এই রাজ্য ভরত গ্রহণ করবে না।

দশরথ ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করলে পর কৈকেয়ীও ক্রোধ প্রকাশ করে রঘুবংশের সন্তান অসমঞ্জকে তাঁর পিতা নির্বাসিত করেছিলেন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি রামকে নির্বাসিত করতে বললেন।

তখন দশরথের প্রিয় সিদ্ধার্থ নামক এক প্রবীণ ব্যাক্ত কৈকেয়ীকে বললেন, সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অত্যন্ত দুষ্ট ছিল, সে পথে ক্রীড়ারত বালকদের ধরে সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করে আনন্দ পেতো। তার এই অত্যাচারে প্রজারা রাজা সগরকে বললেন, আপনি হয় আমাদের ত্যাগ করে অসমঞ্জকে আপনার নিকট রাখুন। অথবা অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করে আমাদের আপনার নিকট রাখুন। ধার্মিক সগররাজা তখন এই প্রকার আচরণের জন্য পুত্রকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু রাম এমন কোন পাপ করেননি যার জন্য তাঁকে নির্বাসন দেওয়া সঙ্গত। সত্যিই যদি রামের আচরণে কোন দোষ থাকে, তবে আপনি তা স্পষ্ট করে বলুন। অন্যথা তাঁকে নির্বাসিত করা অন্যায় হবে।

দশরথ অতি ক্ষীণ স্বরে কৈকেয়ীর কাজের সমালোচনা করে বললেন আমি আজই রাজ্যসুখ ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে রামের অনুগমন করব। তুমি ভরতের সঙ্গে এই রাজ্য ভোগ কর।

সিদ্ধার্থ ও দশরথের কথা শুনে রাম বললেন, আমি যখন সব ত্যাগ করে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করব স্থির করেছি, তখন আমার অনুযাত্রী সৈন্য প্রভৃতির কি প্রয়োজন? সমস্তই আমি ভরতকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি বনবাসোপযোগী বস্কল প্রভৃতি আনতে বলুন। ভৃত্যদের রাম বললেন, চৌদ্দ বছর বনে বাস করতে হবে, এইজন্য তোমরা কোদাল ও পেটি দুটি আনো।

রাম একথা বললে, কৈকেয়ী নিজেই বস্কল এনে রাম লক্ষ্মণ ও

সীতাকে দিলেন। সীতাকে চীর পরিধান করতে দেখে পুরবাসিনী রমনীরা কাঁদতে লাগলেন। দশরথের গুরু বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—

কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী, রাজাকে বঞ্চিত করে তোমার স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। সীতা বনে যাবেন না। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু জানকী যদি বনে গমন করেন তবে আমরাও তাঁর অনুগমন করবো। ভরত যদি দশরথের পুত্র হন, তবে তিনি কখনই এই রাজ্য গ্রহণ করবেন না। তোমার প্রতিও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করবেন না। তুমি পুত্রের মঙ্গল করতে গিয়ে তার অনিষ্টই করছ। এখন বধূ সীতার চীর খুলে তাকে উত্তম আভরণ দাও। তিনি রাজ-পুত্রী। উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জিত হয়ে তাঁকে রামের অনুগমন করতে দাও।

বশিষ্ঠের এই উক্তিও কৈকেয়ীকে কিছুমাত্র বিচলিত করলো না। কোন প্রকার কটূক্তি কৈকেয়ীর মনে লজ্জা বা করুণার উদ্রেক করতে পারলেনা।

Villainy when detected never gives up but boldly adds impudence to imposture—Goldsmith এর এই উক্তি কি চমৎকার ভাবে কৈকেয়ীর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। কৈকেয়ী যেন ধাপে ধাপে নির্লজ্জতার চরমে উঠেছেন।

দুর্জন ব্যক্তিরা কখনো পরাভব স্বীকার করে না। উপরন্তু নির্লজ্জতার শেষ পর্যায়ে যেতেও তারা দ্বিধা করে না।

যে স্ত্রী একদিন আহত স্বামীকে সুস্থ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন এবং স্বামীও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বর দিতে চেয়েছিলেন সেই কৈকেয়ী সপত্নী পুত্রের প্রতি মন্থরা প্রজ্বলিত হিংসা ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হয়ে

আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সত্যবদ্ধ বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন ! তা যেমন দুঃখদায়ক তেমনি অভূতপূর্ব। স্বামীর প্রতি নারীর এমন নিষ্ঠুরতা ও নির্লজ্জ আচরণ প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না।

সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, সিদ্ধার্থ ইত্যাদি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে শাস্ত ভাষায় বোঝাতে লাগলেন। শোকাতুরা কৌশল্যাকে তাঁর তিনশ পঞ্চাশ জন সপত্নী আলিঙ্গন করে শোকাভিভূত। সকলের ধিক্কারকে উপেক্ষা করে কৈকেয়ী আপনাতে আপনি মত্ত। সমস্ত অযোধ্যানগরী ও রাজাপ্রসাদ শোকে অভিভূত। সেই শোকের ঢেউ একমাত্র কৈকেয়ীকে স্পর্শ করল না। সকলের সব অনুরোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে কৈকেয়ী নিজের দাবীতে দৃঢ় থাকলেন।

বনগামী রামের রথের ধুলি যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দশরথ সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর প্রিয় পুত্রের শোকে কাতর হয়ে তিনি ভূতলে পতিত হলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি কৈকেয়ীকে তিরস্কার করে বললেন পাপীয়সি ! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না। এখন তুমি আমার স্ত্রীও নও বান্ধবীও নও।

অতঃপর তিনি ভৃত্যদের সাহায্যে রাম জননী কৌশল্যার ভবনে গমন করে রামের জন্য শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং রামের বিরহে ও রামের জন্য আক্ষেপ করতে করতে সেই রাত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

তথাপি কৈকেয়ী আপন সিদ্ধান্তে অটল। পুত্র স্নেহে কৈকেয়ী শুধু অন্ধই হন নি, তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি সীতার হাতে বল্কল তুলে দিতেও দ্বিধা

বোধ করেননি—যার জন্য বশিষ্ঠ মুনি, মহারাজা দশরথ প্রভৃতি অনেকের কটূক্তি শুনেছেন। তবুও কৈকেয়ী যেন হিমালয়ের মত অচল, অটল।

তাঁর নিষ্ঠুর আঘাতে রাজা দশরথের অকাল মৃত্যু ঘটলেও কৈকেয়ীর সম্বিত ফিরলো না। তা নয়ত তিনি কি করে ভরতের প্রশ্নের উত্তরে অবলীলাক্রমে বলতে পারলেন মানুষের যে গতি হয় তোমার পিতারও সে গতি হয়েছে। তিনি যেন ভূতাবিষ্ট, ভাল মন্দ বিবেচনা শূন্য হয়েছেন।

রামের বনগমনে অযোধ্যানগরী শোকাভিভূত। দশরথ কৈকেয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন, বলেছেন ভরত যদি রাজ্য ভোগ করেন, তবে তিনিও পিতৃকৃত্যের অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন।

এমন কঠিন আদেশেও কৈকেয়ীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা যায়নি। প্রজামণ্ডলী কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়েছিল। তবুও কৈকেয়ী স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য কৃতসংকল্প।

কৈকেয়ীর এ ধরণের গোঁয়ারতুমির কারণ কি? দশরথের অত্যধিক প্রশ্রয়ে কৈকেয়ী কেবল গর্বিতাই ছিলেন না, তাঁর প্রকৃতি অত্যন্ত উদ্ধতও ছিল। স্বামীর প্রেম প্রাবল্যে তিনি জ্যেষ্ঠা সপত্নী কৌশল্যাকেও গ্রাহ্য করতেন না। পরন্তু নানাভাবে কৌশল্যাকে নির্য্যাতন ও অপমান করতেন। কৈকেয়ীর এ ধরণের ঔদ্ধত্য ও গোঁয়ারতুমি স্বভাবের জন্য মহারাজ দশরথকেই সর্বতোভাবে দায়ী করা যায়। এটা স্বীকার করতেই হবে যে রাজা দশরথের প্রেম ভালবাসার আধিক্যের জন্য কৈকেয়ী চরিত্র তাঁর অন্যান্য সপত্নীদের চরিত্র হতে ভিন্ন। স্বামীর সোহাগ অত্যধিক পেয়েছিলেন বলেই তিনি জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যাকে নির্য্যাতন করতে সাহস পেয়েছিলেন ও সঙ্কোচ বোধ করেননি। তিনি স্বামী সোহাগিনী বলেই কৌশল্যাকে মুখ বুজে তাঁর নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দশরথের অত্যধিক

প্রশ্রয়ে কৈকেয়ী এইভাবে নিজের সঙ্কল্পে অটল হতে পেরেছিলেন। সারা জীবন দশরথ এইভাবে তাঁর সমস্ত অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দশরথ নিজের ভুল বুঝতে পারলেও কৈকেয়ীকে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেননি।

ভরতের উক্তি কৈকেয়ীর প্রকৃতির উপর কিছু আলোকপাত করেছে। অযোধ্যা হতে ভরতের মাতুলালয়ে আগত দূতদের নিকট সকলের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসার পর ভরত বলেছেন—

আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ ॥ (অঃ) ৭০।১০

—সর্বদা ক্রুদ্ধ স্বভাবা খল প্রকৃতি অভিমানী আমার মাতা কুশলে আছেন তো? তিনি আমাকে কি বলে পাঠিয়েছেন?

রাজমহিষী কৌশল্যাও কৈকেয়ী সম্বন্ধে ভরতের ন্যায় মনোভাব পোষণ করতেন। কৌশল্যা সর্বদা নীরবে কৈকেয়ীর এই দুর্ব্যবহার সহ্য করেছেন। কখনও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু রামের বনগমনের পূর্বে তাঁর খেদোক্তি হতে কৈকেয়ীর এই চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। (কৌশল্যা চরিত্র বিশ্লেষণের সময় বিশদভাবে বলা হয়েছে।) ভরত ও কৌশল্যার উক্তি হতে কৈকেয়ীর উদ্ধত গর্বিত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হলে, কৌশল্যা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করেন। মন্ত্রী তৈলদ্রোণীতে মহারাজের শব স্থাপন করেন ও পুরবাসিগণ বিলাপ করতে থাকেন।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে তাঁর মাতুলালয় হতে আনা হলো। কৈকেয়ী ভবনে প্রবেশ করে ভরত মাতাকে প্রণাম করে পিতার কথা জিজ্ঞেস করলে কৈকেয়ী উত্তরে বলেছিলেন :—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ। (অঃ) ৭২।১৫

—এই সংসারে সকল জীবের যে গতি হয় তোমার পিতারও ই গতি হয়েছে।

এই কৈকেয়ীই একদিন কৃত্তিবাস রামায়ণে বলেছিলেন :—

স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি :। (অঃ)

কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদ কৈকেয়ী এমন সহজভাবে তথা নিষ্ঠুরভাবে রিবেশন করেছিলেন তা অতি আশ্চর্য্যজনক। যিনি স্বামী াহাগিনী হয়ে অন্যান্য সপত্নীদের ঈর্ষার কারণই কেবল হননি, াদের প্রতি দুর্ব্যবহারও করতেন, তিনি স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এমন বিচল ভাবে প্রকাশ করতে দেখে একটি প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, কেয়ীর পুত্র বাৎসল্য কি তাঁর স্বামী প্রেম হতেও প্রবলতর ছিল? ত্নী স্ত্রী অপেক্ষা জননীর ভূমিকা কি কৈকেয়ীর জীবনে বেশী াভনীয় হয়েছিল?

ভরত পিতৃবিয়োগের সংবাদে শোকে অভিভূত হয়ে জ্ঞান বালেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৈকেয়ী ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে লছেন—

……পুত্র কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ॥
সর্বশাস্ত্র জ্ঞান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কোথা রাজ্য করে॥ (অঃ)

কৈকেয়ী পিতৃভক্ত ভরতকে কি রকম লঘু স্তোক বাক্যে সান্ত্বনা বার চেষ্টা করেছেন।

ভরত জিজ্ঞেস করলেন পিতা মৃত, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ কোথায়? ারাজ রামকে রাজ্য অর্পণ করবেন এই কথাই জানতাম। কিন্তু ব্যতিক্রম কেন ঘটলো?

অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ।
রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ॥ (অঃ)

কৈকেয়ীর আচার ব্যবহারে ভরত অনুমান করতে পেরেছিলেন কৈকেয়ীর কোন দুষ্কর্মের ফলে রাজা দশরথের অকাল মৃত্যু ঘটেছে
কৈকেয়ী পুত্রকে সানন্দে তাঁর বর প্রার্থনার খবর জানি বললেন

কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃ ঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর বৈসে রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥ (অঃ)

কিন্তু কৈকেয়ীর এ সুসংবাদ পুত্রের আনন্দ বিধানে সক্ষ হল না।

বাল্মীকি রামায়ণে পিতার মৃত্যু সংবাদে ভরত মূর্ছিত হ পড়েছিলেন। শোকার্ত্ত ভরতকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কৈকেয়ী তাঁ ভূতল হতে উঠিয়ে বললেন, রাজপুত্র তুমি কেন ভূমিতে শয়ন করেছ তোমার মত সর্বমান্য সজ্জনেরা কখনও শোকগ্রস্ত হয় না।

ভরত কৈকেয়ীর কাছে জানতে চাইলেন পিতা কি বলে গেছেন তখন কৈকেয়ী বললেন, রাজা বলেছেন, যারা সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণকে ফিরে আসছে দেখবার জন্য বেঁচে থাকবেন তারাই ধন্য।

অতঃপর ভরত কৌশল্যা কোথায় জানতে চাইলেন। তখন কেকেয়ী যথাযথ ভাবে সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন এবং ভাবলেন সব অপ্রিয় কথা শুনলে ভরত সন্তুষ্ট হবে।

কৈকেয়ী বললেন, রাম চীর বসন পরিধান করে সীতা ও লক্ষ্মণের ঙ্গে দণ্ডক মহারণ্যে গমন করেছে। এই সংবাদে ভরত রামের চরিত্র ম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোন অপরাধ রামের এই দণ্ড য়েছে? রাম কোন রূপ হীন কাজ করতে পারেন না।

কৈকেয়ী তখন বললেন রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেনি। ম নিষ্পাপ। কোন ধনী বা দরিদ্রকে নিহত করেনি। রাম কখনও রস্ত্রীকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে না (আসক্ত হওয়া তো দূরের থা)। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে শুনে আমিই তোমার াতার নিকট তোমার জন্য রাজ্য ও রামের জন্য নির্বাসন প্রার্থনা রেছিলাম তাতে তোমার পিতা স্বধর্ম নিষ্ঠার জন্য আমার প্রার্থনা র্ণ করেছেন, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বনগমন করেছে এবং প্রিয় ত্রের শোকে মহারাজ দশরথের মৃত্যু ঘটেছে।

ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্মজ্ঞ রাজত্বমলম্ব্যতাম্।
তৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্॥ (অঃ) ৭২।৫২

—ধর্মজ্ঞ, এখন তুমি এই রাজত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমার ন্যই এই সব কার্য্য এই ভাবে সম্পন্ন করেছি।

পুত্র, তুমি শোক কর না। ধৈর্য্য ধারণ কর। এই অযোধ্যানগরী এই রাজ্য তোমার অধীনে। এখন তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ াহ্মণদের সঙ্গে উদারচিত্তে মহারাজ দশরথের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর বং নিজেকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত কর।

জননীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ভরত জননী কৈকেয়ীকে অত্যন্ত ঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে থাকেন। তাঁকে মাতৃরূপী পরম শত্রু

বলে অভিহিত করেন। কঠোর বিশেষণে ভর্ৎসনা করায় কৈকেয়ী মুখের হাসি নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সব আত্মশ্লাঘা নিয়ে গিয়ে—

যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
যার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণে শোকে দুঃখে ক্রোধে ভরত বললেন—

আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম কর্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানবী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব জন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জন্ম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতায় বধি নাহি কোন ব্যথা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমতি করিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী। (অঃ)

পুত্রের ভবিষ্যৎ রাজমুকুটের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে তিনি আপামর, সকলের সব রকম ঘৃণা ও অবজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, সকলের হিতবাক্যে বধির হয়ে, সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে, স্বামীর মৃত্যুর কারণও হতে পারেন জেনেও, নিজের নিষ্ঠুর দাবী কোন প্রকারে প্রত্যাহারে সম্মত হননি, বরং লক্ষ্য সিদ্ধির উন্মাদনায় স্ফীত হয়ে প্রাণপতির বিয়োগ দুঃখ হৃদয়কে স্পর্শ করতে দেননি, সেই পুত্রের অপ্রত্যাশিত তীব্র ভৎর্সনা কাল বৈশাখীর মত তাঁর সব জড় ও আবিষ্টভাবকে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর লুপ্ত সম্বিত ফিরিয়ে দিলে।

পরম স্নেহাস্পদ পুত্রের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কশাঘাতে যেন তাঁর চেতনা হলো। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি যথার্থই সকলের ঘৃণার পাত্রী। রামের নির্বাসনের কয়েক দিনের মধ্যেই এই গর্বিতা রাণীর সব দর্প ও ঔদ্ধত্য যেন বেলুনের মত চুপসে গেল।

পুত্র পরিত্যক্তা, সর্বজন ধিক্কৃতা, এই বিধবা রাণীর মানসিক গ্লানি ও অপমানের তীব্র জ্বালা, ঐ প্রকাণ্ড রাজপুরীতে নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা তাঁর দেহমনকে কতটা ভারাক্রান্ত করেছিল—তা সহজেই অনুমেয়।

ভরত যখন রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন, তখন অন্যান্য রাজ্ঞীদের সঙ্গে কৈকেয়ীও গিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ী কেবলমাত্র সপত্নীদের অনুগমন করেছিলেন, তাছাড়া কৈকেয়ী সম্বন্ধে আর কিছুই লেখা নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ কাহিনী আছে ঃ—

কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে॥ (অঃ)

মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পর এবং ভরতের মাতুলালয় হতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে কৈকেয়ীর জীবনে এক বিরাট

পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয়। তাঁর সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাব যেন কর্পূরের মত উবে গেল। তাঁর বিশাল বিক্রম যেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে গুটিয়ে নিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ী প্রসঙ্গ কোথাও পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অবশ্য রামের প্রত্যাগমনের পর আরও দুই একবার তাঁকে দেখতে পেয়েছি। রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর এক নিদারুণ ঘৃণা ও লোক চক্ষুর অবজ্ঞা সহ্য করে সকলের চোখে শত্রু রূপে অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুরে কৈকেয়ী অনুতপ্ত হৃদয়ে জীবন যাপন করেছেন। দুর্বিসহ লজ্জা ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি যেন তিলে তিলে তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। এমন ঘৃণিত অবহেলিত জীবন হতে মৃত্যুও বোধ হয় কৈকেয়ীর কাছে শ্রেয়ঃ হোত।

কৃতকর্মের আত্মগ্লানিতে তিনি যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখ অত্যন্ত দুঃসহ। কারণ তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলেও, তিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েও তাঁকে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহলই পান করতে হয়েছিল।

চৌদ্দ বৎসর পর রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কবার পর কবি কৃত্তিবাস কৈকেয়ীর অনুতপ্ত হৃদয়ের একটা সুন্দর ছবি এঁকেছেনঃ—

শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার ॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥
যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লাড্ডুক ॥

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী। (অঃ)

রাম যখন কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করে মা বলে সম্ভাষণ করলেন, তখন অভিমান রুদ্ধ মাতৃহৃদয় ব্যথায় ও আনন্দে সহস্র ধারায় বিগলিত হয়ে পড়ল। কবি কৃত্তিবাস মাতা পুত্রের পুনর্মিলনের এক মর্মস্পর্শী করুণ ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

কোন দোষে দোষী আমি তোমার আগ্রতে॥
বনে গেলে দেবতার কার্য্য সিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী॥
তুমি গোলকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতি ভার॥
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।

... ...

আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি॥
বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা॥
চিরকাল ভরতের অধিক স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী॥
সব ঘটে স্থায়ী তুমি সুখ দুঃখদাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা॥ (লঃ)

অদৃষ্টের ক্রীড়ণক কৈকেয়ীর দুঃখে অভিভূত হয়ে কৃত্তিবাস কবি পাঠকের সামনে রামের বনগমনের প্রকৃত কারণ এখানে উদঘাটিত করেছেন।

এখানে কৈকেয়ী তাঁর দুষ্কর্মের দায়িত্ব রামের উপর আরোপ

করলেন। কৈকেয়ীর এই খেদোক্তি এটাই প্রমাণ করে যে স্বয়ং নারায়ণ রাম, রাক্ষস রাবণকে বধ করবার জন্যই দশরথের ঘরে জন্মেছিলেন। এবং এই রাবণ বংশ ধ্বংস করবার জন্য যাবতীয় অঘটন ঘটেছে। কৈকেয়ী নিমিত্ত মাত্র। কৈকেয়ীকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেহেতু তিনি রামের বিমাতা। তিনি যন্ত্র। অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা যন্ত্রী তাঁকে দিয়ে সব কিছু ঘটিয়েছেন। কিন্তু কলঙ্কের ডালি তাঁর মাথায় চাপিয়েছেন।

Devils are not so black as they are painted—Thoevas Lodge এর এই উক্তিটি কৈকেয়ীর চরিত্রে বিশেষ প্রযোজ্য রামায়ণে কৈকেয়ী চরিত্রটি যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে তিনি যেন এই কাব্যের ডাইনী। যথার্থই কি তিনি তা, নাকি ডাইনীর অভিনয় করেছিলেন? তিনি যদি সত্যি ডাইনী হন তবে রাম তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন না করলে বিষ পানে জীবন বির্সজন দেবেন এ অভিমানে বিষের নাড়ু হাতে নিয়ে ঘুরছিলেন কেন? বস্তুতঃ রামের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহ অকৃত্রিম। কিন্তু নেপথ্য হতে বিধাতা পুরুষ যেন কৈকেয়ীর জীবন সূতা টেনে পুতুল নাচের মত তাঁকে দিয়ে ঈপ্সিত কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

কৈকেয়ীর উপরোক্ত অভিযোগ যে সত্য তার প্রমাণ ভরদ্বাজ মুনির উক্তি। ভরত ভরদ্বাজ মুনির নিকট জননীদের পরিচয় দেবার সময় ক্রোধ বশতঃ কৈকেয়ী সম্বন্ধে নানা রকম অশোভন ভাষা ব্যবহার করে সর্বসমক্ষে তাঁকে হেয় করে বললেন—

রাজ পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম। (অঃ) ৯২।২৫-২৭

—ক্রুদ্ধা অমার্জিত বুদ্ধি, গর্বিতা, সৌভাগ্য মদমত্তা, ঐশ্বর্য্য লুব্ধা ও অনার্য্যা হয়ে আর্য্যার ন্যায় প্রতীয়মানা এই কৈকেয়ী। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি পাপীকে আমার মাতা বলে জানবেন, যাঁর জন্য রাজা দশরথ পুত্রবিরহ শোকে স্বর্গে গেছেন।

তখন মহর্ষি ভরতকে রামের বনবাসের জন্য কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা করতে বা তাঁকে অভিযুক্ত করতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি জানালেন ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে রামের নির্বাসন পূর্ব নির্দ্ধারিত। রামের নির্বাসনে দেব, দানব ও ঋষিদের মঙ্গল হয়েছে

এই উক্তি হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে পূর্বোক্ত তিন কুলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য রামের বনগমন পূর্ব নির্দিষ্ট, দৈবই পূর্বাহ্ণে সব কিছু অলক্ষ্যে সংঘটিত করেছিলেন, কৈকেয়ী উপলক্ষ্য মাত্র।

অন্যত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে (প্রথম পর্বে দ্রষ্টব্য) রামের বাল্যাবস্থায় ব্রহ্মা বলেছিলেন রাবণ বধের জন্য বিষ্ণু দশরথের গৃহে জন্মেছেন। সমগ্র রামায়ণে অনেক জায়গায় রাম যে রাবণকে বধ করতে নর রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে।

মহাভারতে রামায়ণ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মার্কণ্ডেয় মুনি বলছেন—

তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ (বঃ) ১৭৬।৯

—তাঁদের (দেবতাদের) সামনেই ব্রহ্মা দুন্দুভী নাম্নী গন্ধর্বীকে দেবতাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যলোকে যেতে আদেশ করলেন।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবৎ তদা ॥ (বঃ) ১৭৬।১০

—পিতামহের কথা শুনে দুন্দুভী গন্ধর্বী মনুষ্যলোকে কুব্জা মন্থরা রূপে জন্ম নিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থা করে ব্রহ্মা যা করতে হবে সব কিছুই মন্থরাকে বুঝিয়ে দিলেন। কুব্জা মন্থরা কৈকেয়ীর পরিচারিকা হয়ে রাজা দশরথের রাজপুরীতে প্রবেশ করলো।

উপরোক্ত কাহিনী এটাই প্রমাণ করে যে কৈকেয়ীর কলঙ্কিত চরিত্রের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না।

সুতরাং রামের প্রতি স্নেহশীলা হয়েও কৈকেয়ী হঠাৎ তাঁর প্রতি এতদূর যে বিরূপ হয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

Human life is more governed by fortune than by reason—Hume এর এই উক্তিটি কৈকেয়ীর চরিত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। রামায়ণে কৈকেয়ীকে এই মহাকাব্যের চরম পরিণতির জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ভাগ্যই তাঁর জীবনে এনেছে এই কলঙ্ক।

রাম বনে না গেলে রাবণ বধ হত না এবং রাক্ষস বধ না হলে দেবতারাও রাবণের ভয়ে স্বর্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারতেন না। সেই ক্ষেত্রে কৈকেয়ীকে উপলক্ষ করে তাঁর মতিচ্ছন্ন ঘটিয়ে তাঁরই মাধ্যমে রামকে বনবাসে পাঠান হয়েছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ধরাকে দুর্জন বিমুক্ত করা।

যথার্থই রামের প্রতি যদি কৈকেয়ীর বিরূপ মনোভাব থাকবে তবে মন্থরার মুখে রামের অভিষেকের সংবাদ শুনে তিনি তাকে পুরস্কৃত করতে গেলেন কেন? শুধু তাই নয়। মন্থরা কৈকেয়ীকে নানা কুমন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি রামের পক্ষ নিয়ে মন্থরার সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করবেন কেন?

দৈব বিড়ম্বনায় যদিও কৈকেয়ীর মতিভ্রম ঘটেছিল এবং তিনি রামের ও দশরথের প্রতি অপ্রত্যাশিত ভাবে নিষ্ঠুর হয়েছিলেন, কিন্তু

তাঁকে গুণহীনা বলা চলে না। কারণ দশরথ নিজেই কৈকেয়ীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তুমিও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী, অস্ত্র সঞ্জীবনী শাস্ত্রে সুনিপুণা ও পতিব্রতা। তোমার বুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছে। আর তাতেই মনে হচ্ছে ইক্ষ্বাকুবংশে অন্যায় প্রবেশ করেছে। তুমি পূর্বে কখনও কোন অন্যায় বা আমার অপ্রীতিকর কোন কাজ করনি। তাই আজি তোমার নীতিহীন প্রার্থনায় বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি তো আমাকে বহুবার বলেছো যে তোমার কাছে ভরত যেমন প্রিয় রামও তেমনি প্রিয়। রাম তোমাকে ভরত অপেক্ষা সর্বদা অধিক শুশ্রূষা করে।

ভরতের মত সুপুত্রের জননী কখনও গুণহীনা হতে পারেন না। মহারাজ দশরথ মৃগয়ায় গেলে, অন্ধমুনির পুত্রের কলসীতে জল ভর-বার শব্দকে মৃগের জলপান ভ্রমে তাকে বাণাঘাতে বধ করেন। ফলে অন্ধমুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে মহারাজ দশরথও তাঁর মত পুত্র শোকে মারা যাবেন।

সুতরাং দেখা যাছে দশরথ ও রামের জীবনে যা ঘটেছে তা সম্পুর্ণ দৈব পরিকল্পিত বা অভিশাপের ফল স্বরূপ। কৈকেয়ীকে কেবল মাত্র উপলক্ষ বলা যেতে পারে।

রামের ভাগ্যে তখন রাজা হবার যোগ ছিল না, তাই তাঁকে বিধির নির্দেশে বনে যেতে হলো। ভরত ছিলেন বহু দূরে মাতুলালয়ে। রাজসিংহাসনে বসবার জন্য তাঁকে আনা হলো। দৈব নির্দেশিত না হলে এমন অঘটন কখনই সম্ভব হতো না।

তাই বলা হয়েছে—Nothing comes to pass but what God appoints.—Our fate is decreed, and thing do not happen by chance but every man's portion of joy or sorrw is predetermined—Seneca.

সীতার পাতাল প্রবেশের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু ঘটে। কৈকেয়ী সমগ্র রাজপরিবারে এক দুঃখের বন্যার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী। কিন্তু কৈকেয়ী চরিত্র সুষ্ঠু বিশ্লেষণে স্বভাবতঃই পাঠকদের কৈকেয়ীর প্রতি একটা সহানুভূতি জাগে এই মনে করে যে—কৈকেয়ী দৈবের হাতে ক্রীড়ণক মাত্রই ছিলেন।

সাময়িক কালের জন্য তাঁর যে মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল, তার জন্য তাঁকে যতটা দায়ী করা যায়, ততোধিক দায়ী করা উচিত রাম ও দশরথের অদৃষ্টকে। দশরথের অন্ধমুনির শাপমোচন ও রামের দেবাদ্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্যই কৈকেয়ীর এই মতিভ্রম অপরিহার্য্য।

অন্ধমুনির অভিশাপে দশরথের পুত্রশোকের যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে। তেমনি রাম রূপী স্বয়ং বিষ্ণু বারণ বা রাক্ষসকুল ধ্বংস করবার জন্য এসেছেন দশরথের গৃহে। তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম করবার জন্য বনগমন তাঁর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তাই সাময়িক কালের জন্য স্বভাবতই স্নেহশীলা কৈকেয়ীর শুভবুদ্ধি যেন সূক্ষ্ম চক্রান্তে আচ্ছাদিত হয়েছিল। ভরতের তীব্র বাক্যবাণে সেই জাল যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। শুভ-বুদ্ধির কল্যাণ স্পর্শে অনুশোচনার গ্লানিতে হলো তাঁর মুক্তি স্নান।

কৈকেয়ীর জীবন কি সম্পূর্ণ ভাগ্য চালিত? বোধ হয় তা নয়। কারণ কৈকেয়ীর ঈর্ষা—কৌশল্যা রাজমাতা হয়ে সকলের সম্মান পাবেন। তা অসহ্য। রাম রাজা হলে ভরতের জীবন বিপন্ন হবে এ আশঙ্কা, এতদিন স্বামী সোহাগিনী গর্বে কৌশল্যা প্রভৃতি সপত্নীদের উপর যে প্রতাপ চালিয়েছেন, কৌশল্যা হয়ত তার প্রতিশোধ নেবেন এ ধরণের নানা সন্দেহ, মাৎসর্য্য উদ্ভূত কল্পনা কি রামের বনবাস বর প্রার্থনার যথেষ্ট কারণ ছিল না?

তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কৈকেয়ী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এমন একটি বিচিত্র চরিত্রের জন্য কেবল তাঁকেই দায়ী করা যেতে·

পারে না। যিনি মর্তে ভাঙ্গা গড়া খেলা খেলে চিদানন্দ, তিনিই রাজা দশরথের সব রকম দুঃখের কারণ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বাইবেলের আদাম ও ইভকে। (Adam and Eve) আদাম ও ইভ সরল, নির্মল, নিষ্পাপ ভগবানের আদি সৃষ্টি। সুখ ও নির্মল আনন্দ ছাড়া তারা কিছুই জানত না। তাদের সেই শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে হলাহল ঢেলে দিলে শয়তান। এক নিষ্পাপ জীবনে দুঃখের ছায়া পড়ল। কৈকেয়ীর জীবনেও বিধাতা সেই নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন। তাঁর সৃষ্টির জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বিধাতার অভিপ্রেত নয়। মানুষ শোকে তাপে জর্জরিত হয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হোক্—তাই তিনি চান। সেজন্য আদাম ইভের জীবনে কিছুটা স্খলন বা দুঃখের কারণ ঘটাবার জন্য শয়তানের প্রয়োজন। তেমনি কৈকেয়ীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জীবনে অপমান অশ্রদ্ধার গ্লানির সংমিশ্রণের জন্যই যেন ভগবান তাঁর মতিভ্রম ঘটিয়ে সমস্ত রামায়ণ মহাকাব্যের চাকাই কেবল ঘুরিয়ে দেননি, তাঁর জীবনও লাঞ্ছনা গঞ্জনায় পরিপূর্ণ করেছেন।

রামায়ণের কৈকেয়ীর মত মহাভারতে শকুনি এ মহাকাব্যের ঘটনা প্রবাহের নায়ক। এই সাদৃশ্য ব্যতীত এই দুই চরিত্রে অন্য কোন মিল নেই, গরমিলই বেশী। দুর্যোধনকে কেন্দ্র করে মহাভারতে যে দুষ্ট চক্র গড়ে উঠেছিল, শকুনি সে দুষ্ট চক্রের অন্যতম ব্যক্তি। কবি দুষ্ট চক্রের নায়কদের তুলনা করে বলেছেন—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিতস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্প ফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ (অঃ) ১।১১০

—'দুর্যোধন রূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের স্কন্ধ কর্ণ, শকুনি ইহার শাখা,

দুঃশাসন সমৃদ্ধ ফল পুষ্প আর বিবেকহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলে ইহার মূল।

ধৃতরাষ্ট্রের তনয়েরা পঞ্চ পাণ্ডবের সংস্পর্শে আসার পরক্ষণ হতে পাণ্ডবদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও ধর্মনিষ্ঠা দেখে দুর্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে হিংসা ও ঈর্ষার চোখে দেখতে থাকেন। দুর্যোধন ধর্ম হতে দূরে থাকায়, (অর্থাৎ ধর্মরহিত হওয়ায়) পাপাসক্ত হওয়ায়, মদ ও ঐশ্বর্য লোভের বশীভূত হওয়ায়, সর্বদা পাপ কার্য্যে তাঁর মতি হলো।

শকুনি গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র এবং কুরুরাজমহিষী গান্ধারীর অগ্রজ। ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী হয়ে গান্ধারীর কুরুরাজ প্রাসাদে প্রবেশ করার পরই শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সংসারে প্রবেশ করে বাস করতে থাকেন।

দেবতাদের অভিশাপে ধর্মের গ্লানি সাধনের জন্য গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র শকুনির জন্ম। অতএব জন্ম কোষ্ঠী হতেই মনে হয় শকুনি যেন দুর্যোধনের পাশ্বচর হওয়ার জন্যে মর্ত্তে এসেছিলেন এবং দুর্যোধনের সব রকম দুষ্কর্মের একজন প্রধান কাণ্ডারী রূপে দেখা দিলেন।

ভীমের প্রবল পরাক্রম দুর্যোধনের ঘোরতর ঈর্ষার কারণ ছিল। ভীমের বিলোপ সাধন করে পঞ্চ পাণ্ডবের শক্তি খর্ব করার দুরভিসন্ধি করেন দুর্যোধন। ভীমকে তীব্র বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাইয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন করে লতা গুল্ম দিয়ে হাত পা বেঁধে, তাঁকে গঙ্গার জলে ফেলে দেন। যদিও বেদব্যাসের মহাভারতে বলা হয়েছে যে দুর্যোধন কর্ণ ও সুবলের পুত্র শকুনি নানা রকম দুষ্ট উপায়ে পাণ্ডবদের মারতে চেষ্টা করেছিলেন সে সময় শকুনি বা কর্ণ উপস্থিত ছিলেন এ রকম কোন প্রমাণ বেদব্যাসের মহাভারতে নেই।

বারণাবতে জতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডব ও জননী কুন্তীকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্রেও শকুনি লিপ্ত ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৌরবদের সঙ্গে শকুনিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং দুর্যোধনের সঙ্গে সে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হলে সকল নৃপতিবৃন্দ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ রাজ্যে বা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গে শকুনি ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন এবং দুর্যোধন ময়দানব নির্মিত সেই রম্য সভাগৃহ দেখতে থাকেন। সভাগৃহের অপূর্ব সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পদ দুর্যোধনকে ঈর্ষায় দগ্ধ করতে থাকে এবং তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে থাকেন। শকুনি দুর্যোধনকে তাঁর ঐ দীর্ঘ নিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞেস করলে দুর্যোধন অকপটে স্বীকার করেন যে পাণ্ডবদের রাজসম্মান ও রাজ ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিন রাত দগ্ধ করছে। তিনি পাণ্ডবদের ঐ ঐশ্বর্য্য জয় করতে চান। উত্তরে শকুনি বলেন—

শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ॥
যুধিষ্ঠিরে কদাচিৎ না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্মের নন্দন॥
যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্মের নন্দন॥
উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে?
তার ধর্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে॥
জতুগৃহে মুক্ত হৈয়ে পাঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
... ...
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক॥
অগ্নি হৈতে মায়েরে করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্মাণ॥
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।

তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কোন কর্মে হীন তুমি চিন্ত সে কারণ॥ (সঃ)

বেদব্যাসের মহাভারতেও শকুনির অনুরূপ উক্তি দেখা যায়।

দুর্যোধন ন তেঽমর্ষঃ কার্য্যঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরম্।
ভাগধেয়ানি হি স্বানি পাণ্ডবা ভুঞ্জতে সদা॥ (সঃ) ৪৮।১

—হে দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরকে তোমার ঈর্ষা করা উচিত নয়। কারণ পাণ্ডবগণ সর্বদা নিজ ভাগ্যের ফলই ভোগ করছেন।

বিধানং বিবিধাকারং পরং তেষাং বিধানতঃ।
অনেকৈরভ্যুপায়ৈশ্চ ত্বয়া ন শকিতাঃ পুরা॥ (সঃ) ৪৮।২

—তুমি পূর্বে বহুবিধ প্রকারে নানা উপায় অবলম্বন করে তাদের বিনাশের চেষ্টা করেছো। কিন্তু তাদের বিনাশ করতে সমর্থ হও নাই।

আরব্ধাশ্চ মহারাজ পুনঃ পুনররিন্দম।
বিমুক্তাশ্চ নরব্যাঘ্রা ভাগধেয়পুরস্কৃতাঃ॥ (সঃ) ৪৮।৩

—মহারাজ তুমি ধৈর্য্য সহকারে পুনঃ পুনঃ যত্ন করেছ। কিন্তু সেই নরশ্রেষ্ঠগণও তোমার সৃষ্ট বিপদ হতে রক্ষা পেয়ে নিজের ভাগ্যের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন।

অজিতঃ সোঽপি সর্বৈর্হি সদেবাসুরমানুষৈঃ।
তত্তেজসা প্রবৃদ্ধোঽসৌ তত্র কা পরিবেদনা॥ (সঃ) ৪৮।৪

—যিনি সকল দেবতা ও অসুরেরও অরিন্দম সেই বাসুদেবকে সহায়ক রূপে লাভ করে তাঁর তেজ দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। এতে পরিতাপ করবার কি আছে?

দুর্যোধনকে উপরোক্ত ভাবে প্রবোধ দেওয়া শকুনি চরিত্রের একটি বৈচিত্র্য। যে প্রকারের যুক্তি দিয়ে শকুনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের ঈর্ষা

করতে বারণ করেন, তা পড়ে পাঠকদের মনে স্বাভাবিক ধারণা জন্মে যে শকুনি বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক। কিন্তু দুর্যোধনকে শকুনির ঐ জ্ঞান দান কি সত্যি দুর্যোধনের হিংসা বৃত্তিকে দমন করবার জন্য, না এ জ্ঞান দানের পিছনে শকুনির এক গূঢ় অভিসন্ধি লুকানো ছিল ?

ব্যঙ্গ কবিতার রোমান কবি Juvenal বলেছেন—
Vice can deceive under the shadow and guise of virtue
Juvenal র ঐ উক্তিটি শকুনির চরিত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। শকুনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের ঈর্ষা করতে নিষেধ করেন, কারণ দুর্যোধন নানা ভাবে পাণ্ডবদের অহিত করবার চেষ্টা করে শুধু ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, বরং দুর্যোধন-চক্র যতবার পাণ্ডব তনয়দের অহিত চেষ্টা করেছেন ততিবারই পাণ্ডব তনয়রা কেবল অক্ষত প্রত্যাবর্ত্তন করেননি বরং তারা নতুন সম্পদ, অস্ত্র, শস্ত্র বন্ধু ও সহায়ক লাভ করে তাঁদের শক্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি করেছেন। অতএব দুর্যোধনের প্রতি শকুনির এ সতর্ক বাণী অতি উত্তম। কিন্তু শকুনি বিশেষ ভাবে জানতেন যে তাঁর এ হিতোপদেশে দুর্যোধন ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। দুর্যোধন কখনো পাণ্ডবদের অপ্রতিহত প্রভাবে চলতে দেবেন না। এ আপাত সুন্দর পরামর্শের পিছনে পাণ্ডবদের জয় করবার আর একটি অব্যর্থ উপায় শকুনির পকেটের মধ্যে লুকানো আছে যা সোজাসুজি ভাবে প্রকাশ করা অবিবেচকের কাজ। অতএব ধূর্ত শকুনির প্রথমে বিশেষ প্রাজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করা দরকার। তাঁর প্রকৃত প্রস্তাব দুর্যোধনের কাছে প্রকাশের সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা প্রয়োজন।

শকুনি যখন দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের নতুন নতুন সহায় সম্পদ লাভের কথা বললেন, তখন দুর্যোধন নিজেকে অসহায় বলে নিরাশ হলেন। তখন শকুনি আবার দুর্যোধনকে বললেন যে দুর্যোধন

অসহায় একথা সত্য নয়। শকুনির ভ্রাতৃবৃন্দ দুর্যোধনের অনুগত, আচার্য দ্রোণ ও তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য, রাজা জয়দ্রথ এবং শকুনি নিজে—এঁদের সাহায্যে দুর্যোধন সমগ্র পৃথিবী জয়ে সক্ষম।

শকুনির আশ্বাসে দুর্যোধন বললেন, সমস্ত রথী, মহারথীগণের সহায়তায় তিনি পাণ্ডবদের জয় করবেন। তবে এ পৃথিবী, রাজন্য বৃন্দ ও সেই অমূল্য সভাভবন তাঁর করতলগত হবে।

তখন শকুনি বললেন কিন্তু ঃ—

ধনঞ্জয়ো বাসুদেবো ভীমসেনো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রুপদশ্চ সহাত্মজৈঃ॥
নৈতে যুধি পরাজেতুং শক্যা দেবগণৈরপি।
মহারথা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রাঃ যুদ্ধদুর্মদাঃ॥
অহন্তু তদ্ বিজানামি বিজেতুং যেন শক্যতে।
যুধিষ্ঠিরং স্বয়ং রাজংস্তন্নিবোধ জুষস্ব চ॥ (সঃ) ৪৮।১৫-১৭

—ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, পুত্রগণ সহ দ্রুপদ—ইহাঁরা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্ধর কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এঁদের দেবতারাও পরাজিত করতে পারবেন না।

সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডপুত্রগণে॥
পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান॥ (সঃ)

শকুনির মতে যুদ্ধে পাণ্ডবরা অজেয় তবে যুধিষ্ঠিরকে কি করে জয় করতে পারা যাবে, সে উপায় তিনি জানেন, তা দুর্যোধনকে শুনতে বলেন এবং তদনুরূপ কাজ করতে বলেন।

দুর্যোধন বললেন—

অপ্রমাদেন সুহৃদামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম।
যদি শক্যা বিজেতুং তে তন্মামাচক্ষ্ব মাতুল॥ (সঃ) ৪৮।১৮

—হে মাতুল, মহাত্মা সুহৃদগণের সঙ্গে যে উপায়ে পাণ্ডবদের জয় করা সম্ভব হবে নির্ভুল ভাবে সে উপায় আমাকে বল।

শকুনি বললেন—

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম।
সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্ষ্যতি নিবর্ত্তিতুম॥
দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেঽস্তি সদৃশো ভুবি।
ত্রিষু লোকেষু কৌরব্য তং ত্বং দ্যূতে সমাহ্বয়॥
তস্যাক্ষকুশলো রাজান্নাদাস্যেঽহমসংশয়ম।
রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ তাং দীপ্তাং ত্বদর্থং পুরুষর্ষভ॥ (সঃ) ৪৮।১৯-২১

—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আসক্ত। কিন্তু খেলায় অপটু। দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। অক্ষ ক্রীড়ায় আমি অত্যন্ত পটু। আমার তুল্য এ ত্রিভুবনে আর নেই। অতএব হে কৌরব, তাকে পাশা খেলায় আহ্বান কর। হে রাজন, অক্ষ খেলা পটু আমি উহার দ্বারা তোমাকে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য জয় করে দেব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য ও রাজ ঐশ্বর্য্য দুর্যোধনের করায়ত্ব করে দিতে পারা সম্বন্ধে শকুনির কোন সন্দেহ ছিল না। দুর্যোধনের কাছে এ প্রস্তাব রাখবার আগে শকুনিকে বড় বিজ্ঞের ভেক (বা ছদ্মবেশ) ধরতে হলো।

দুর্যোধনের মত শকুনিও পাণ্ডবদের ঈর্ষার চোখে দেখতেন। কপট পাশা খেলার ষড়যন্ত্র দুর্যোধনের সামনে রাখলেন।

শকুনি বললেই পাণ্ডবদের পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করা যায় না। মাথার উপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র রয়েছেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত পাণ্ডবদের পাশা খেলায় ডাকা যায় না তবে শকুনি, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নেবার জন্যে দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন। উত্তরে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতির ব্যবস্থা শকুনিকেই করতে বলেন।

দুর্যোধন জানতেন ধৃতরাষ্ট্র এমন দুষ্কর্ম কখনই অনুমোদন করবেন না। সুতরাং বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নেবার দায়িত্বও ধূর্ত শকুনি গ্রহণ করলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায় সর্বগুণবান।
হেন পুত্রে কেন তবে নাহি অবধান॥
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখি যে শরীর বর্ণ পিঙ্গ॥
কি কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ।
সমানে নিশ্বাস যেন দন্তহত সাপ॥ (সঃ)

দৃষ্টিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট শকুনির মুখে পুত্রের অবস্থার খবর শুনে পুত্রের কাছ থেকে তাঁর মনস্তাপের কারণ জানতে চাইলেন। দুর্যোধনও পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যের জন্য তাঁর অসূয়ার কথা পিতাকে জানাতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দেওয়া পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার অব্যর্থ ফন্দিটি ও দিলেন।

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে যুধিষ্ঠিরের ক্রম বৰ্দ্ধমান ঐশ্বর্য্য দেখে তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব। তখন সঙ্গে সঙ্গে শকুনিও দুর্যোধনকে সম্বোধন করে জানালেন যে পাণ্ডবদের রাজলক্ষ্মী পাবার এক উপায় আছে। সে উপায় কি দুর্যোধনকে শোনবার জন্যে অনুরোধ করেন। শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে অহঙ্কার করে বললেন যে তাঁর মত অক্ষপটু ত্রিভুবনে নেই। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দ্যূত প্রিয়

কিন্তু খেলায় অপটু ও তিনি নিশ্চিত যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশা খেলায় পরাজিত করে তাঁর দিব্য সমৃদ্ধি হরণ করে আনবেন।

শকুনির কথার উত্তরে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে দ্যূতের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শ্রী হরণ সম্ভব এ কথা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে, আপনি অনুমতি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর মতামত জানাবেন বললেন। বিদুরের মতে পাশা খেলা দুষ্কম জেনে ধৃতরাষ্ট্র নানা হিতোপদেশ দিয়ে দুর্যোধনকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের ও শকুনির বাক চাতুরীতে ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্য্যন্ত দ্যূত ক্রীড়ায় সম্মতি দিলেন। শকুনি বললেন, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের যে ঐশ্বর্য্য তোমাকে ক্লিষ্ট করছে দ্যূতের দ্বারা আমি তা হরণ করতে পারবো। তিনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করতে অনুরোধ করেন। তিনি নিঃসংশয়ে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শকুনি দুর্যোধনের প্রত্যয় জন্মাবার জন্য আরও বলেন --

অক্ষান্ ক্ষিপন্নক্ষতঃ সন্ বিদ্বানবিদুষো জয়ে।
গ্লহান ধনুংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত ॥
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্তরম্। (সঃ) ৫৬।৩

---চোখের সামনে পাশার দানে অপটু যুধিষ্ঠিরকে, পটু আমি জয় করবো। এ যুদ্ধে পণ হবে ধনু, শর হবে অক্ষ সমূহ। জ্যা হবে অক্ষের হৃদয় আর অক্ষ ক্রীড়ার আস্তরণ হবে আমার রথ।

শকুনি ও দুর্যোধনের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্যূত ক্রীড়ার উদ্যোগ করতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বিদুর ঐ ক্রীড়া দ্বারা কুলনাশের আশঙ্কার কথা বললেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিধাতার বিধানের দোহাই দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলবার জন্যে শীঘ্রই হস্তিনাপুরে আনবার জন্যে বিদুরকে আদেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠির বিদুরের থেকে জানতে পারলেন মায়াতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর প্রবঞ্চক জুয়াড়ীরা তথা সন্নিবেশিত হয়েছে। তা জানতে পেরেও উহাই বিধাতার আদেশ বলে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় রাজি হলেন। তিনি সস্ত্রীক, সভ্রাতৃক হস্তিনাপুরে সুসজ্জিত ভাবে যাত্রা করেন।

যুধিষ্ঠির যখন দ্যূত সভাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন শকুনি বললেন যে এ সুসজ্জিত সভাগৃহে যুধিষ্ঠিরের আগমনে সকলে আনন্দ অনুভব করছেন। পাশা খেলার এটাই উৎকৃষ্ট সময় (দেবনস্য সময়োঽস্তু)। উত্তরে যুধিষ্ঠির পাশা খেলার অত্যন্ত নিন্দা করেন। পাশা খেলা পাপ কর্ম বলেন। তাতে ক্ষত্রিয়ের বিক্রম দেখাবার কোন সুযোগ নেই জানালেন। তিনি শকুনিকে অন্যায় ভাবে পাণ্ডবদের পরাজিত করতে চেষ্টা করতে বারণ করেন।

> ··· ···পাশা অনর্থের ঘর।
> ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥
> কপট এ কর্ম ইথে কপট বাখান।
> অনীতি কর্মেতে মম নাহি লয় মন ॥ (সঃ)

উত্তরে শকুনি বললেন ঃ—

> ··· ··· পাশা সুবুদ্ধির কর্ম।
> দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥
> যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
> হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥
> পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমর।
> ক্ষত্রধর্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥ (সঃ)

উত্তরে—যুধিষ্ঠির বললেন পাশা অনর্থের মূল।

> অধর্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল ॥

উত্তরে শকুনি বললেন, যে পূর্বাহ্ণে জানে পাশা ফেল্‌লে কোন দান আসবে, যে শঠতার ধারা অনুমান করতে পারে এবং যে অক্ষ ক্রীড়ায়

চতুর সে সব সহ্য করতে পারে। পটু দ্যূতকারের হাতে বিপক্ষের পরাজয় ঘটে। অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কালক্ষেপ না করে পণ রেখে খেলা আরম্ভ কর।

যুধিষ্ঠির পুনরায় পাশা খেলার নানা দোষ দেখিয়ে পাশা খেলার নিন্দা করলে, সুবল পুত্র শকুনি বললেন অক্ষ খেলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে খেলতে এসে, এ খেলা কপট খেলা বলে যদি ভীত হও, তবে তুমি খেলা হতে নিবৃত্ত হও।

শকুনির এ কথা যুধিষ্ঠিরের পৌরুষকে আঘাত করলো। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন আহূত হলে নিবৃত্ত না হওয়া তাঁর ব্রত।

দুর্যোধনের প্রতিনিধি রূপে শকুনির সঙ্গে পণ রেখে অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হলো। কপট অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির তাঁর সর্বস্ব হারালেন। এমন কি ভাইদের ও নিজেকেও। তখন কেবল অবশিষ্ঠ ছিল দ্রুপদ রাজ কন্যা পাঁচ ভাইয়ের পত্নী দ্রৌপদী।

তখন শকুনি বলেন—

দ্রুপদ কুমার পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজ্য আপন উদ্ধার॥

.. ...

লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিনী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার। (সঃ)

উপরোক্তি হতে শকুনির কূট মনের পরিচয়ই পাওয়া যায়। স্ত্রীকে খেলায় পণ রাখবার প্রস্তাব কোন সাধু সজ্জন ব্যক্তি কখনও দেয় না। ইহার দ্বারাই শকুনির হীন মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরও শকুনির প্রলোভনের জালে পা দিয়ে দ্রৌপদীকেও পণ রেখে হেরে লাঞ্ছনার শেষ সীমায় পৌঁছলেন।

দুর্যোধনের নির্দেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে দাসী সম্বোধন করে সভাগৃহে উপস্থিত করলে অট্টহাস্য করে দুঃশাসনকে তাঁর অশিষ্ঠ আচরণে উৎসাহ দিলেন এবং অভিনন্দিত করেন—

গান্ধাররাজঃ সুবলস্য পুত্র
স্তথৈব দুঃশাসনমভ্যনন্দৎ। (সঃ) ৬৭।৪৫

— সুবলের পুত্র গান্ধার রাজও দুঃশাসনকে অভিনন্দিত করেন।

পাশা খেলায় শকুনি যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দ্রৌপদীকে যখন সভামধ্যে সর্বসমক্ষে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করতে থাকেন, তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করেন। সেই সময় নানা অশুভ অঘটন ঘটতে থাকায় ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে দ্রৌপদীকে বর দিতে চাইলেন। দ্রৌপদীর বরে পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদী ও পণে হৃত রাজ ঐশ্বর্য্য সহ মুক্ত হয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি পেলেন। ধনরত্ন সহ পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার আদেশে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা ক্ষুব্ধ হলেন।

শকুনি দুর্যোধনকে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করতে পরামর্শ দিলেন। দুর্যোধন শকুনিও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবদের বিশেষ করে অর্জুন হতে তাঁর ভীষণ ভয় ইত্যাদি বলে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের পুনরায় পাশা খেলায় আহ্বান করতে বললেন। দুর্যোধনের পরামর্শে রাজী হয়ে ধৃতরাষ্ট্র দ্বিতীয়বার পাশা খেলবার জন্যে তাঁদের ফিরিয়ে আনালেন।

যুধিষ্ঠির শকুনির কপটতার কথা সম্যক জেনে পুনরায় পাশা খেলতে হস্তিনাপুরে ফিরে আসলেন। যুধিষ্ঠির পুনঃ পাশা খেলায় আমন্ত্রিত হয়ে হস্তিনাপুরে এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলে শকুনি বললেন—

মহাধনং গ্লহং ত্বেকং শৃণু ভো ভরতর্ষভ। (সঃ) ৭৬।৯

—হে ভরতর্ষভ, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্বস্ব ফিরিয়ে দিয়ে উচিত কাজই করেছেন।

শকুনি কপটতার দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে দুর্যোধন চক্রের প্রশংসার্হ হয়েছেন। সে জন্য পুনরায় অক্ষক্রীড়ার পণ নির্দ্ধারকের ভূমিকাতে ও শকুনি। অতি মূল্যবান পণের সর্ত্ত দিতে গিয়ে তিনি বললেন--

বয়ং বা দ্বাদশাব্দানি যুষ্মাভির্দ্যূতনির্জ্জিতাঃ।
প্রবিশেম মহারণ্যং রৌরবাজিনবাসসঃ ॥
ত্রয়োদশঞ্চ সজনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরন্যানি বনে বর্ষানি দ্বাদশ ॥
অস্মাভির্নির্জিতা যূয়ং বনে দ্বাদশ বৎসরান্।
বসধ্বং কৃষ্ণয়া সার্ধমজিনৈঃ প্রতিবাসিতাঃ ॥
ত্রয়োদশঞ্চ সজনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরন্যানি বনে বর্ষানি দ্বাদশ ॥
ত্রয়োদশে চ নির্বৃত্তে পুনরেব যথোচিতম্।
স্বরাজ্যং প্রতিপত্তব্যমিতরৈরথবেতরে ॥ (সঃ) ৭৬।১০-১৪

—যদি আমরা পাশা খেলায় তোমাদের দ্বারা বিজিত হই তবে অজিন পরে দ্বাদশ বছর বনে বাস করবো। এবং এক বছর লোকালয়ে অজ্ঞাত বাস করবো। যদি সে সময় চিহ্নিত হই তবে পুনরায় দ্বাদশ বছর বনে বাস করবো। আর যদি তোমরা আমাদের দ্বারা পরাজিত হও তবে তোমরা মৃগ চর্ম পরে কৃষ্ণার সঙ্গে দ্বাদশ বছর বনে বাস করবে এবং এক বছর লোকালয়ে অজ্ঞাত বাস করবে। যদি ঐ সময় জ্ঞাত হও পুনরায় দ্বাদশ বছরের জন্য বনবাস করতে হবে।

যদি ঐ প্রকারে ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস করে আমরা বা তোমরা ফিরে আসতে পারি তবে স্বরাজ্য ও স্বপ্রতিপত্তিতে নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হবো। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরও বলেন যে এ সর্ত্তে যদি অক্ষ ক্রীড়ায় রাজি হও তবে পাশা খেলতে আস।

যুধিষ্ঠির শকুনির পণে রাজি হয়ে পুনঃ পাশা খেলতে বসলেন এবং শকুনি তাঁকে অবলীলা ক্রমে পরাজিত করেন। এটা যে অবশ্যম্ভাবী ফল, তা সকলেরই বিদিত ছিল।

এই কপট অক্ষক্রীড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ বপন করলো। ভীমের দুঃশাসনের বুকের রক্ত পানের ও দুর্যোধনকে বধের প্রতিজ্ঞা ও অর্জুনের কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞার জন্যও দায়ী ঐ অক্ষক্রীড়া। দুর্যোধন চক্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবরা তাঁদের ভার্য্যা সহ তাঁদের রাজ্য ও রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বার বছরের জন্য বনবাস ও এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসের জন্য প্রস্থান করলেন।

বনবাস কালে হিম, গ্রীষ্ম, বাতাস ও রৌদ্র (শীতোষ্ণবাতাতা-পকর্শিতাঙ্গাঃ) ক্লিষ্ট শরীর পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে এক মনোরম সরোবর তীরে বাস করতে আসেন। কথাবার্ত্তায় নিপুণ জনৈক ব্রাহ্মণ হস্তিনাপুরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণের মুখে বনে পাণ্ডবগণের অত্যন্ত দুঃখের ও দুর্ভোগের কথা শুনে যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিলেন শকুনি গোপনে সব শুনলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ঐ সব কথা শকুনি দুর্যোধন ও কর্ণের কাছে প্রকাশ করেন। শকুনি তখন দুর্যোধনকে পুনরায় প্ররোচিত করতে লাগলেন। শকুনি বললেন, তুমি বীর পাণ্ডবদের নিজ বীর্য্যে বনবাসে পাঠিয়েছ, আজ তুমি এ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের রাজারা তোমাকে কর প্রদান করছে, যে রাজলক্ষ্মী দেদীপ্যমানার মত পাণ্ডবদের ভজনা করত, সে রাজলক্ষ্মী আজ তোমাকে ভজনা করছে। ইন্দ্রপ্রস্থে যে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা যুধিষ্ঠির দেদীপামান ছিল, আজ সেই লক্ষ্মী তোমাতে দেখছি। শত্রুগণ শোকে হীনবীর্য্য হয়েছে, বুদ্ধির জোরে যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মীকে তুমি

কেড়ে নিয়েছো। আজ সমস্ত নৃপতিরা তোমার কৃপা প্রার্থী হয়ে তোমার আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দ্বিজরা তোমার বন্দনা গাইছে রাজারা তোমার পূজা করছে এবং আপন পৌরুষে সূর্যের মত তুমি শোভা পাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার আজ্ঞা পালন করেনি বা তোমার শাসন মানেনি। আজ তারা শ্রীহীন হয়ে বনে বাস করছে। শুনতে পাওয়া যায় দ্বৈতবনে এক সরোবর আছে। বনবাসী ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করছে। শকুনি আরও বলতে থাকেন। আজ পাণ্ডবরা শ্রীহীন আর তুমি শ্রীসম্পন্ন। তোমার শ্রী ও লক্ষ্মীর উত্তাপ দ্বারা পাণ্ডু পুত্রদের তপ্ত কর, যেমন সূর্য্য পৃথিবীকে সন্তাপিত করে। তুমি রাজ্যে অধিষ্ঠিত, তারা রাজ্যচ্যুত। তুমি সম্পন্ন, তারা রিক্ত। তোমার এখন তাদের নিকট যাওয়া উচিত। তারা তোমার রাজৈশ্বর্য্য দেখুক। শত্রুদের সঙ্কটে পড়তে দেখার মত সুখ আর কি হতে পারে? মানুষ রাজ্য, পুত্র ও ধন লাভে তত আনন্দ পায় না যেমন পায় শত্রুর দুর্দ্দশা দেখে। শকুনি আরও বলতে থাকেন, বল্কল ও অজিনপরা অর্জুনকে দেখলে তুমি কি আনন্দ পাবে না? তোমাদের পত্নীরা বল্কল ও অজিন পরিহিতা দ্রৌপদীকে দেখলে, সে দুঃখে আরও ক্ষীণ হবে। কৃষ্ণা তোমার পত্নীদের নানা অলঙ্কার বিভূষিতা দেখলে দ্যূত সভায় কটু কথায় ও অশিষ্ট আচরণে যত না দুঃখ পেয়েছিল তার চেয়ে অধিক দুঃখ পাবে। এ কথা বলে শকুনি নীরব হলেন।

মহাভারতে শকুনির ন্যায় ধূর্ত্ত ও কপট চরিত্র বিরল। দুর্যোধনের চরিত্রের সঙ্গে তিনি উত্তম রূপে পরিচিত। দুর্যোধন আবাল্য পাণ্ডবদের হিংসা ঈর্ষা করে আসছিলেন। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর এমন একটি নির্দ্দয় ভাব ছিল যে, সুযোগ পেলে পাণ্ডবদের সমূলে উচ্ছেদ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে দ্যূত সভায় বীরত্বের জোরে নয় কপটতার দ্বারা। দুর্যোধন দুর্ধর্ষ বীর ও ঘটে।

Bishop Porteus বলেছেন—One murder makes a villian millions a hero অনুরূপ কথা বলেছিলেন দস্যুরা বিশ্ব বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারকে। আমরা সামান্য চুরি করি তাই তস্কর। আর তোমরা রাজা রাজ্য ধ্বংস কর, লুণ্ঠন কর, তোমরা হলে বীর।

বীর চরিত্র সর্বদা নির্মম। কেবল জয়ের দ্বারা তারা সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের অধিক আনন্দ ধ্বংসে। দাঁড়িয়ে থেকে বিজিতদের তিলে তিলে মরণ দেখে তারা অধিক আনন্দ উপভোগ করে। প্রতিশোধ সঙ্কল্পে তারা কখনো কখনো পশুর আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন দেখা গেছে ভীমের দুঃশাসনের রক্ত পানে ও দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে।

শকুনি দুর্যোধনের আকাঙ্ক্ষা ও গর্বকে জাগাবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, যাদের দোদণ্ড প্রতাপে তোমরা নির্জীব নিবীর্য্য হয়েছিলে, আজ সে সব বীররা সর্বস্বান্ত হয়ে বল্কল ধারণ করে অজিনপরে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরূপ দুরবস্থায় তাদের দেখতে পাবার চেয়ে অধিকতর আনন্দের দৃশ্য কি হতে পারে? যে অর্জুনের ভয়ে তুমি দিবা-রাত্র শান্তি পাওনি, সমস্ত পৃথিবী অর্জুনময় দেখে ভীত সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করেছ, যে দ্রৌপদীর রূপ ঐশ্বর্য্য তোমাদের নারীদের ঈর্ষা জাগাতো, আজ সেই অর্জুন ও সেই দ্রৌপদীকে ভিখারীর বেশে দেখলে তুমি ও তোমাদের পত্নীরা কত আনন্দ পাবে।

নীচতা, হীনতা মাৎসর্য্যের হাত ধরে চলে।

শকুনির কথা দুর্যোধনের খুবই মনঃপূত হলো। তবে কি করে ভিখারী পাণ্ডবদের দেখার সুযোগ হবে? এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পাওয়া যাবে কি করে?

The opportunity to do mischief is found a hundred,

times a day, and that of doing good once a year—Voltaire.

সুযোগ বলে দিলেন পাণ্ডবদের অন্যতম শত্রু বীর কর্ণ। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, কেন তোমার গোধন দেখবার অছিলায় তোমরা সেখানে যেতে পার তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার গরুর পাল দেখবার জন্য তোমার দ্বৈতবনে যাওয়া উচিত এ বুঝে রাজা নিশ্চয় অনুমতি দেবেন। যখন কর্ণও দুর্যোধনে ঐ প্রকার কথাবার্ত্তা হচ্ছিল তখন শকুনি সেখানে উপস্থিত হলেন ও হেসে বললেন যে কর্ণের উদ্ভাবিত উপায় খুবই নির্দোষ বলে তিনি মনে করেন। এ ব্যাপারে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাবার দায়িত্ব শকুনি নিজে নিলেন।

এই পরিকল্পনার পর তাঁরা সকলে শকুনির সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন এবং পরস্পরের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। পূর্বাহ্নে তাদের শেখানো মত এক গোয়ালা রাজাকে জানালো যে তাঁর গোধন সব প্রায় নিকটেই এসে পড়েছে। তখন কর্ণ ও শকুনি উভয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে গোধনের গণনা, জাতি, আয়ু, নির্ণয় করবার এ উপযুক্ত সময়, মৃগয়ারও এ উপযুক্ত সময়। আপনি দুর্যোধনকে অনুমতি দিন এই উভয় উদ্দেশ্যে যাবার জন্য। রাজা প্রথমতঃ গোয়ালার কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি শুনেছেন পাণ্ডবরা নিকটেই অবস্থান করছেন। এ দুই কারণ দেখিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন যে যুধিষ্ঠির হয়ত কিছু মনে নেবেন না, কিন্তু ভীম ক্রোধ পরায়ণ, স্বভাবে অসহিষ্ণু দ্রৌপদী অগ্নির অন্য মূর্তি (যজ্ঞ সেনস্য দুহিতা তেজ এব) এবং তোমরা অহঙ্কার ও মোহে অন্ধ। যদি প্রমাদ করে অপরাধ কর তবে তারা তোমাদের অস্ত্র তেজে ও তপস্যা তেজে দগ্ধ করবে। আর যদি তোমরা তাদের আক্রমণ কর তা পরম অনার্য্য হবে (অনার্য্যং পরমং)। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্জুনের দিব্যাস্ত্র লাভের বিষয় জানান এবং বলেন যে দিব্যাস্ত্র লাভের

আগেই সে অতি দুর্ধর্ষ ছিল। এখন দিব্যাস্ত্র পেয়ে সে তোমাদের বধ করবে। এ সব কারণে গো গণনার জন্য তোমরা অন্য বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত কর। তোমরা নিজেরা যেও না।

উত্তরে শকুনি বললেন যে যুধিষ্ঠির ধার্মিক শ্রেষ্ঠ। তিনি দ্যূতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁরা বার বৎসর বনে বাস করবেন। অন্যান্য পাণ্ডবেরা তাঁর অনুগত। তিনি আরও বলেন যে শুধু গো গণনা তাঁদের ইচ্ছা নয়, মৃগয়া ও তাঁদের ইচ্ছা। পাণ্ডবদের দেখবার জন্য তাঁরা যাচ্ছেন না এবং পাণ্ডবেরা যেখানে আছে তাঁরা সেখানে যাবেন না।

শকুনির কথায় অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য সহ দুর্যোধনকে দ্বৈতবনে যাবার অনুমতি দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পেয়ে কর্ণ ও এক বৃহৎ সেনার সঙ্গে দুঃশাসন, শকুনি, অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ ও সহস্র নারীরদ্বারা পরিবৃত হয়ে দুর্যোধন দ্বৈতবনের দিকে রওনা হলেন। দ্বৈতবনের নানা স্থানে বাস করে অতঃপর তাদের গরুগুলি যেখানে ছিল সেখানে শিবির ফেললেন। গোসমূহকে বিশেষভাবে দেখে দুর্যোধন দেবতাদের ন্যায় সে বনে সুখে খেলে বেড়াতে থাকেন, এবং নানা জন্তু শিকার করতে থাকেন। উপরোক্ত ভাবে নানা জন্তু শিকার করে অলঙ্কৃতা নারীদের নৃত্যগীতে আনন্দিত হয়ে গো দুগ্ধ ও অন্যান্য উপভোগ্য জিনিষ উপভোগ করে মত্ত প্রমত্ত হয়ে দুর্যোধন নিজের সেনানী সহ ক্রমশঃ দ্বৈতবনের সরোবরের সন্নিকটস্থ হয়ে সৈন্যদের দ্বৈতবনের সরোবরে ক্রীড়া মণ্ডপ নির্মাণের আদেশ দিলেন।

দুর্যোধনের সেনানায়ক দ্বৈতবনের সরোবরে পৌঁছালে এমন সময় বনের দ্বারদেশে গন্ধর্বগণ এসে বাধা দিলেন। তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অপ্সরা, দেবতারা ও নিজ পুত্রদের সঙ্গে বিহার করবার জন্য পূর্ব হতেই সরোবরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। সরোবর গন্ধর্বরাজ

দ্বারা অবরুদ্ধ দেখে দুর্যোধনের সেনাগণ দুর্যোধনকে সে খবর দিলে তিনি গন্ধর্বগণকে সেখান থেকে উৎসারিত করবার আদেশ দিলেন।

রাজসেনাপতি গন্ধর্বরাজকে জানালেন যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন এখানে ক্রীড়ার জন্য এসেছেন। অতএব তোমরা এ স্থান ছেড়ে চলে যাও। দুর্যোধনের সেনাপতির এ হেন বাক্যে গন্ধর্বগণ হেসে রাজপুরুষগণকে কর্কশ ভাবে বললেন, দুষ্টমতি দুর্যোধনের এটুকু বুদ্ধি নেই যে দেবলোকবাসী গন্ধর্বগণকে তার প্রজার মত আদেশ দিচ্ছে। সে বিবেকশূন্য হয়ে এ রকম আদেশ দিয়েছে, এ মুহূর্ত্তে তোমরা এ স্থান ত্যাগ করে দুর্যোধনের কাছে ফিরে যাও।

দুর্যোধনের সেনানায়ক তাঁর কাছে গন্ধর্বগণের আদেশ জ্ঞাপন করলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে সৈন্যগণকে ও তাঁর সঙ্গীয় যোদ্ধা বৃন্দকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন এবং গন্ধর্বগণের সঙ্গে দুর্যোধনের প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ক্ষত বিক্ষত হয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে কর্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন, এবং দুর্যোধনের সেই যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলো। গন্ধর্বরা দুর্যোধন, দুঃশাসন, ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রগণকে রাজকুলবধূদের সঙ্গে বন্দী করলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরের দয়ায় ভীমার্জুনের শক্তির জোরে দুর্যোধন প্রমুখ সব বন্দীদের গন্ধর্বরা মুক্ত করে দিতে বাধ্য হলেন।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস !! যাঁদের দৈন্য দশা উপভোগ করবার জন্য এত আড়ম্বর করে গো-নিরীক্ষণ ও মৃগয়ার ছল করে কুরু পুত্ররা দ্বৈতবনে এসেছিলেন তাঁদেরই দয়া দাক্ষিণ্যে ও অস্ত্র তেজে হৃত মান ও হৃত দর্প হয়ে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন।

দুর্যোধন স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাম্ভিক ও অভিমানী। নিজের পৌরুষ ও ঔদার্য্যের গর্বে পাণ্ডবদের সর্বদা অবমাননা করতেন। গন্ধর্বদের

নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়ে অবশেষে পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হয়ে মুক্তি লাভ করবার দরুন দুর্যোধন লজ্জিত ও শোকার্ত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে লাগলেন। চতুরঙ্গ সৈন্য পরিবৃত হয়ে পথি মধ্যে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন। তখন কর্ণ এসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, যেহেতু তিনি গন্ধর্বদের হারিয়ে সভ্রাতৃক ও সমস্ত সৈন্য সহ ফিরে এসেছেন। দুর্যোধন বুঝলেন কর্ণ সত্য ঘটনা জানেন না। তখন দুর্যোধন কর্ণকে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃত ফল জানালেন এবং আক্ষেপ করে বললেন যে পাণ্ডবদের শরণাগত হয়ে জীবন ও মান নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি দুঃখে ক্ষোভে ও অপমানে প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প জানালেন। কর্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করতে নানা ভাবে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রায়োপবেশনের নিশ্চিত সঙ্কল্প করলেন।

দুর্যোধনকে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট দেখে শকুনি বললেন, কুরুনন্দন, দ্যূত ক্রীড়ার দ্বারা আমার বিজিত রাজলক্ষ্মীকে তুমি মোহবশতঃ ত্যাগ করতে চাও? যে রাজা হঠাৎ আনন্দ ও দুঃখে সংযত হতে পারে না তার প্রাপ্ত ধন রাজ্য জলে নিমজ্জিত পাত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। নিতান্তই যদি লজ্জিত হয়ে থাকো তবে—

প্রসীদ মা ত্যজাত্মানং তুষ্টশ্চ সুকৃতং স্মর।
প্রযচ্ছ রাজ্যং পার্থানাং যশো ধর্মমবাপ্নুহি॥
ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি।
সৌভ্রাত্রং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান॥
পিত্র্যং রাজ্যং প্রযচ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাপ্স্যসি। (বঃ) ২৫১।৮-১০

—তুমি প্রসন্ন হও। প্রাণ নাশ করো না। পাণ্ডবরা তোমার উপকার করেছে তাদের সৎকারকে স্মরণ করে বরং তাদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দাও। তাতে তোমার যশ ও ধর্ম লাভ হবে। এই কাজের দ্বারা তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাবে। পাণ্ডবদের সঙ্গে

সৌভ্রাত্রভাব স্থাপন করে তাঁদের পৈত্রিক রাজ্য প্রত্যর্পণ করলে তুমি সুখী হবে।

শকুনির মুখে এ ধরণের সৎ পরামর্শ খুবই অপ্রত্যাশিত। কারণ সারাজীবন শকুনিই কুপরামর্শ দিয়ে দুর্যোধনকে কেবল পাপের পথেই চালে দেননি, ধ্বংসের মুখে টেনে এনেছেন। এই প্রকৃতির দুর্জন শকুনির মুখে এমন সৎ পরামর্শ যথার্থই অভিনব। যথার্থই হিতোপদেশ দেওয়ার জন্যই এই উক্তি করা হয়নি। দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার উপদেশে তাঁকে (দুর্যোধন) অধিকতর অসহিষ্ণু করে তুললে ও তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ সঞ্চার করলে। এই ধিক্কারের মাধ্যমে দুর্যোধনের নির্বাণোন্মুখ তেজকে প্রদীপ্ত করবার শকুনির অসৎ উদ্দেশ্য ছিল।

যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য কৌরব সভায় যাবার জন্য হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন ও সুবল পুত্র শকুনি তাঁকে কুরু প্রধানদের নিকট নিয়ে যাবার জন্য বিদুর ভবনে উপস্থিত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে বললেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবরা ও ভূপতিবৃন্দ সেই সভায় আপনার দর্শন লাভের জন্য উৎসুক প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ মহাসমারোহে কৌরব সভায় প্রবেশ করলেন। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ঔচিত্য সম্বন্ধে এক তেজোদীপ্ত ভাষণ দিলেন। কুরু বৃদ্ধরা সকলেই কৃষ্ণের ভাষণের সারবত্তা উপলব্ধি করলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ ও অন্যান্য কুরুবৃদ্ধরা দুর্যোধনকে সন্ধির জন্য নানা উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। যখন দুর্যোধন সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করলেন, তখন কৃষ্ণ দুর্যোধনকে কঠিন তিরস্কার করলেন। দুর্যোধন রাগত ভাবে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে চাইলে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনকে বন্দী করবার উপদেশ দিলেন।

সভাকক্ষ ত্যাগ করে দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে গুপ্তভাবে মন্ত্রণ করতে লাগলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন—এ চার মহারথ পরিকল্পনা করলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম তাঁদের বন্দী করবার পূর্বে তাঁরা বাসুদেবকে বন্দী করবেন, যেমন ইন্দ্র বিরোচন পুত্র বলিকে বন্দী করেছিলেন (প্রসহ্য পুরুষ ব্যাঘ্রমিন্দ্রো বৈরোচিন যথা)। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সর্বেসর্বা। তাঁকে বন্দী করলে পাণ্ডবরা ভগ্নদন্ত সাপের ন্যায় উৎসাহহীন হবে।

এই চার মহারথীর ষড়যন্ত্রের কথা সাত্যকি কৃষ্ণের গোচরে আনলে, সর্ব সংহারকারী কৃষ্ণ নিজ তেজে কৌরবদের ও উপস্থিত নৃপতিবৃন্দকে ভয়ার্ত করে সগৌরবে পাণ্ডবদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন।

দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য নিজেদের শিবির স্থাপন করে, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে শকুনির পুত্র উলূককে অশিষ্ট অশ্রাব্য বাক্য দ্বারা পাণ্ডবদের উত্তেজিত করে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে পাঠালেন। উলূক যথা নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করলে, সেখানে উপস্থিত সব বীর যোদ্ধা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ভীমসেন ও ক্রোধান্বিত হয়ে উলূককে ও তাঁর ভ্রাতাদের বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। সহদেবও রুষ্ট হয়ে উলূককে বলেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি শকুনির সম্বন্ধ না হত, তবে কুরু পাণ্ডবের বিবাদ ঘটতো না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও বিশ্ব জগৎ ধ্বংস করবার জন্যই শকুনির জন্ম।

পাণ্ডবদের জন্মাবধি শকুনি তাঁদের সঙ্গে শত্রুতাচরণই করে আসছেন। এবার সেই শত্রুতার অবসান ঘটানো হবে। পূর্বে উলূককে পিতার সম্মুখে সহদেব হত্যা করবেন। তারপর তিনি পিতা শকুনিকে বীরদের সামনে বধ করবেন।

সহদেবের এই উক্তি হতে শকুনির ক্রুরতার জন্য পাণ্ডবদের মনে যে এক চরম প্রতিহিংসা সর্বদা জাগ্রত ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়

নাস্মাকং ভবিতা ভেদঃ কদাচিৎ কুরুভিঃ সহ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য সম্বন্ধে যদি ন স্যাৎ ত্বয়া সহ ॥
ত্বং তু লোকবিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রকুলস্য চ।
উৎপন্নো বৈরপুরুষ স্বকুলঘ্নশ্চ পাপ কৃৎ ॥
জন্ম প্রভৃতি চাস্মাকং পিতা তে পাপপুরুষঃ।
অহিতানি নৃশংসানি নিত্যশঃ কর্তুমিচ্ছতি ॥ (উদ্যো) ১৬২।৩২-৩৪

—যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তোদের সম্পর্ক না থাকত, তবে দাচিৎ আমাদের সঙ্গে কৌরবদের কোন ভেদ হতো। তুই নাকের বিনাশের জন্য, ধৃতরাষ্ট্রের কুলক্ষয়ের জন্য বৈরপুরুষ রূপে ৎপন্ন হয়েছিস। তুই নিজের বংশকে ধ্বংস করবি। তোর পাপ-রুষ পিতা জন্ম থেকেই আমাদের সর্বদা নৃশংসতা ও অহিত করে াসছে।

স্বপক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে লেছিলেন :—

শকুনির্মাতুলস্তেঽসৌ রথ একো নরাধিপ।
প্রযুজ্য পাণ্ডবৈর্বৈরং যোৎস্যতে নাত্র সংশয় ॥ (উঃ) ১৬৭।১

—হে নরাধিপ, তোমার মাতুল শকুনি একজন রথ (অর্থাৎ খুব ড় যোদ্ধা নয়)। ইনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটিয়েছেন। অতএব নি যুদ্ধ করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

এক এক করে দুর্যোধনের পক্ষে সমস্ত যোদ্ধা যখন নিহত হলেন, কুনি ভীত হয়ে তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়ে লেন। কৃতকর্মের জন্য শকুনিকে কখনও অনুতাপ করতে দেখা য়নি। এক এক করে সব যোদ্ধা যখন সমর ক্ষেত্রে শায়িত হলেন, ণ ভয়ে ভীত শকুনি তখন দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার রামর্শ দিয়েছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে কবি শকুনিকে দিয়ে বলিয়েছেন—

ভদ্র না দেখি যে আমি ছাড় যুদ্ধ কাজ ॥

... ...

একাদশ অক্ষৌহিনী বাহিনী গণিত।

... ...

সকলি বিনষ্ট হৈল অল্প মাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা না বুঝ বিশেষ ॥

... .

নিস্ফল আরম্ভ দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য বান্ধব নষ্ট হৈল এই কাজে ॥

... ...

কর্ণ আদি করি দর্প কি করিল তব।

... ...

কত যত্ন কৈল গুরু আর ভীষ্ম কত।
কি সাধিল তব কার্য্য সব হইল হত ॥

... ...

কৃষ্ণ আদি করি সবে করিল বারণ।
না শুনিলে তাহা বিধি ঘটালে তেমন ॥

... ...

এবে সে পাণ্ডব হৈল সবার প্রধান ॥
বিধির নিবন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।

... ...

যে হইল সে হইল করহ বিচার।
আপনি রাখহ শেষ না কর সংহার ॥ (শঃ)

যে যুদ্ধের কারণ শকুনির ক্রূরতা ও দুর্যোধনের লোভ ও মে
সেই যুদ্ধে জয় লাভ করা যখন সম্ভব হলোনা, তখন শকু
অবলীলাক্রমে দোষারোপ করলেন অন্যান্য বীরদের উপর।

শকুনির এই প্রস্তাবে দুর্যোধন তাঁকে ভীতু কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেন্ এবং নানা রূপে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

সারা জীবন দুর্বুদ্ধি দিয়ে তাঁর চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে, শেষ মুহূর্ত্তে তাঁকে ধর্মোপদেশ দেওয়া, যথার্থই হাস্যাস্পদ। প্রাণ ভয়ে ভীত হয়েই শকুনির মত দুর্জন খল প্রকৃতির লোকের মুখে হঠাৎ পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব অস্বাভাবিক নয়।

দুর্যোধন শকুনিকে এক অক্ষৌহিনী সেনার অধ্যক্ষ পদে বরণ করে ছিলেন। রণক্ষেত্রে শকুনির বিশেষ কোন নিপুণতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শকুনি অক্ষপটু, রণপটু নয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে ভীম ও সহদেবের সঙ্গে শকুনি ও তাঁর পুত্র উলূকের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সহদেব শকুনির সামনেই ভল্লের দ্বারা উলূকের শিরচ্ছেদ করেছিলেন।

সহদেবের হাতে পুত্র উলূকের মৃত্যুতে শকুনি শোকাভিভূত হয়ে বিদুরের বাক্য স্মরণ করে সহদেবকে আক্রমণ করেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সহদেব তাঁকে দ্যূত ক্রীড়ার সময় যে ভাবে উল্লসিত হয়ে ছিলেন, তা স্মরণ করতে বললেন। যাঁরা উপহাস করেছিলেন সকলেই নিহত। কেবল মাত্র দুর্যোধন ও শকুনি অবশিষ্ট আছে। আজ তাঁরও অন্তিম মুহূর্ত্ত আগত।

সহদেব নানা বাক্যে তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকায় শকুনি বলেছিলেন :—

> ······মোরে মার দিব্য বাণ।
> বধ কর কিন্তু নাহি কর অপমান॥
> বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
> কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয়॥ (শঃ)

সহদেব শকুনিকে আক্রমণ করে তাঁর মুণ্ড ভূপাতিত করেন।

সহদেব শকুনিকে হত্যা করলে পর—

তৎ চাপি সর্বে প্রতিপূজয়ন্তো।
দৃষ্ট্বা ব্রুবাণাঃ সহদেবমাজৌ॥
দিষ্ট্যা হতো নৈকৃতিকো মহাত্মা
মহাত্মজো বীর রণে ত্বয়েতি॥ (শঃ) ২৮।৬৮

—সহদেবকে দেখে তখন সকলেই তাঁর সমাদর করতে করতে এই কথা বললেন,—বীর অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি রণাঙ্গনে কপট দ্যূতক্রীড়াকারী বিরাটকায় শকুনিকে পুত্রের সঙ্গে বিনাশ করেছো।

উপরোক্তি হতে শকুনি যে সকলের কত অপ্রিয় ছিলেন, তা উপলব্ধি করা যায়।

The happiness of the wicked passes away like a torrent—Racine এর উক্তিটি শকুনির সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে তাঁর জন্য কারোরই এক বিন্দু অশ্রু ঝরেনি। বরং স্ত্রী পর্বে গান্ধারী যখন পুত্রবধূ ও অন্যান্য আত্মীয়দের নিয়ে মৃত ব্যক্তিদের দেহাংশ নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন নিহত শকুনিকে দেখে তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন ঃ—

কৈতবং মম পুত্রাণাং বিনাশায়োপশিক্ষিতম্। (স্ত্রী) ২৪।২৭

—এই শকুনি আমার পুত্রদের বিনাশের জন্যই শঠ জুয়া খেলা শিখেছিল।

স্ত্রীপর্বে অন্যত্র তিনি শকুনি সম্বন্ধে কৃষ্ণর কাছে খেদ করে বলেছিলেন, রাজসভায় দুর্যোধন যখন শকুনির পরামর্শে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করে তখন আমি তাকে সাবধান করেছিলাম—

মৃত্যুপাশপরিক্ষিপ্তং শকুনিং পুত্র বর্জয়॥
নিবোধৈনং সুদুর্বুদ্ধিং মাতুলং কলহপ্রিয়ম্।
ক্ষিপ্রমেনং পরিত্যজ্য পুত্র শাম্যস্ব পাণ্ডবৈঃ॥ (স্ত্রী) ১৮।২৩-২৪

—পুত্র, শকুনি মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েছে। তুমি তার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। পুত্র, তুমি তোমার নীচমতি মাতুলকে কলহপ্রিয় বলেই মনে কর এবং অতি সত্বর তাকে পরিত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে রাগদ্বেষ বর্জন করে সদ্ভাব স্থাপন কর।

গান্ধারীর উপরোক্ত দুই উক্তির মধ্যে মৃত ভ্রাতার জন্য তাঁর এতটুকু শোক প্রকাশ পায়নি। পরন্তু এই কলহপ্রিয় খল স্বভাব ভ্রাতাই তাঁকে নির্বংশ করেছে বলে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

শকুনির মৃতদেহ দেখে গান্ধারী বললেন, দুষ্ট এই শকুনিও অস্ত্রের দ্বারা মৃত বলে আমার পুত্রদের মত উত্তম লোক পেয়েছে।

সমস্ত মহাভারতে কোথাও শকুনির কর্মের জন্য কেউ তাঁর প্রশংসা করেনি বা তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেনি।

যদিও কৈকেয়ীর মত শকুনি ও দুঃশাসন মহাভারতের ঘটনা প্রবাহের জন্য দায়ী, কিন্তু শকুনির চরিত্রের সঙ্গে কৈকেয়ীর বা দুঃশাসনের তুলনা করা যায় না। শকুনি প্রকৃতই Villain of the piece এবং সর্বদাই কুবুদ্ধি দিয়ে কুরুকুল ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন। কৈকেয়ীর চরিত্রে একবার মাত্র স্খলন দেখা যায়। কৈকেয়ী স্বভাবতঃ রামের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাঁর নিজের উক্তি হতেই বোঝা যায় রামের প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ ছিল। ভরতের কাছে তিরস্কৃত হবার পর তাঁর পূর্ব চেতনা আবার ফিরে এসেছিল। সেইজন্য তাঁর সাময়িক মতিভ্রমের জন্য রামের ভাগ্যকেই দায়ী করা যেতে পারে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির যখন নিজের আত্মীয় ও বন্ধুদের মৃত্যুর কারণ মনে করে শোকাভিভূত, তখন কাশীদাসী মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—

সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন ॥
কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি।
কর্ম বন্ধে ভোগ যত করে কর্মগতি ॥
কর্ম বন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ পুনঃ মরে জন্মে পাপ পুণ্য হতে ॥

... ...

অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা ॥

... .

পাপ করি ধন অর্জে চুরি হিংসা বাদ।
না জানে দুর্জন জন আপন প্রমাদ ॥
সর্বত্র সমানে মৃত্যু না জানে দুর্মতি।
ধর্মশাস্ত্র মানে যার আছে ধর্মে মতি ॥
অন্তকালে পাপ ভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান ॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন-জন ॥
আছয়ে ইহাতে এক বেদের বচন।
অসার সংসার এই শুন বিবরণ ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহার ভক্তিতে হয় পাপ বিমোচন ॥
যখন জনম হয় মরণ অবশ্য।
ইন্দ্র আদি দেবতা এই ত রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ পায় অবশ্যই লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক ॥ (শাঃ)

মহাপণ্ডিত ধার্মিক ভীষ্মদেবের উপরোক্ত উক্তি হতে কুরুবংশ ধ্বংসের কারণ জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে শত পুত্রহারা যোগসিদ্ধা গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণের উক্তি অনুধাবন করার যোগ্য ঃ—

শোক না করিও আর শুন কুরুনারি।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
অন্যের নাহিক তাহে কোন অধিকার॥

না জানি কুকর্ম্মে করে যেই মূঢ় জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন॥
অহঙ্কারে পাপকর্ম করে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম তার হয় ত দুষ্কর॥
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ অকারণে।
শুভাশুভ কর্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে॥
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপ-নারী।
অজ্ঞ লোক বৃথা শোক করে না বিচারি॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া॥ (স্ত্রি)

ভীম ও গান্ধারীর উক্তি হতে বিচার্য্য কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের জন্য শকুনিকে কতটা দায়ী করা যায়। কৌরবরা আপন পাপের ফলেই এমন ভাবে সবংশে নির্বংশ হয়েছিলেন।

সুতরাং রামায়ণে কৈকেয়ী ও মহাভারতে শকুনি তাঁদের কৃতকর্মের জন্য কতটুকু দায়ী ? তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। রাবণ বংশ ধ্বংস করার জন্য ও কুরুবংশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দৈবের ইচ্ছায় কৈকেয়ী ও শকুনির জন্ম।

Wickedness is a wonderfully diligent architect of misery, and shame, accompanied with terror commotion, remorse and endless perturbation—Plutarch এর উক্তিটি দুঃশাসন চরিত্রে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

রামায়ণের কৈকেয়ী তথা কুব্জা মন্থরাকে যেমন ঐ মহাকাব্যের villain বলা হয়েছে, তেমনি মহাভারতের আত্মীয় বন্ধু ক্ষয়কারী কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করা যায় শকুনি ও দুঃশাসনকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাবার জন্য এই দুইজনই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। দুর্যোধনকে কুপরামর্শ দিয়ে তাঁর লোভ ও মাৎসর্য্যকে প্রবলতর করে এক অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিণতি সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিলেন দুঃশাসন ও শকুনি।

দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারীর শতপুত্রের অন্যতম। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রদের ন্যায় তিনিও শস্ত্র ও শাস্ত্রে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তবে বিশেষ কোন শস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে মহাভারতে পাওয়া যায় না।

দুর্যোধনের মত দুঃশাসনও পাণ্ডবদের প্রতি প্রবল ঈর্ষা ও হিংসা পোষণ করতেন। সর্বদা তাঁদের প্রতি নীচ মনোভাব প্রদর্শন করতেন। এজন্য তিনি দুর্যোধনের একজন প্রধান দোসর ছিলেন।

পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সব রকম দুষ্কার্য্যে তিনি ছায়ার মত দুর্যোধনের অনুগমন করতেন। প্রমাণকোটিতে উদক ক্রীড়নে দুর্যোধন ভীমকে বিনাশ করবার যে অভিসন্ধি করেছিলেন তাতে দুঃশাসনের সহযোগিতার কোন উল্লেখ মহাভারতে যদিও নেই, তবে তখন দুঃশাসনও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের বারাণবতে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্রে দুঃশাসনও অন্য তিন দুরাত্মার অন্যতম সহচর ছিলেন।

দুর্যোধন কর্ণ ইত্যাদি কৌরব মহারথদের একান্ত অনুগত আজ্ঞা-বহনকারী ব্যতীত তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পরিচয় সমগ্র মহাকাব্যে কোথাও পাওয়া যায় না।

সভাপর্বেই দুঃশাসনের দুষ্ট মূর্তি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণে হারালেন, তখন দুর্যোধন প্রতিকামীকে দ্রৌপদীকে দ্যূত সভায় আনবার জন্য অন্তঃপুরে পাঠালেন। কিন্তু প্রতিকামী দ্রৌপদীর প্রতিরোধ হেতু এই আদেশ পালনে সক্ষম হয়নি। তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, আমার দুর্বলচিত্ত ভৃত্য ভীমকে ভয় পাচ্ছে। তুমি স্বয়ং বলপূর্বক যাজ্ঞসেনীকে এখানে নিয়ে এসো। পরাজিত শত্রুরা তোমার কি করবে?
কাশীদাসী মহাভারতে বলা হয়েছে দুঃশাসন তখন অসুরের মূর্তিতে ভীম বিক্রমে কৌরবদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন ও বললেন—

চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্যোধন ভজ এবে ত্যাজি যুধিষ্ঠিরে॥
... ...
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥

স্ত্রী গণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল।
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের ভয় নাহিক তোমার ॥ (সঃ)

কুন্তীর এই আকুল মিনতি দুর্জন দুঃশাসনের হৃদয় স্পর্শ করলো না।

শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে। (সঃ)

মাতৃসমা মাতৃ স্থানীয়ার প্রতি এই রূপ ব্যবহার সমগ্র মহাকাব্যে একমাত্র বর্বর দুঃশাসনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

Cruelty like every other vice requires no motive outside of itself ; it only requires opportunity—George Eliot এর এই উক্তিটি দুঃশাসন সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য।

দুঃশাসনের কথা শুনে ভয় বিহ্বলা দ্রৌপদী যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা অবস্থান করছিলেন সেখানে আত্মগোপন করলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর পশ্চাদ ধাবন করে দ্রৌপদীর যে কেশরাশি রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথের পূণ্য জলে সিক্ত হয়েছিল, বীর পাণ্ডবদের বীর পরাক্রম অগ্রাহ্য করে দুঃশাসন সেই কেশ গুচ্ছ আকর্ষণ করে দ্রৌপদীকে বল পূর্বক সভা স্থলে আনলেন।

দ্রৌপদী—

সা কৃষ্যমাণা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ
শনৈরুবাচাথ রজস্বলাস্মি।
একঞ্চ বাসো মম মন্দবুদ্ধে
সভাং নেতুং নার্হসি মামনার্য্য ॥ (সঃ) ৬৭।৩২

—দুঃশাসন কর্তৃক ঐ ভাবে ধৃত হয়ে তাঁর দেহ নত হলো এবং তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমি একটি বস্ত্র পরিধান করে আছি, আমি রজস্বলা। হে অনার্য্য আমাকে সভায় নেওয়া অনুচিত। এই বলে দ্রৌপদী এই বিপদ হতে উদ্ধার করবার জন্য কৃষ্ণকে হে জিষ্ণু হে হরি বলে ডাকতে লাগলেন। তখন দুঃশাসন কৃষ্ণার কেশ অধিকতর বলপূর্বক আকর্ষণ করে বললেন—

রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি
একাম্বরা বাপ্যথবা বিবস্ত্রা।
দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাসি দাসী
দাসীষু বাসশ্চ যথোপজোষম ॥ (সঃ) ৬৭।৩৪

—হে যাজ্ঞসেনি, তুমি রজস্বলাই এক বস্ত্রাই হও অথবা বিবস্ত্রাই হও না কেন ; আমরা পাশা খেলায় তোমাকে জয় করেছি। তুমি এখন আমাদের দাসী। দাসীর বস্ত্র যথারীতি হবে।

ইমে সভায়ামুপনীতশাস্ত্রাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
গুরুস্থানা গুরবশ্চৈব সর্বে
তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবম্ ॥
নৃশংসকর্মংস্ত্বমনার্য্যবৃত্ত
মা মা বিবস্ত্রাং কুরু মা বিকর্ষীঃ। (সঃ) ৬৭।৩৬-৩৭

—আলুলায়িতা কেশা দ্রৌপদী লজ্জায় ও দুঃখে দগ্ধ হয়ে বললেন

এই সভায় সর্বশাস্ত্রবিদ ক্রিয়াবান, ইন্দ্রকল্প গুরু ও গুরুস্থানীয় সকলে রয়েছেন, তাঁদের সামনে আমি এই ভাবে অবস্থান করতে পারি না। হে অনার্য্য চরিত্র, হে নির্দয়কর্মা আমার বস্ত্র আকর্ষণ করো না। আমাকে বিবস্ত্রা করো না। যদি দেবতাদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার সহায় হন, তথাপি এই রাজপুত্রগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

ধর্মপুত্র এই মহাত্মা সর্বদা ধর্মকে অবলম্বন করে থাকেন। ধর্মও অতি সূক্ষ্ম। শাস্ত্রানুরাগীরাই তার তত্ত্ব জানতে সক্ষম। আমি স্বামীর গুণকে উপেক্ষা করে, তাঁর অনুমাত্রও দোষ সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছুক নই। এই ভাবে সভাস্থ সকলকে নীরব দর্শক রূপে বসে থাকতে দেখে ধিক্কার দেন, এবং ক্রুদ্ধ পতিদের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করলেন। রাজ্য, ধন, রত্নসমূহ হরণে পাণ্ডবদের তত দুঃখ হয়নি, যত দুঃখ হয়েছিল লজ্জা ও ক্রোধে আপ্লুত দ্রৌপদীর কটাক্ষের দ্বারা।

সভাকক্ষে সকলকে জরাগ্রস্ত স্থবিরের মত নীরব দেখে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বেগে আকর্যণ করে তুমি আমাদের দাসী বলে সশব্দে হেসে উঠলেন। কর্ণ ও শকুনি অট্টহাস্যে দুঃশাসনকে সমর্থন করে অভিনন্দিত করলেন।

সভামধ্যে দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করতে দেখে দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সকলেই অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেছিলেন।

সেই দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর করুণ রোদন কারো হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হলো না। উত্তরে কেবলমাত্র দুঃশাসনের পরুষ ও অপ্রিয় বাক্য শুনতে হলো। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ দ্রৌপদীর উক্তি সমর্থন করে সভাস্থ গুরুজনদের কাছ থেকে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর চান। বিকর্ণের ঐ উক্তির প্রতিবাদ করেন সূতপুত্র কর্ণ।

বিকর্ণের উক্তিকে বালকের চপলতা বলে কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ করলেন পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর সব বস্ত্র অপহরণ কর। তা শুনে পাণ্ডবরা তাঁদের বস্ত্র ও উত্তরীয় খুলে ফেললেন। কর্ণের কথায় দুঃশাসন সভামধ্যে সর্বসমক্ষে বলপূর্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন।

If the wicked flourished and thou suffer be not discouraged ; they are fatted for destruction, thou art dieted for health — Fuller এর উক্তিটি ঐ পরিস্থিতিতে খুবই প্রয়োজ্য। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণই কুরুবংশ ধ্বংসের বীজ বপন করল।

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলে তিনি মনে মনে হরিকে স্মরণ করতে লাগলেন। (আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা-শ্চিন্তিতো হরিঃ)।

কৃষ্ণ, গোবিন্দ এই নামে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করে দ্রৌপদী নারায়ণকে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন।

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশিন॥
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন। (সঃ) ৬৮।৪১-৪২

কৌরবরা আমাকে লাঞ্ছিত করছে—এটা কি তুমি জানতে পারছ না? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্তিনাশন, হে জনার্দ্দন কৌরব রূপ সাগরে নিমজ্জিত আমাকে তুমি উদ্ধার কর।

প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্। (সঃ) ৬৮।৪৩

—কুরুদের অত্যাচারে অবসন্ন আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

দ্রৌপদীর আর্ত ডাকে স্বয়ং কৃষ্ণ অপরিমিত বিবিধ রকমের বস্ত্র দিয়ে দ্রৌপদীকে লজ্জা মুক্ত করলেন। দুঃশাসন কোন প্রকারে তাঁকে বিবস্ত্রা করতে সমর্থ হলেন না।

১৫

এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে উপস্থিত নৃপতিদের আনন্দ কোলাহলে সভাগৃহ পূর্ণ হলো। সকলে দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের নিন্দা করতে লাগলেন। ভীমসেনের ওষ্ঠাধর ক্রোধে ও ঘৃণায় কেঁপে উঠলো। তিনি তাঁর হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করে সকলকে তাঁর ভীম প্রতিজ্ঞা শোনালেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদি দুঃশাসনের বুক চিড়ে তিনি তাঁর রক্ত পান না করেন, তবে যেন তাঁর পিতৃ পিতামহের গতি প্রাপ্তি না হয়।
পর্বত পরিমাণ রাশিকৃত বস্ত্র স্তূপীকৃত হলে, দুঃশাসনের মত দুর্ধর্ষও লজ্জিত ও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। (ততো দুঃশাসনঃ শ্রান্তো ব্রীড়িতঃ সমুপাবিশৎ)।

দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে সক্ষম হলেন না। কেবল আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় তিনি কর্ণের আদেশ পালন করেননি, তাঁর কৃত কর্মের দ্বারা তিনি তাঁর কদর্য্য চরিত্রের একটি মলিন চিত্র পাঠকদের কাছে প্রকাশ করলেন। দ্রৌপদীর মত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার কেশাকর্ষণ ও তাঁকে সভার মধ্যে বিবস্ত্রা করার উদ্যমের মত নিন্দনীয় ও দুষ্কর্ম বোধ হয় সভ্য সমাজে আর কিছুই হতে পারে না।

ধর্মের কাছে অধর্মের নিরন্তর পরাজয় জেনেও মূর্খ দুঃশাসনের শিক্ষা হয়নি। পুনরায় কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন তুমি দাসী কৃষ্ণাকে গৃহে নিয়ে যাও।

দ্রৌপদী কম্পিত দেহে ও লজ্জা ভরে পাণ্ডবদের লক্ষ্য করে প্রলাপ বকছিলেন, সেই অবস্থায় দুঃশাসন সভামধ্যে তপস্বিনী দ্রৌপদীকে (বিচকর্ষ তপস্বিনীম্) আকর্ষণ করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী বললেন, সভাসদগণ আমার প্রশ্নের উত্তর (প্রথম পর্বে দ্রষ্টব্য) আপনাদের সকলের দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আপনারা দিলেন না এবং আমাকে এই লাঞ্ছনার হাত হতে উদ্ধার করবার জন্যও আপনারা কিছুই করলেন না। তদুপরি বলবান দুঃশাসন আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করছে।

এই কৌরব সভায় সমস্ত মহাত্মাদের আমি অভিবাদন জানাচ্ছি। এটা আমার পূর্বেই করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিহ্বলতা বশতঃ তা করতে ভুলে গিয়েছি, এজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

ঐরূপ ভাবে লাঞ্ছিতা হবার অযোগ্যা হলেও তপস্বিনী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক আকৃষ্টা হয়ে ভূমিতে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

গান্ধারী ও বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়ে কুন্তী পুত্রদের রত্নসহ মুক্ত করে দিলেন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের পথে ফিরে চললেন। দুঃশাসন দ্রুত দুর্যোধনের নিকট এসে দুঃখের সঙ্গে বললেন—অতি কষ্টে আমরা পাণ্ডবদের ধনসম্পদ জয় করেছিলাম, কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ঐ সমস্ত সম্পদ শত্রুর হাতে পুনরায় সমর্পণ করে দিলেন। হে মহারথগণ, আপনারা এ ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন।

অতঃপর পরশ্রীকাতর দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন মিলে এক করে পাণ্ডবদের ধনসম্পদ পুনরায় কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়ে অতি মধুর ভাষায় বলতে লাগলেন।

দুর্যোধন পাণ্ডবদের হাতে কৌরবদের সমূহ বিপদএর আশঙ্কা নানা ভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে এবং তাঁর প্রত্যয় জন্মিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করালেন। এ বারের পাশা খেলার পণ হলো বিজিতারা দ্বাদশ বছর বনবাস এবং পরবর্ত্তী এক বছর কোন লোকালয়ে অজ্ঞাত বাস করবে। অজ্ঞাত বাস-কালীন জ্ঞাত হলে পুনরায় বার বছর বনবাস করতে হবে।

ঐ পণে যুধিষ্ঠির পুনরায় পাশা খেলতে রাজি হলেন এবং পুনরায় পাশা খেলায় পরাজিত হলেন। পরাজিত হয়ে পণ অনুযায়ী যখন অজিনের বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করলেন

কবি কাশীদাস বলছেন—

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম-নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥

বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাসচ্ছলে।
সভা মধ্যে দ্রুপদ কন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম করিলে।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিলে॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনী মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কানন ভিতর॥
এই কুরু জন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এই রূপে পুনঃ পুন বলিল অপার। (সঃ)

বেদব্যাস মহাভারতে রাজ্যধন চ্যুত হয়ে পাণ্ডবগণ যখন বনগম করছেন তখন আনন্দের আবেগে দুঃশাসন বললেন—

প্রবৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চক্রং রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
পরাজিতাঃ পাণ্ডবেয়া বিপত্তিং পরমাং গতাঃ॥
অদ্যৈব তে সম্প্রযাতাঃ সমৈর্বর্ত্মভিরস্থলৈঃ।
গুণজ্যেষ্ঠাস্তথা শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেয়াংসো যদ্ বয়ং পরৈঃ॥
নরকং পাতিতাঃ পার্থা দীর্ঘকালমনন্তকম্।
সুখাচ্চ হীনা রাজ্যাচ্চ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ (সঃ) ৭৭।৩-৫

—মহাত্মা দুর্যোধনের বৃহৎ রাজ্যের আজ পত্তন হল। পাণ্ডবরা পরাজিত হয়ে মহাবিপদে পড়লেন। আজ আমরা প্রতিপক্ষ হতে গুণ ও অবস্থা প্রভৃতি সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপন্ন হলাম। সুখ ও রাজ্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে তাঁরা দীর্ঘ কালের জন্য দুঃখ রূপ নরকে পতিত হলেন। তাঁরা আজ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যাবেন। যাঁরা ধনমদে মত্ত হয়ে আমাদের এক সময় উপহাস করতেন, সেই পাণ্ডুতনয়গণ আজ পরাজিত ও রিক্ত হয়ে বনগমন করছেন। তাঁরা যখন শকুনির পণকে স্বীকার করেছেন, তখন তাঁরা দিব্য উজ্জ্বল বস্ত্র সমূহ

ছেড়ে রুরু মৃগের চর্ম পরিধান করুন। তাঁরা পূর্ব মনে করতেন তাঁদের মত বীর আর জগতে নেই। এখন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে বিপন্ন হয়ে তাঁরা অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ তিলের ন্যায় নিষ্ফল হয়েছেন (বিপর্য্যয়ে ষণ্টতিলা ইবাফলাঃ)।

যজ্ঞে অদীক্ষিত ব্যক্তিদের মৃগচর্ম পরিধান করলে যেমন দেখায় আজ বলীয়ান পাণ্ডবদের তেমনি মনে হচ্ছে। যজ্ঞসেন যে নিজ কন্যা পাঞ্চালীকে পাণ্ডবদের দিয়েছেন, এতে তিনি কোনই সুবিবেচনার কাজ করেননি। কারণ যাজ্ঞসেনীর পতিরা সকলেই ক্লীব (ক্লীবাঃ পার্থাঃ)।

হে যাজ্ঞসেনি। অরণ্যে বল্কল নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, অজিনের উত্তরীয় সমূহ এবং নির্ধন ও অপ্রতিষ্ঠিত পতিগণকে দেখে তুমি মনে কি আনন্দ পাবে? তার চেয়ে তুমি বরং অন্য কোন ধনীকে পতিরূপে বরণ কর। সভাস্থ কুরুবংশীয় অন্য কাউকে তুমি পতি রূপে বরণ কর। এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তুমি কেন দুঃখ ভোগ করবে?

যথাফলাঃ ষণ্টতিলা যথা চর্মময়া মৃগাঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে যথা কাকযবা অপি ॥ (সঃ) ৭৭।১৩

—অঙ্কুর জনন শক্তি হীন তিল, চর্মময় মৃগ এবং তণ্ডুলহীন যব যেমন নিস্ফল, এই পাণ্ডবগণও তেমনি সর্বকর্মেই যেন নিষ্ফল।

সুতরাং ধনরত্নহীন পাণ্ডবদের সেবা করে তোমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। এই রূপে দুঃশাসন নির্দয়ের মত পাণ্ডবদের লক্ষ্য করে বহু অশ্রাব্য ও কর্কশ বাক্য বললেন।

দুঃশাসনের উপরোক্ত কথা শুনে ভীম ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে দুঃশাসনকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। তিনি দুঃশানকে শাসিয়ে বললেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে এ সব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করবেন এবং যে তাঁর সাহায্যে আসবে তাকে সবংশে নিধন করবেন। যেহেতু যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার পরিণামে অন্যান্য পাণ্ডবরাও বনগমনে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের সেই দুঃসময়ের সুযোগ

নিয়ে দুঃশাসন ভীমকে 'গরু' 'গরু' বলে উপহাস করে নাচতে থাকেন।

দুঃশাসনের কর্কশ ভাষা ও নির্দয় বিদ্রূপ শুনে বিধাতা পুরুষ হয়ত তখন নীরবে হেসেছিলেন। দুর্মতি দুঃশাসন তখন বুঝতে পারেননি যে তাঁদের দুষ্কর্ম ধৃতরাষ্ট্রের বংশকে ধ্বংসের পথে টেনে নিচ্ছে Fuller সত্যই বলেছেন— দুষ্টদের বাড়তে এবং শিষ্টরা ক্লিষ্ট হচ্ছে দেখে নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। কারণ দুষ্টরা বৃদ্ধি পায় ধ্বংস হবার জন্য আর শিষ্টরা কষ্টের মাধ্যমে শক্ত মজবুত হয়, যেমন লৌহ ইস্পাত হয়।

Man's inhumanity to man, makes countless thousands mourn—Burns. এই উপহাস ও নির্দয়তার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর রূপ না নিয়েছিল !!

দুঃশাসন সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষ প্রযোজ্য। পাণ্ডবদের বনগমনের পর সঞ্জয় একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূত সভায় বলপূর্বক এনে তাঁর প্রতি দুঃশাসন ও কর্ণের নিদারুণ উক্তিগুলি পাণ্ডবদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাবে। অর্থাৎ স্ত্রীর এই নিগ্রহের প্রতিশোধ নিতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁদের চোখে নিদ্রা আসবে না।

পাণ্ডবেরা বনগমন করলে বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ব্যাপারটি অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে এবং পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতোপদেশে রুষ্ট হয়ে তাঁকে ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারেন বলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় ছেড়ে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র আপন ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বিদুরকে ফিরিয়ে আনলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের বিদুরকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং পুনরায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া দুর্যোধনচক্রের গভীর দুঃখের কারণ হলো। দুর্যোধন, দুঃশাসন

শকুনি ও কর্ণ এক পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। দুর্যোধন তাঁদের সকলকে যাতে তাঁর হিত হয় তাই করবার জন্য আহ্বান করলেন। নতুবা তিনি প্রায়োপবেশনে শরীর পাত করবেন।

উত্তরে দুর্যোধনকে ধিক্কার দিয়ে শকুনি বললেন যে তিনি মূর্খের মত কথা বলছেন। পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বনে গেছেন। সুতরাং তাঁরা কখনও ফিরে আসবেন না। যদিও বা আসেন, তবে দুর্যোধন চক্রীরা সর্বদা পাণ্ডবদের ছিদ্র অন্বেষণ করবেন অর্থাৎ সর্বদা তাঁদের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়াবেন।

দুঃশাসন শকুনির প্রজ্ঞার কথা স্বীকার করে তাঁর পরামর্শ অনুমোদন করলেন। কর্ণও বললেন পাণ্ডবরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। কর্ণের কথায় দুর্যোধন সন্তুষ্ট না হওয়ায় কর্ণ পুনরায় বললেন, পাণ্ডবরা যখন অনুতাপক্লিষ্ট, শোকার্ত্ত ও মিত্রশূন্য থাকবে তখন তাদের আক্রমণ করে আমরা বধ করব। কর্ণের এই প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হলো এবং সকলে পৃথক পৃথক রথে আরোহণ করে পাণ্ডব বধে নির্গত হলেন। সর্বদ্রষ্টা ব্যাসদেব দুর্যোধনচক্রের এই অভিযানের বিষয় জ্ঞানচোখে দেখতে পেয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।

ঘোষযাত্রায়ও দুঃশাসন দুর্যোধনচক্রের সাথী ছিলেন। গন্ধর্বগণের সঙ্গে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের সঙ্গে দুঃশাসন সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করেন ও পরিশেষে গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হলেন। পরে তিনিও পাণ্ডবদের সহায়তায় মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভ করে সসৈন্যে হস্তিনাপুরে ফিরবার পথে দুর্যোধন মোহাবিষ্ট হয়ে আমরণ প্রায়োপবেশন করার প্রতিজ্ঞা নিলেন এবং দুঃশাসনকে বললেন, দুঃশাসন, তুমি আমার কথা শোন। আমি তোমাকে অভিষিক্ত করছি। তুমি এই পৃথিবী শাসন কর। সঙ্গে সঙ্গে কি রূপে সুষ্ঠু ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন সে উপদেশও দিলেন। দুর্যোধনের কথা শুনে মর্মাহত দুঃশাসন কৃতাঞ্জলি হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে

বললেন, আপনি প্রসন্ন হোন। কেঁদে কেঁদে তিনি দুর্যোধনের পায়ের উপর নত হয়ে পুনরায় বললেন ইহা হতে পারে না।

বিদীর্য্যেৎ সকলা ভূমির্দ্যৌশ্চাপি শকলীভবেৎ।
রবিরাত্মপ্রভাং জহ্যাৎ সোমঃ শীতাংশুতাং ত্যজেৎ॥
বায়ুঃ শীঘ্রামথো জহ্যাদ্ধিমবাংশ্চ পরিব্রজেৎ।
শুষ্যেৎ তোয়ং সমুদ্রেষু বহ্নিরপুষ্ণতাং ত্যজেৎ॥
ন চাহং ত্বদৃতে রাজন্ প্রশাসেয়ং বসুন্ধরাম্।
পুনঃ পুনঃ প্রসীদেতি বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ (বন) ২৪৯৷৩১-৩৩

—সমস্ত পৃথিবী বিদীর্ণ হতে পারে আকাশ খণ্ড খণ্ড হতে পারে সূর্য্য আত্মপ্রভা ত্যাগ করতে পারে, চন্দ্র স্নিগ্ধতা ও বায়ু দ্রুতগামিতা ত্যাগ করতে পারে, হিমাচল ইতস্ততঃ বিচরণ করতে পারে, সমুদ্রের জল শুকোতে পারে, অগ্নি উজ্জ্বলতা ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে রাজ্য শাসন করতে পারি না। আপনি প্রসন্ন হউন এই কথা দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ বলতে থাকেন। আপনিই আমাদের বংশে শত বছর রাজত্ব করুন, এ কথা বলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদদ্বয় স্পর্শ করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন (সুস্বরং প্ররুরোদ হ)।

দুঃশাসনের অনার্য্য চরিত্রে এই প্রকার উক্তি বিস্ময় উৎপাদন করে। রাজ্যের জন্য সিংহাসনের জন্য হত্যা করতে ঘাতকের বুক বা হাত কাঁপে না। কত রাজা মহারাজাকে তাঁদের সিংহাসনের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। অতীত ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। এজন্য ভাই ভাইকে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি, এমন প্রচুর দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বর্ত্তমান আছে।

দুর্যোধন তাঁর রাজ্য দুঃশাসনকে দান করতে চাইলেন, কিন্তু দুঃশাসন শুধু তা প্রত্যাখ্যান করলেন না, অশ্রুসিক্ত নয়নে দুর্যোধনের পদ স্পর্শ করে বললেন, আপনি আমাদের বংশের রাজা ও আপনি শতবর্ষ রাজত্ব করুন।

এমন ভ্রাতৃপ্রেম দুর্লভ। এই পরিবেশে দুঃশাসন যে নির্লোভ ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। পাণ্ডবদের বিনাশ করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা সর্বদা সচেষ্ট। দুঃশাসনও সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার ছিলেন।

পাণ্ডবরা বার বছর বনবাস প্রতিজ্ঞা পালন করে পরবর্তী বছর অজ্ঞাত বাসে আছেন। দুর্যোধন নানা দেশে নানা গুপ্তচর পাঠিয়ে পাণ্ডবদের অবস্থানের কোন তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। অজ্ঞাত বাস শেষ হতে আর সামান্য কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাই দুর্যোধন তাঁর সভাসদ ও অমাত্যগণকে ডেকে আরও অধিকতর নিপুণ-তার সঙ্গে পাণ্ডবদের খোঁজ করতে অনুরোধ করেন। কর্ণ দুর্যোধনকে আরও নিপুণ ও কর্মকুশল গুপ্তচর চারদিকে পাঠাতে পরামর্শ দেন। অতঃপর বেদব্যাসের ভাষায় "পাপ ভাবানুরাগবান" দুঃশাসন অর্থাৎ পাপ ভাব অনুরাগী দুঃশাসন দুর্যোধনকে গুপ্তচরদের মধ্যে যারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দের অনুরাগী এমন বিশ্বাসী চরদের পুনবায় পাঠাবার জন্য পরামর্শ দিলেন। দুঃশাসন কর্ণের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত তাও জানালেন। তিনি আরও পরামর্শ দিলেন যে চরদের যা দিতে হবে তা তাদের আগেই দিয়ে দেওয়া হোক। তাঁর মতে পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মগোপন করছে। নয়ত বা সমুদ্রের পরপারে চলে গেছে বা বন্য জন্তু তাদের খেয়ে ফেলেছে অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে চির তরে বিনষ্ট হয়েছে। দুঃশাসন দুর্যোধনকে ব্যাকুলতা ত্যাগ করে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পরামর্শ দিলেন।

বিরাট রাজার গোধন হরণ করবার জন্য কৌরব বীররা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন। অর্জুনকে সারথি করে বিরাট রাজকুমার উত্তর সমুদ্রের ন্যায় বিশাল কৌরব সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। বিরাট কৌরব বাহিনী দেখে রাজকুমার উত্তর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাতে চান, কিন্তু অর্জুন তাঁকে বাধা দেন। উত্তরকে সারথি করে অর্জুন কৌরব বীরদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেন

এবং ভীষ্ম প্রমুখ বীরদের পরাজিত করেন। দুঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতি চারজন অর্জুনকে ঘিরে ফেলেন। দুঃশাসন ভল্ল দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করেন এবং বাণ দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। অর্জুনও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রত্যাঘাত করলেন এবং বাণের আঘাতে প্রপীড়িত হয়ে দুঃশাসন রণস্থল হতে পলায়ন করেন।

দুঃশাসন একজন রথী মাত্র ছিলেন। কৌরব পক্ষে অনেক অতিরথ ও মহারথ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তুলনায় দুঃশাসন যোদ্ধা হিসাবে নগন্য।

কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধ বন্ধ করবার প্রচেষ্টায় যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ শান্তি দূত হয়ে হস্তিনাপুরে আসলেন। তিনি দুর্যোধনের ভবনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনের পাশে বসে আছেন। কৃষ্ণ কৌরব সভায় কুরু পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক তেজস্বী ভাষণ দেন। তারপর তিনি দুর্যোধনকে আলাদা ভাবে এ সম্বন্ধে অনেক হিত কথা বললে দুর্যোধন তাঁর হিত ও যুক্তিযুক্ত কোন কথা গ্রাহ্য না করলে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে তিরস্কার করলেন। দুঃশাসন দুর্যোধনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, রাজন, আপনি যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন তবে কৌরবরা আপনাকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের হাতে তুলে দেবেন। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাকে, কর্ণকে ও আপনাকে পাণ্ডবদের হাতে অর্পণ করবেন। দুঃশাসনের এই কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন ও সেই স্থান ত্যাগ করেন। দুর্যোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভ্রাতারা মন্ত্রীবর্গ ও সহযোগী নৃপতিবৃন্দ সেই সভা গৃহ হতে বের হয়ে গেলেন। তখন কৃষ্ণ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে বললেন, সমস্ত কুলের মঙ্গলের জন্য আপনারা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করুন।

কৃষ্ণের উপদেশ মত কুরুবৃদ্ধগণ যেন দুর্যোধন ও তাঁর অন্যান্য সাথীদের বন্দী করতে না পারেন সে জন্য দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি

ও কর্ণ কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি বন্দী করবার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সাত্যকির তৎপরতার জন্যে তাঁরা এ ষড়যন্ত্র কাজে পরিণত করতে অক্ষম হলেন। বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন দুঃশাসনকে পুনরায় রাজসভায় আনলেন। অতঃপর তিনি দুর্যোধনকে নানারূপ কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করে এ পাপ কর্ম হতে তাঁদের নিবৃত্ত করেন।

দুর্যোধনের সব রকম পাপ ও দুষ্ট কর্মে দুঃশাসন সব সময় একজন প্রধান সহায়ক ও সমর্থক ছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে দুর্যোধন কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও ভ্রাতা দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে শকুনির পুত্র উলূককে পাণ্ডব শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য পাণ্ডব শিবিরে পাঠালেন। এই উপায়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা পাণ্ডবদের প্রতিশোধ ইচ্ছা প্রবলতর করেন মাত্র।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্যোধন ভীষ্মকে তাঁদের শক্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—

ভবানগ্রে রথোদারঃ সহ সর্বৈঃ সহোদরৈঃ।
দুঃশাসনপ্রভৃতিভির্ভ্রাতৃভিঃ শতসম্মিতৈঃ॥ (উদ্যো) ১৬৫।১৯

—সর্বাগ্রে তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনাদি শত সহোদর ও তুমি প্রত্যেকেই মহৎ রথী। অতএব ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ কেবল মাত্র রথী পর্য্যায়ে পড়তেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে পিতামহ ভীষ্ম স্পষ্ট ভাবে বললেন যে তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না। ভীষ্মের এ স্পষ্ট উক্তিতে শিখণ্ডীর হাতে ভীষ্মের মৃত্যু যেন না ঘটে সেজন্য দুর্যোধন দুঃশাসনকে ভীষ্মকে রক্ষার জন্যে সমস্ত রথ ও সৈন্যদের প্রস্তুত রাখতে আদেশ দেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টম দিনের যুদ্ধের শেষে দুর্যোধন তাঁর মন্ত্রী-গণের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্মের নিকট যাওয়া স্থির করলেন এই উদ্দেশ্যে, ভীষ্মকে অস্ত্র ত্যাগ করতে অনুরোধ করতে যেন রাধাসুত কর্ণ

পাণ্ডবদের যুদ্ধে বধ করতে পারেন। এই গুপ্ত মন্ত্রণা করে দুর্যোধন ভীষ্মের শিবিরে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করতে ভ্রাতা দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন। দুঃশাসন দুর্যোধনের যাত্রার সব ব্যবস্থা করে তাঁকে এক অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করালেন। অন্যান্য ভ্রাতারা বন্ধুবর্গ ও নৃপতিবর্গ দুর্যোধনকে বেষ্টন করে অশ্বপৃষ্ঠে বা হস্তী পৃষ্ঠে বা রথোপরি ভীষ্ম শিবিরে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুর্যোধন ও ভীষ্মের সঙ্গে আলোচনা কালে ভীষ্ম পুনরায় বললেন নবম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবদের ও পাণ্ডব পক্ষীয় নৃপতিদের তিনি বধ করবেন। কিন্তু কোনক্রমে শিখণ্ডীকে তিনি বধ করবেন না।

ভীষ্মের প্রতিশ্রুতিতে প্রীত হয়ে দুর্যোধন তাঁর সমর্থকদের বললেন, তাঁরা যেন সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে শিখণ্ডীর কাছ থেকে রক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুঃশাসনকে বিশাল রথী সৈন্য দ্বারা ভীষ্মকে বেষ্টন করে রাখতে আদেশ দিলেন। দুর্যোধনের আদেশ অনুযায়ী দুঃশাসন ভীষ্মকে সন্মুখে রেখে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিনে যখন পাণ্ডবরা শিখণ্ডীকে সন্মুখে রেখে ভীষ্মকে আক্রমণ করেন তখন ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করে যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুঃশাসন উপস্থিত ছিলেন, ঐ সময় দুঃশাসন ও অর্জুনের সঙ্গে এক প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধে। সে যুদ্ধে দুঃশাসন খুবই পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যদিও শেষ পর্যন্ত অর্জুনের বাণে বিদ্ধ ও প্রপীড়িত হয়ে দুঃশাসন ভীষ্মের রথে আশ্রয় নেন। যেন অগাধ জলে নিমজ্জিত দুঃশাসন ভীষ্ম দ্বীপে আশ্রয় নেন। অগাধে মজ্জতস্তস্যদ্বীপো ভীষ্মোহভবৎ তদা।

ভীষ্মকে রক্ষা করবার কালে দুঃশাসনের সঙ্গে অর্জুনের একাধিবার সংঘর্ষ ঘটে, এবং দুঃশাসন তাঁর অমিত পরাক্রম প্রদর্শন করেন। যদিও দুঃশাসন কোন প্রকারেই অর্জুনের সমকক্ষ ছিলেন না তবুও অর্জুনকে ভীষ্মবধে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুঃশাসন সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে

বার বার পরাজিত হয়েছেন। ভীমের নিকটও তিনি বার বার পরাজিত হয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।

ভীম ও দুঃশাসন দুই বীর পুনরায় পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। ভীম নিজের সারথিকে বললেন তুমি দুঃশাসনের দিকে এবং দুঃশাসন নিজের সারথিকে বললেন—তুমি ভীমসেনের দিকে অগ্রসর হও।

ভীম বললেন দুঃশাসন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে আবার এসেছ। কৌরবসভায় দ্রৌপদীকে স্পর্শ করার জন্য দীর্ঘ কাল হতে তোমার যে ঋণ আমার উপর অর্পিত আছে, আজ তা সুদ সহ পরিশোধ করবার আমার বাসনা। তুমি এই সব আজ আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর।

দুঃশাসন উত্তরে বললেন, ভীম, আমার সব কিছুই মনে আছে। আমি কিছুই বিস্মৃত হইনি। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আমি আমার কথিত বিষয় চিরকালই স্মরণ রাখি। প্রথমে তোমরা লাক্ষাগৃহে দিনরাত শঙ্কিত হয়ে বাস করছিলে। তারপর সেখান হতে বের হয়ে বনে সর্বত্র মৃগয়া করে বেড়াতে। দিবানিশি মহাভয়ে নিমজ্জিত থেকে চিন্তাকুল তোমরা সুখ উপভোগেও বঞ্চিত হয়ে বনে ও পর্বতগুহাতে বাস করতে। এই অবস্থায় তোমরা সকলে একদিন পাঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হলে। সেখানে তোমরা কোন মায়ায় নিজেদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলে, সেই জন্য দ্রৌপদী তোমাদের মধ্যে অর্জুনকে বরণ করেছিল।

(মায়াং যূয়ং কামপি সম্প্রবিষ্টা
যতো বৃতঃ কৃষ্ণয়া ফাল্গুনো বঃ।) (ক') ৮২।৩২

কিন্তু পাপী তোমরা সকলে মিলে তার সঙ্গে নীচ পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করেছ যার জন্য তোমাদের মাতাই দায়ী। দ্রৌপদী একজনকেই বরণ করেছিল। কিন্তু তোমরা পাঁচজনে মিলে নিজেদের পত্নী রূপে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে। এইরূপ কর্মের জন্য তুমি ও অন্যান্য ভ্রাতারা লজ্জা অনুভব করছ না।

স্মরে সভায়াং সুবলাত্মজেন
দাসীকৃতাঃ স্থ সহ কৃষ্ণয়া চ (কঃ) ৮২।৩২

আমার মনে আছে যে, কৌরব সভায় সুবলতনয় দ্রৌপদী সহ তোমাদের সকলকে দাস করে নিয়েছিলেন।

দুঃশাসনের কথায় ভীম ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধ সুরু করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয় ভীম বহু শরাঘাতে দুঃশাসনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। অবশেষে দুঃশাসন এমন একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন যাতে ভীমের দেহ বিদীর্ণ হলো। তিনি অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়লেন এবং প্রাণহীনের ন্যায় দুই বাহু বিস্তার করে নিজের রথের উপর লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করে ভীম পুনরায় সিংহনাদ করে উঠলেন। পুনরায় উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হলো। অতঃপর ভীমের গদার এক প্রচণ্ড আঘাতে দুঃশাসন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁপতে লাগলেন এবং প্রচণ্ড ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর কবচ ছিন্ন, সব আভরণ অঙ্গচ্যুত এবং পরিধেয় ছিন্ন ভিন্ন। দুঃশাসনের এরূপ আর্ত্ত অবস্থা।

ভূপতিত দুঃশাসনকে দেখে ভীমের পুরাণো স্মৃতি মনে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও উদ্দীপ্ত হয়ে কুরুপক্ষের যোদ্ধাদের সম্বোধন করে বললেন, আজ আমি পাপী দুঃশাসনকে বধ করছি। তোমরা সব যোদ্ধারা মিলিত হয়ে তাকে রক্ষা করতে পার তো রক্ষা কর—এই বলে অত্যন্ত বলবান, বেগশালী ও অদ্বিতীয় বীর ভীম নিজের রথ হতে ভূমিতে লাফিয়ে পড়লেন এবং দুঃশাসনকে বধ করবার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে বললেন—

হে দুরাত্মা, মনে পড়ে কি তুমি কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে হৃষ্ট চিত্তে আমাকে গরু বলে ঠাট্টা করেছিলে, দ্রৌপদীর পবিত্র কেশাকর্ষণ করেছিলে?

ভীমের কথায় ক্রুদ্ধ দুঃশাসন, কিঞ্চিৎ হেসে, সকলে যেন শোনে এ ভাবে স্পর্দ্ধার সঙ্গে উত্তর দিলেন—

অয়ং করিকরাকারঃ পীনস্তনবিমর্দনঃ।
গোসহস্রপ্রদাতা চ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ॥
অনেন যাজ্ঞসেন্যা মে ভীম কেশ বিকর্ষিতাঃ।
পশ্যতাম কুরুমুখ্যানাং যুষ্মাকঞ্চ সভাসদাম্॥

(কঃ) ৮৩।২৩-২৪

ভীম, হাতীর শুঁড়ের আকারের মত মোটা আমার এ হাত, যা রমনীর উচ্চস্তন মর্দন করেছে, আবার সহস্র গোদানও করেছে বহু ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করেছে আমার সে হাত সভাসদগণ, কুরুশ্রেষ্ঠগণের ও তোমাদের সামনে যাজ্ঞসেনীর কেশ আকর্ষণ করেছিল।

পরাজিত ও ভূলুণ্ঠিত এবং যমের মত সন্মুখে দাঁড়ান ভীমকে দেখেও দুঃশাসনের এরূপ দৃপ্ত নির্লজ্জ উক্তি তাঁর অদম্য সাহসের পরিচয়।

এই কথা শুনে ভীম দুঃশাসনের বুকের উপর বসে তাঁকে দুই হাতে সবলে ধরে উচ্চৈঃস্বরে সব যোদ্ধাদের বললেন, আজ আমি দুঃশাসনের বাহু উৎপাটিত করব। যার শক্তি আছে, সে তাকে রক্ষা করুক।

কোন কৌরববীর প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত ভীমের সন্মুখীন হতে সাহস করলেন না।

অতঃপর ভীম দুঃশাসনের বাহু দুটি উৎপাটিত করে তা দিয়েই দুঃশাসনেকে প্রহার করতে লাগলেন। এর পর ভীম দুঃশাসনের বুক চিরে তার উষ্ণ রক্ত পান করলেন। এই অবস্থাতেও দুঃশাসন উঠবার চেষ্টা করলে ভীম তাঁকে ভূপাতিত করে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। এরূপ নির্মমভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সন্তান বীর দুঃশাসনের জীবনের অবসান ঘটলো। দুর্যোধনের অতি বিশ্বস্ত

অনুচরদের মধ্যে মৃত্যুর এই সর্ব প্রথম শিকার। (এই নিদারুণ ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা ভীম চরিত্রে দ্রষ্টব্য)।

দুঃশাসনের নির্মম পরিণতির জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু চোখ সজল হয় না। দুঃশাসন যেন সারা জীবন নির্বোধের ন্যায় দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির আদেশ পালন করে গেছেন। দুর্যোধনচক্রের যত পাপ কর্ম সাধনের জন্যই যেন তার জন্ম। এমন একটি চরিত্রর জন্য কারো সহানুভূতি জাগে না। তাঁর শেষ পরিণতি পাঠকের অনুকম্পা আকর্ষণ করে মাত্র। হয়ত পাপীর শাস্তি এভাবেই হয়ে থাকে।